বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 657. May, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৭ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩২৫। মে, ১৯১৮। ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

প্রার্থনা-গীতি।

(খাম্বাজ।)

মঙ্গলময়! মন্দিরে তব মহামহোৎসব আজি!
নিখিল হৃদয় মোহন মন্ত্রে উঠুক্ মধুরে বাজি!
এস তুমি এস প্রাণে, এস ধ্যানে, এস জ্ঞানে,
তোমারি মাঝারে মগ্ন হউক্ চিত্তকমলরাজি!
অসত্য হইতে ভবে, লও দেব, সত্যে সবে,
লওহে তোমার পুণ্য-আলোকে নিবিড় তিমির নাশি!
মৃত্যু হতে অমৃতেতে, নিয়ে যাও এ জগতে,
করগো ত্রাণ অসীম কৃপায় করুণানিকর সাজি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান মহাসমরে ভারতবাসীর নিমন্ত্রণ—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েডজর্জ্জ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধিকে তারযোগে জানাইয়াছেন,—জর্ম্মণীর শাসন কর্ত্তারা কেবল ইউরোপে নহে, সমস্ত এশিয়াখণ্ডে যে তাহাদের দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী হইয়াছে এক্ষণে তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছে, এই সময়ে আমি ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় জনমণ্ডলীকে দ্বিগুণ বলসম্পন্ন হইয়া উঠিবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। ব্রিটিশ সৈন্যদলের শূরত্বকে ধন্যবাদ, তাহারা মিত্রসৈন্যের সহায়তায় ইউরোপে জর্ম্মণ উপদ্রব প্রতিহত করিতেছে। কিন্তু প্রাচ্যভূভাগে যে আতঙ্ক প্রসারিত হইতেছে এবং যাহা সমগ্র পৃথিবীকে ক্রমশ গ্রাস করিতেছে স্বাধীনতার ও শাসনশৃঙ্খলার অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই সেই আতঙ্ক হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্য স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধন করিবেন। ভারতবর্ষ এযাবৎ এই মহাসমরে যে জয়গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, আমি আশা করি, তিনি এক্ষণে সেই গৌরব বর্দ্ধনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইবেন। এশিয়ায় উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলার স্রোত প্রবাহিত করাই শত্রুর লক্ষ্য। সে স্রোত হইতে এশিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষকে প্রাকাররূপে দণ্ডায়মান হইতে ও বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতররূপে আপনাকে সুসজ্জিত করিতে হইবে।

আমরা আশাকরি প্রধান মন্ত্রির এ আহ্বান বিফল হইবে না।

মান্দ্রাজ প্রাদেশিক সমিতিতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্ব—এইরূপ প্রকাশ কাঞ্জিভেরাম নগরে মান্দ্রাজ প্রাদেশিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে সভানেত্রীর আসন প্রদান করা হইবে। এ সংবাদ বঙ্গনারীগণের পক্ষে অতি গৌরবের সন্দেহ নাই।

রোলাট কমিশন—বিলাতের হাইকোর্টের জজ জষ্টিস স্তর সিডনি রোলাটের সভাপতিত্বে ভারতের বিদ্রোহ-আন্দোলনের ও আবদ্ধ রাখা সম্বন্ধীয় তদন্তের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহার তদন্তকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার ফল কিরূপ হয় দেখা যাউক।

যুদ্ধে নিজাম বাহাদুরের অর্থসাহায্য—ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন, এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর এই অনুরোধের উত্তরস্বরূপ ভারতগবর্ণমেণ্টের হস্তে পনের লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরে আরও দিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নিজাম বাহাদুরের রাজভক্তি ও এই দানশীলতা অতীব প্রশংসনীয়।

হোমরুল লীগের সভ্যগণের বিলাতযাত্রা স্থগিত—শ্রীযুক্ত তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মহোদয়গণের বিলাতযাত্রা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে আপাততঃ বন্ধ রহিল।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা—মহাসমরের জন্য বিলাতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিবার কথা শুনা গিয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে আগামী ১লা আগষ্ট লণ্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	র	বৃ	শ	বু	র	বু
শেঃ	৩১	৩১	৩২	৩২	৩১	৩০
	ম	শু	ম	শ	ম	র
†	A.	M.	J.	Jy.	Au.	S.
‡	14	15	15	17	18	18
আঃ	সো	বু	শ	সো	বু	র
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	ম	শু	র	বু	শ	সো

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সাল।
ফসলী ১৩২৫—২৬।
হিজরী ১৩৩৬—৩৬।
খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৮—১৯।
শকাব্দ ১৮৪০।
সংবৎ ১৯৭৫—৭৬।
মগী ১১৮০—৮১।
ব্রাহ্মসংবৎ ৮৯—৯০।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ	শু	র	সো	বু	বৃ	শ
শেঃ	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
	শ	র	ম	বু	শু	র
	O.	N.	D.	Ja.	Feb.	Mar.
	18	17	16	15	13	15
আঃ	ম	শু	র	বু	শ	শ
শেঃ	31	30	31	31	28	31
	বৃ	শ	র	শু	শু	সো

র	বু	শ	বু	র	বু
সো	বৃ	র	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	সো	শু	ম	শু
বু	শ	ম	শ	বু	শ
বৃ	র	বু	র	বৃ	র
শু	সো	বৃ	সো	শু	সো
শ	ম	শু	ম	শ	ম

§ ১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

শু	র	সো	বু	বৃ	শ
শ	সো	ম	বৃ	শু	শ
র	ম	বু	শু	শ	সো
সো	বু	বৃ	শ	র	ম
ম	বৃ	শু	র	সো	বু
বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	র	ম	বু	শু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ,	৮,৯	৭	৬	৩	১,৩০	২৯
পূঃ,	১৩	১১	১০	৭	৫	৩
কৃঃএঃ,	২৩	২২	২০	১৭	১৫	১৩
অঃ,	২৭	২৫	২৪	২১	১৯	১৮

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শুঃএঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ—পূর্ণিমা
কৃঃএঃ—কৃষ্ণ একাদশী, অঃ—অমাবস্যা

*** ৮ই বৈশাখ, রবি, সোমবার ও ৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, শুক্ল একাদশী, ১৩ই বৈশাখ শুক্রবার ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা। ২৩শে বৈশাখ সোমবার ও ২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, কৃষ্ণ একাদশী; ২৭শে বৈশাখ শুক্রবার ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অমাবস্যা ইত্যাদি

* বৈ—বৈশাখ, রবিবার আরম্ভ ও ৩১শে মঙ্গলবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A এপ্রেল আরম্ভ সোমবার, শেষ ৩০শে মঙ্গলবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ রবিবার, ২রা সোম ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ২রা বৃহস্পতিবার ইত্যাদি।

বৈশাখ রবিবার } ১,৮,১৫,২২,
জ্যৈষ্ঠ বুধবার } ২৯।

এক এক দিকে ৬টা করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ,	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
পূঃ,	২	২	২	২	২	২
কৃঃএঃ,	১৩	১৩	১৪	১৩	১৪	১৪
অঃ,	১৭	১৭	১৮	১৭	১৮	১৭

*** ২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ও ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার, শুক্ল একাদশী। ২রা কার্ত্তিক শনিবার ও ২রা অগ্রহায়ণ সোমবার পূর্ণিমা।

১৩ই কার্ত্তিক বুধবার ও ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, কৃষ্ণ একাদশী। ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার, ও ১৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অমাবস্যা, ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার, তিথি ঠিক হইবে।

গান।

(ভৈরবী মিশ্র)

ওরে মন! কি নিয়ে তুই
রইলি ভুলে
এত আনন্দ-রস-ধারা বহে
বিশ্বভুবন মূলে!

পাতায় পাতায় ডাক উঠেছে
আকাশ আলোয় গান ছুটেছে
বনে বনে ফলে ফুলে
তারার মালায় নদীর কূলে!

প্রাণের দুঃখ-সুখ কান্না-হাসি
আনন্দেতেই উঠচে ভাসি
আনন্দ সব আনন্দ গো
আনন্দে গা' পরান খুলে !

দেখ্ রে তারে হৃদয়পুরে
থাকিস্ নে আর দূরে দূরে
ঐ যে ডাকে তোরে আকাশ আলো
বন-বীথি কি গান তুলে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবম প্রকরণ।

শিষ্যোক্তানুভবস্যৈব দার্ঢ্যার্থং গুরুণোচ্যতে।
নির্বেদঃ স্পষ্টমষ্টাভির্নিচ্ছাদিত্যজনাত্মকঃ ॥১॥

শিষ্যবর্ণিত অনুভবের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য গুরু আটটী শ্লোকে স্পষ্টভাবে কামনাদির নিবারক বৈরাগ্যের উপদেশ করিতেছেন।১।

কৃতাকৃতে চ দ্বন্দ্বানি কদা শান্তানি কস্য বা।
এবং জ্ঞাত্বেহনির্বেদাদ্ভব ত্যাগপরোহ ব্রতী ॥১॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচার এবং সুখদুঃখাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবযুগল কবে কোন্ ব্যক্তির শান্ত হয়? ইহা জানিয়া সে সকল বিষয়ে বিরক্ত হইয়া সর্ব ত্যাগী ও সব বিষয়ে আগ্রহ-শূন্য হও।১।

কস্যাপি তাত ধন্যস্য লোকচেষ্টাবলোকনাৎ।
জীবিতেচ্ছা বুভুক্ষা চ বুভুৎসোপশমং গতাঃ॥২॥

জন্মমরণাদি লোকব্যবহার অবলোকন করিয়া (সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে) যে কাহারও জীবনেচ্ছা, ভোগেচ্ছা ও জ্ঞানেচ্ছা শান্ত হইয়াছে, তিনিই ধন্য। (অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে লব্ধ পরিমিতআয়ু, পরিমিতভোগ বা পরিমিতজ্ঞান দ্বারা কেহই সুখী হয় না, বরং উত্তরোত্তর লোকের জীবনেচ্ছা ভোগেচ্ছা ও জ্ঞানেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু কালের অপরিহার্য্য আক্রমণে সে সকল ইচ্ছাসত্ত্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহার পর পুনরায় জন্ম হইলেও এবং পূর্ব-জন্মের সংস্কারবশতঃ বিদ্যাভ্যাসাদিতে সহজাত নৈপুণ্যলাভ করিলেও অনন্তজ্ঞান (পূর্ণজ্ঞান বা সর্বজ্ঞতা) লাভ করা সম্ভবপর নহে, কিন্তু যতক্ষণ না পূর্ণজ্ঞান হয়, ততক্ষণ জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এইরূপ মনুষ্যাদি শরীরে অনন্তভোগ (অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভোগ সর্বতোভাবে সর্বাধিকমাত্রায় পাওয়া) সম্ভবপর নহে, কেননা তাহা শরীরের সামর্থ্যে কুলায় না। এইজন্য শরীরাপেক্ষ সুখ বা জ্ঞানাদিতে যাহারা বিরক্ত হইয়া, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাবশতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া ভূমানন্দলাভ করেন, তাঁহারাই ধন্য)।২।

অনিত্যং সর্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতম্।
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি ॥৩॥

পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই অস্থায়ী, ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা দূষিত, অসার, তুচ্ছ, নিন্দিত এবং হেয়—ইহা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানী শান্তি অবলম্বন করেন (অর্থাৎ কোন বিষয়েই অভিলাষ প্রকাশ করেন না।৩।

কোঽসৌ কালো বয়ঃ কিংবা যত্র দ্বন্দ্বানি
নো নৃণাম্।
তান্যুপেক্ষ্য যথাপ্রাপ্তবর্ত্তী সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥৪॥

এতাদৃশ কোন কাল বা কোন অবস্থা আছে, যখন মানুষ সুখদুঃখাদি বিরুদ্ধ ভাবসকলের দ্বারা পরিভূত নহে? সেই সকলকে উপেক্ষা করিয়া যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা কালযাপন করিলে সাফল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।৪।

নানামতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা।
দৃষ্ট্বা নির্বেদমাপন্নঃ কোন শাম্যতি মানবঃ ॥৫॥

প্রত্যেক মহর্ষি, প্রত্যেক সাধু ও প্রত্যেক যোগীর ভিন্ন ভিন্ন মত অবলোকন করিয়া সর্বতোভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কোন মানুষ না শান্তি লাভ করে? (যখন লোক সকল মতামতের উর্দ্ধে উঠিতে পারে, তখনই প্রকৃত শান্তি, যে কোন একটা বিষয়ে আগ্রহ থাকিলেও বন্ধন)।৫।

কৃত্বা মূর্ত্তিপরিজ্ঞানং চৈতন্যস্য ন কিং গুরুঃ।
নির্বেদসমতাযুক্ত্যা যস্তারয়তি সংসৃতেঃ ॥৬॥

যিনি জীবের যথার্থমূর্ত্তি (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ) অবগত হইয়া বিষয়ে অনাসক্তি, সর্বত্র আত্মবুদ্ধি এবং শ্রুত্যনুগ্রাহক তর্কদ্বারা সংসারসাগর উত্তীর্ণ করান, তিনি কাহার না গুরু? ॥৬॥

বিকুচেতাঃ প্রশান্তাত্মাবিমৃত্যুঃ সুহৃদোনৃণাম্।
সাধুর্মহান্ সদা লোকে সদ্গুরুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

যিনি সর্বদা বিষ্ণুপরায়ণ প্রশান্তাত্মা বিগতক্রোধ লোকোপকারক সাধু ও মহাত্মা তিনি লোকে গুরু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন।৭।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়াদিশঃ ॥৮॥

যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচিত্ত, আত্মতুষ্ট, তাহার সকল দিকই সুখময়।৮।

পূর্ণে মনসি সংপূর্ণং জগৎসর্বং সুধাদ্রবৈঃ।
উপানিদ্গূঢ়পাদস্য নমু চর্মাশ্রিতেবভূঃ ॥৯॥

যাঁহার মন পূর্ণ (সর্বতোভাবে অভাবহীন) তাঁহার পক্ষে সমস্ত জগৎ সুধাময়। পাদুকাপরিহিত ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত পৃথিবীই চর্মাবৃত।৯।

পশ্য ভূতবিকারাংস্ত্বং ভূতমাত্রান্ যথার্থতঃ।
তৎক্ষণাদ্বন্ধনির্মুক্তঃ স্বরূপস্থো ভবিষ্যসি ॥৭॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, ও ভোগ্যপদার্থসকল পঞ্চভূতের বিকার মাত্র—এ সকলকে যদি যথার্থতঃ পঞ্চভূতরূপেই অবলোকন কর, (অর্থাৎ উহাতে রাগ দ্বেষাদি ত্যাগ কর) তবে তৎক্ষণাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিত হইবে।৭।

বাসনা এব সংসার ইতি সর্বা বিমুঞ্চতাঃ।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা ॥৮॥

বিষয়বাসনাই সংসার অতএব সকলে বিষয়বাসনা ত্যাগ কর। অতএব বাসনাত্যাগেই সংসার ত্যাগ করা হয়, তারপর যেকোনপ্রকারে কালযাপন হইবে।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার নির্বেদাষ্টক নামক নবম প্রকরণ।

দশম প্রকরণ।

বিহায়াণামভাবেঽপি তুষ্টি নির্বেদ ঈরিতঃ।
তৎসিদ্ধ্যর্থঞ্চ বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্যং শান্তিরীর্য্যতে ॥১॥

ভোগ্য বিষয় না থাকিলেও সন্তোষ অবলম্বনকরাকে নির্বেদ বলে, পূর্বে তাহা বলা হইল। এক্ষণে নির্বেদলাভের উপায় শান্তির বিষয় বলা হইতেছে, বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণার উপশমকেই শান্তি বলে।১।

বিহায় বৈরিণং কামমর্থং চানর্থ সঙ্কুলম্।
ধর্মমর্থং তয়োর্হেতুং সর্বত্রানাদরংকুরু ॥১॥

ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গেরহেতুভূত সকল কর্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর। কাম জ্ঞানের শত্রু, অতএব তাহাকে ত্যাগ করিবে। অর্থ—দুঃখসঙ্কুল, অর্থের অর্জনে ক্লেশ পাইতে হয়, তাহার রক্ষার জন্য পুনরায় ক্লেশ দুশ্চিন্তা, কলহ, শত্রুতা প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়, তাহার ক্ষয় বা ব্যয় হইলে অনুতাপাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব অর্থও হেয় বস্তু। ধর্ম পূর্ব দুইটীর হেতুভূত অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা লোকের ইহকালে বা পরকালে কামনাপূরণ ও ধনলাভ ঘটে, অতএব ধর্মও হেয়।

ধর্ম, অর্থ, ও কাম সমস্তই যদি হেয় হইল, তবে কিসের প্রতি আদর প্রদর্শন করিবে? অতএব সর্বত্র অনাদর কর।১।

স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানিত্রীণিপঞ্চবা।
মিত্রক্ষেত্র ধনাগার দারদায়াদি সম্পদঃ ॥২॥

সমস্তই স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালের অবলোকন কর। পৃথিবীর সকল সম্পদই দুপাঁচদিন থাকে মাত্র। আত্মীয় স্বজন, ভূমি, ধন, গৃহ, স্ত্রী, পৈতৃক সম্পত্তি প্রভৃতি কিছুই চিরকাল থাকে না।২।

যত্র তত্র ভবেৎতৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধিতংতদা।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাশ্রায় বীততৃষ্ণঃ সুখীভব ॥৩॥

যে যে বিষয়ে যখনই বাসনা হইবে, তখনই তাহা সংসারবন্ধনের মূল বলিয়া অবধারণ করিবে। এবং উৎকট বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্বক সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া সুখী হও।৩।

তৃষ্ণা মাত্রাত্মকো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষউচ্যতে।
ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্তিতুষ্টির্মুহুর্মুহুঃ ॥৪॥

আমাদের সংসারবন্ধন কেবল বাসনা-দ্বারাই বন্ধন (আর কোন প্রকার বন্ধনই নাই, অতএব আমরা ইচ্ছামাত্রই মুক্তিলাভ করিতে পারি; কারণ) বাসনার নাশেই মোক্ষ। অতএব সংসারের হেতুভূত বিষয়াদিতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মানুভূতি দ্বারা মুহুর্মুহু আনন্দ উপভোগ কর॥৪॥

ত্বমেকশ্চেতনঃ শুদ্ধো জড়ং বিশ্বমসত্তথা।
অবিদ্যাঽপি নকিঞ্চিৎসা কাবুভুৎসা তথাপিতে ॥৫॥

তুমি একরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, জগৎ জড়পদার্থ, অনিত্য, জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যাও কিছুই নয়। অতএব কোন বিষয়েই বা তোমার জানার ইচ্ছা হইবে? (অর্থাৎ জ্ঞানবাসনাও মুক্তির অন্তরায়, অতএব তাহাও ত্যাগ করিবে)।৫।

রাজ্যং সুতাঃ কলত্রাণি শরীরাণি ধনানিচ।
সংসক্তস্যাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি ॥৬॥

রাজ্য, পুত্র, কলত্র, শরীর, ধন—এসকলে আসক্তি সত্ত্বেও প্রতিজন্মেই নষ্ট হইয়াছে। (অতএব এসকলে বৃথা আসক্তিতে লাভ কি?)।৬।

অলমর্থেন কামেন সুকৃতেনাপিকর্মণা।
এভ্যঃ সংসারকান্তারে নবিশ্রান্তমভূন্মনঃ ॥৭॥

অর্থ, কাম ও পুণ্যকর্ম—এসমস্তই বৃথা। সংসাররূপ গহনবনে এসকলের দ্বারা কখনও কাহারও পরিতৃপ্তিলাভ ঘটে নাই।৭।

কৃতং ন কতি জন্মানি কায়েন মনসা গিরা।
দুঃখমায়াসদং কর্ম তদদ্যাপ্যুপরম্যতাম্ ॥৮॥

কায়মনোবাক্যের বাসনাদ্বারা কত কোটি কোটিনা জন্মগ্রহণ করিতে হইল। (প্রত্যেক জন্মেই কতনা জরামরণাদি দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে, ইহা হইতেই বুঝিয়া লও, আসক্তি-যুক্ত) কর্ম—(কত) দুঃখ ও আয়াসপ্রদ।

অতএব এখনও আসক্তি, তৃষ্ণা বা বাসনা ত্যাগ কর (সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে) ॥৮॥

ইতি অষ্টাবক্র গীতার উপশমাষ্টকনামক দশম প্রকরণ।

একাদশ প্রকরণ।

উক্তাশান্তির্নবিজ্ঞানং বিনা কস্তাপি জায়তে।
ইতি নিশ্চিতুমেবাহ গুরুর্জ্ঞানামৃতাষ্টকম্॥ঃ

বিজ্ঞান ব্যতিরেকে পূর্বোক্ত শান্তিলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না—ইহা অবধারণার্থ গুরু বিজ্ঞানামৃতের উপদেশ দিতেছেন।১।

ভাবাভাববিকারশ্চ স্বভাবাদিতি নিশ্চয়ী।
নির্বিকারো গতক্লেশঃ সুখেনৈবোপশাম্যতি॥১॥

পৃথিবীর সকল বস্তুর ভাবাভাবরূপ বিকার স্বভাববশতই হইয়া থাকে—ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধক নির্বিকার ও দুঃখমুক্ত হইয়া সহজেই শান্তিলাভ করেন।১।

ঈশ্বরঃ সর্বনির্মাতা নেহান্য ইতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিত সর্বাশঃ শান্তঃ কাপি ন সজ্জতে॥২॥

জগতে সমস্তই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে, আর কেহই কর্ত্তা নহেন—ইহা নিশ্চয় করিয়া সমস্ত বাসনাত্যাগপূর্বক শান্ত হইয়া সাধক কুত্রাপি লিপ্ত হন না।২।

আপদঃ সম্পদঃ কালে দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
তৃপ্তঃ স্বস্থেন্দ্রিয়ো নিত্যং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ॥৩॥

পরমেশ্বরই যথাকালে আপদ এবং সম্পদ প্রদান করেন—ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধক নিত্যতৃপ্ত ও সুস্থচিত্ত হইয়া কোন কিছু ইচ্ছা করেন না বা কিছুর জন্য শোকও করেন না। ॥৩॥

সুখদুঃখে জন্মমৃত্যূ দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
সাধ্যাদর্শী নিরায়াসঃ কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥৪॥

সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু সমস্তই পূর্বজন্মের কর্মবশতঃ ঘটে—ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধক ফলানপেক্ষ ও শ্রমরহিত হইয়া, কার্য্য করিয়াও লিপ্ত হন না।

চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী।
তয়াহীনঃ সুখী শান্তঃ সর্বত্রগলিত স্পৃহঃ॥৫॥

পৃথিবীতে দুশ্চিন্তাবশতই লোকের দুঃখ জন্মে, ইহার অন্য কোন কারণ নাই। সেই দুশ্চিন্তা ত্যাগপূর্বক সর্বত্র স্পৃহাশূন্য, শান্ত ও সুখী হও। লোকে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায়ই ব্যাকুল হয়, কিন্তু এরূপ ব্যাকুল হওয়া মূর্খতা মাত্র, ব্যাকুলতার দ্বারা বিপদের প্রতীকার হয় না, বরং বিপদ অধিকতর ঘনীভূত হয় মাত্র। যদি বিপদের প্রতীকার সদুপায়ে সম্ভবপর হয় তবে প্রতীকার কর, অন্যথা মানুষের ন্যায় সহ্য কর। ব্যাকুলতা বা দুশ্চিন্তায় কোন লাভ নাই।৫।

নাহং দেহো নমে দেহো বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী।
কৈবল্যমিতি সংপ্রাপ্তো ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্॥৬

আমি দেহ নই, দেহও আমার নহে, আমি বোধমাত্র—এইরূপ অবধারণ করিয়া সাধক কৈবল্যপ্রাপ্ত মানবের মত কৃতাকৃত স্মরণ করেন না।৬।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তমহমেবেতি নিশ্চয়ী।
নির্বিকল্পঃ শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্ত সুনির্বৃতঃ॥৭

ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই আমি—ইহা অবধারণ করিয়া সাধক সকল বিকল্প শূন্য হন, এরূপ হইলে বিষয়াশক্তিরূপ মল থাকে না, তখন তিনি বিশুদ্ধ ও শান্তান্তঃকরণ হন, প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বিষয়ে তাঁহার খেদ থাকে না, তখন তিনি আত্মানন্দ পরিপূর্ণ হন।৭।

নানাশ্চর্য্য মিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্বাসনঃ স্ফুর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥৮

এই নানা বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ জগৎ কিছুই নহে—ইহা অবধারণপূর্ব্বক সাধক বাসনাশূন্য হইয়া আপনাকে প্রকাশমাত্র দেখেন এবং শূন্যের ন্যায় শান্ত হন ।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার জ্ঞানাষ্টক নামক একাদশ প্রকরণ।

শ্রীবীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

কাঙ্গালিনী।

কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়,
জীর্ণবাস মলিনতা মাখা,
শত ছিদ্র তালি দিয়া ঢাকা,
অঙ্গে তা'ও বুঝি না কুলায়!
দেহকান্তি গিয়াছে চলিয়া,
অস্থি শুধু রয় জাগরিয়া,
প্রাণ আছে সহিতে জ্বালায়।
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

নয়নে অশ্রুর স্রোত ব'য়ে
দুটি রেখা দিয়াছে টানিয়ে
প্রভাহীন কপোলে তাহার,
অধর ভুলিয়া গেছে হাসি
শুধু ধরে অঙ্গারের রাশি—
প্রজ্জলিত হৃদয়-চিতার,
করুণ উচ্ছ্বাস উঠে তায়!
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

ওগো! তার অদৃষ্টের ফলে
স্নেহতট ডুবেছে অতলে,
প্রেমকুঞ্জ গেছে শুকাইয়া,
আশার দোলন গেছে টুটে
আশ্বাসের নীড় ভূমে লুটে,
আদরের নাহি স্নিগ্ধ ছায়া,
অবহেলা ভ্রূকুটি দেখায়!
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

ক্রন্দনেও নাহি ফল তার
কেবা শুনে রোদন তাহার?
শূন্য শুধু দেয় প্রতিধ্বনি!
চূর্ণ বক্ষঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলে
মরমে মরিয়া অন্তরালে,
কণ্ঠ হ'তে উঠে না'ক বাণী,
শূন্যদৃষ্টি শূন্যপানে চায়
অন্তহীন তীব্রবেদনায়
অদৃষ্টের করিয়া ধিক্কার,
চারিধারে হেরে শিখা জ্বলে
অভাবের হোম কুণ্ডানলে,
শিহরে আহুতি ভাবি' তার!
অভিশপ্ত জীবন ধরায়,
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

একবিন্দু করুণার তরে
অভাগী বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
কি কাতর নয়নে তাকায়!
একবর্ণ আশ্বাসের কথা
শীতল করিবে তার ব্যথা,
সে যে আর কিছু নাহি চায়।
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সাধে বাদ।

৫

গ্রামের প্রান্তভাগে এক কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তারিণী শণের দড়ি পাকাইতেছিল, সম্মুখে বিপিনকে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিতে দিতে বলিল "একি দাদাবাবু, ভরি সাঁঝে কোথা থেকে?" বলিতে বলিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল "কি হয়েছে দাদাবাবু—মুখ এত ভার ক'রে রয়েছ কেন? বাড়ীর সব ভাল তো?

বিপিন তারিণীর চালা হইতে একগোছা খড় টানিতে টানিতে বলিল একটা কাজ আছে যদি কর্‌তে পারিস্, তোর এই চালা ঘরখান কোটা হ'য়ে যাবে।

সোৎসুক দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের প্রতি চাহিয়া তারিণী বলিল "কর্‌বার—মত হ'লে কেন না পার্‌ব! বল কি কর্‌তে হ'বে?"

বিপিন। "আর যদি না পারিস তা হ'লে কি হবে জানিস্? শীতকালে ভাল ক'রে এই খড়ের আগুনে আগুন তাপবি।"

তারিণী। "তা আর জানি না; তোমার কাজে ত্রুটি হ'লে মাথা বেঁচে শুধু যে ঘরের ওপর দিয়ে যাবে এই আমার অনেক ভাগ্যি। তা কি কথাটা শুনি আগে?"

বিপিন তখন একখান ইট টানিয়া লইয়া তারিণীর কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া বসিয়া বলিল "দত্তদের বড় গিন্নির বাপের বাড়ী জানিস্ তো?"

তারিণী। "ওমা তা আর জানিনে? এ গাঁয়ের সকল কুটুম বাড়ীতেই তো আমিই তত্ত্ব তাবাস নিয়ে যাই। বড় গিন্নির বাপের বাড়ীতে সেদিন ও তার ভাইয়ের শ্রাদ্ধের সময় গিয়েছি, তা সেখানে তোমার কি?"

বিপিন আর একটু নিকটস্থ হইয়া বলিল "একজন ঝি সেখানে রাখিয়ে দিতে হ'বে। নূতন বউ গেলে তার জন্যে ঝির দরকার হবে তো? তারপর লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে যেমন যেমন বল্‌ব তাই করাতে হবে; কিন্তু কাজে গাফিলি হ'লে জান্‌বে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হ'বে।"

তারিণী। সে কথা আর মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই। আমার বোনঝি কাজ কর্ম্ম ছেড়ে বসে আছে, তাকে সেখানে রাখাতে পার্‌তাম। তা তাকে আন্‌তে যেতে হবে; হাত একেবারে খালি—

হাসিয়া বিপিন বলিল, হ্যাঁ আমিও তোমায় জানি; তা শুধুহাতে তোমার কাছে আসিনি। আজ এই দশ টাকার নোটখান খালি আছে এই নিয়ে কাজে লাগ, টাকার জন্যে ভাবনা নেই।"

হাত পাতিয়া তারিণী নোট গ্রহণ করিল, বিপিন বলিল "কেমন তবে আমি নিশ্চিন্ত রইলাম?"

গৃহে ঢুকিতে ঢুকিতে তারিণী বলিল "খুব, তুমি জেনে রাখ তোমার কাজ হ'য়ে গেছে,"

৬

এক দুই করিয়া লাবণ্যলতার দীর্ঘ দিন-গণনার শেষ হইলে একদিন সংবাদ আসিল প্রমোদ পশ্চিম হইতে ফিরিয়া গৃহে আসিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ দিন লাবণ্যর কত উদ্বেগ

কত আশঙ্কায় কাটিয়াছে; কিন্তু সেই সুদূর প্রদেশে নয়ন-মনোরম দৃশ্যের মধ্যে প্রমোদ কি একবারও লাবণ্যকে স্মরণ করিবার সময় পাইয়াছে? লাবণ্যর তো আর মন মানে না, কবে আবার চিরারাধ্যকে একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া সে তৃপ্ত হইবে!

আর প্রমোদ! সেই যে শান্তিময় পল্লী-গৃহ-প্রাঙ্গনে মূর্ত্তিমতী বনদেবীকে দেখিয়া গিয়াছে, শত সুখে, শত চিন্তায়, শত দুঃখের মধ্যেও সেই মধুর মূর্ত্তিখানি অহরহ তাহার অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া দীপ্তি পাইয়াছে। জাগরণে সেই স্মৃতি—শয়নে সেই চিন্তা, নিদ্রায় সেই স্বপ্ন বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। প্রমোদ যেখানে গিয়াছে সেখানেই লাবণ্যমাখা, যাহা দেখিয়াছে তাহাতেই লাবণ্যমাখা, যাহা ভাবিয়াছে তাহাই লাবণ্যমাখা প্রমোদ বুঝিয়াছে যে এ প্রেম শুধু চোখের নেশা নহে, লাবণ্য তাহার নয়নের আনন্দ—জীবনের আরাধ্যা, হৃদয়ের শান্তি। প্রমোদ মনে মনে বলিয়াছে যে "তৃষিত উপাসকের যখন তুমিই একমাত্র গতি তখন হে হৃদয়মোহিনী আমার নয়নে মনে তুমিই সর্ব্বময়ী হইয়া অধিষ্ঠিতা হও; তোমার চরণে আমার সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়া আমার পূজার সার্থকতা লাভ করি।"

প্রমোদের গৃহ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, শূন্য, আত্মীয়ার মধ্যে একমাত্র পিসিমা; প্রমোদ তাঁহাকেই আনাইল। জমীদারের একমাত্র বংশধরের বিবাহ, প্রমোদের পিতামাতার অবর্ত্তমানতা হেতু যাহাতে কোনও ত্রুটি না ঘটে পিসিমা এমনিই আয়োজন করিতে লাগিলেন। নিকট বা দূর সম্পর্কীয় যে যেখানে ছিল কেহই নিমন্ত্রণে বাদ গেল না। বৃহৎ অট্টালিকা লোকেপূর্ণ হইয়া উৎসবে মাতিয়া উঠিল, শুধু প্রমোদের অন্তরখানিই একখানি নির্জ্জন পল্লীগৃহের চিন্তায় মগ্ন রহিল।

যখন শুভদৃষ্টির সময় চারিচক্ষুর আবার মিলন হইল তখন প্রমোদের অন্তরের দুকুল ছাপাইয়া সুখের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। জন্মাবধি ভাগ্য তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুকূল, অপরূপ রূপ, কলঙ্কহীন চরিত্র, তার উপর অগাধ ঐশ্বর্য্য লইয়া সে জগতে প্রবেশ করিয়াছিল; তার উপর জগতে যাহা একান্ত দুর্ল্লভ, সেই প্রার্থিত প্রণয়াস্পদ লাভে আজ নবীন জীবন অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াউঠিল। আজ প্রমোদের জীবন যাত্রার পথ পুষ্প সজ্জায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল; আজ জগৎ পূর্ণ, প্রাণ পূর্ণ, চরাচর আজ পূর্ণতায় ভরা।

আর লাবণ্য! যে দেবতার চরণে তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া শুধু তাহারই আশাপথ চাহিয়াছিল; আজ এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী তার সর্ব্বস্ব আজ সেই মহান্ সিন্ধুতে মগ্ন করিয়া কৃতার্থ হইল। কিন্তু এত সুখেও কেন চোখে জল আসে? দুঃখ পীড়িত দূর্ব্বল হৃদয় সুখের ভারে এত অবসন্ন হয় কেন? ওই চরণে আশ্রয় পাইয়াও কি লাবণ্যর চক্ষের অশ্রু শুকাইবে না!

সরোজ যখন প্রমোদের হাতে লাবণ্যকে সমর্পন করিল তখন তাহার দুই চক্ষু কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল, সে দীন হীন দরিদ্র, আর রাজ্যেশ্বরতূল্য প্রমোদ, আজ সে হাত পাতিয়া ভিখারীর দান গ্রহণ করিতেছে! গদগদ স্বরে সরোজ বলিল ভাই তুমি যে এত দয়া করিবে, ইহা কখনও

মনে স্থান দিতে সাহস করিনি, তোমার মহৎ অন্তঃকরণের এই স্নেহ টুকু যেন চির দিনের জন্য দাবী কর্‌তে পারি ; এই সাধটুকু যেন ঈশ্বর পূর্ণ করেন।

সব হইল, কেবল নির্ম্মলের আর সইয়ের বিবাহে আসা ঘটিয়া উঠিল না, তবে আইবুড় ভাতের তত্ত্ব না পাঠাইয়া সে কি থাকিতে পারে! তার ভিতরে সে চিঠি দিতেও ভুলিল না। চিঠিতে নানা কথার পরে শেষকালে লিখিয়াছে—"কেমন সই, আমি যাকে ধরে দিয়েছিলাম তাকেই পেলি কি না? দেখিস্ ভাই সুখের দিনে যেন সইকে ভুলিস্‌নে, তোর দুঃখের দিনে গলাধরে কেঁদেছি, এবার কবে তোর সার্থকতার হাসি ভরা মুখে তোর সুখের গল্প শুন্‌ব, সেই আশায় পথ চেয়ে রইলুম, ভাই তুই চির সুখী হ শুধু এই মাত্র কামনা করি।"

যখন সেই আজন্মের গৃহ হইতে বিদায়ের সময় আসিল তখন লবণ্য প্রাঙ্গনের ধূলার উপর পড়িয়া স্বর্গগত পিতাকে স্মরণ করিয়া বুক ফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল, কে আজ সান্ত্বনা দিবে; সকলেরই চক্ষু অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আসিল।

৭

"দেখ্ প্রমোদ, অনেক সুন্দরীকে ফুলের গহনায় সাজ্‌তে দেখেছি কিন্তু আজ যেরূপ দেখলাম, এমন কখন দেখিনি; তোর কি বরাত ভাই!"

বন্ধুর কথায় সলজ্জ হাসি হাসিয়া প্রমোদ বলিল "তোমার সবই বাড়াবাড়ি"।

"না ভাই আজ চক্ষু জুড়িয়ে গেল।" পরে বন্ধুকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিল "তুমি চিরসুখী হও।"

সেদিন ফুলশয্যা, প্রমোদের বন্ধুরা ফুলের গহনা আনিয়া লাবণ্যকে সাজাইয়াছে। প্রমোদের শয্যাগৃহখানিও ফুল দিয়া সাজাইয়াছে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদ করিয়া বন্ধুরা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে প্রমোদ শ্রান্তদেহে উদ্যানের একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। তখন প্রায় অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে, মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র রজত কিরণরাশি বর্ষণ করিতেছিল, সেই মধুর জ্যোৎস্নাধারায় বৃক্ষলতা পৃথিবী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইতেছিল; চারিদিকে স্ফুটিতকুসুমরাশি স্বর্গীয় সৌরভে অন্তরে মধুর আবেশের সৃজন করিতেছিল; প্রমোদের নবপ্রেমোদ্ভাসিত হৃদয় আপনা বিস্মৃত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের মাঝখানে একখানি অপূর্ব্ব রূপপ্রতিমা স্থাপন করিয়া তাহারই ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িতেছিল। সে রূপের ধ্যান কি তৃপ্তিকর! কি মোহকর! লাবণ্য! সুধাময়ী লাবণ্য! তোমার স্মরণমাত্রেই কত সুখ! পুলকবিহ্বলতায় দেহ মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, তোমার স্পর্শসুখ না জানি আরও কি মধুর!!

বারান্দার উপর হইতে দাসী ডাকিতে লাগিল, "বাবু! মা ভিতরে ডাকিতেছেন"। "প্রমোদের পিসিমাই গৃহকর্ত্রী লোকজন তাঁহাকেই মাতৃসম্বোধন করে"।

"পিসিমাকে বল আমি যাচ্চি", বলিয়া প্রমোদ বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যে সোফার উপর লাবণ্যকে বসাইয়া বৌ দেখান হইয়াছিল তাহার উপর লাবণ্যর সিল্কের রুমালখানি পড়িয়াছিল, প্রমোদ সযত্নে সেখানি তুলিয়া লইয়া একবার ওষ্ঠস্পর্শ করিল তারপর

বুকেরকাছে একবার চাপিয়া ধরিয়া ভাঁজ করিতে গিয়া দেখিল কোণে কাগজের মত ক্ষুদ্র একখণ্ড কি বাঁধা রহিয়াছে,—খুলিয়া সেটা লইয়া একবার গৃহে প্রবেশ করিল। লাবণ্যকে আজ প্রথম দিনে উপহার দিবে বলিয়া প্রমোদ নিজে একজোড়া ব্রেসলেট্ আনাইয়াছিল সেটি বাহিরের ড্রয়ারেতেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল; ব্রেসলেট জোড়া বাহির করিতেই উজ্জ্বল আলোকে স্বর্ণ ও হীরকজ্যোতি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল; সেই উজ্জ্বল নবনীতকোমল সুগোল বাহুদুটি প্রমোদের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল, প্রমোদ ভাবিল লাবণ্যর হাতের উপযুক্ত এ জোড়াও হয় নাই; সহসা প্রমোদের মনে কৌতুহল হইল লাবণ্যর রুমালে বাঁধা কাগজটুকুতে কি লেখা আছে দেখি!" আলোর নিকট কাগজটুকু মেলিয়া ধরিতেই প্রমোদের দীপালোকিত গৃহ সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল, দুই হাতে মাথা ধরিয়া সে সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল। সেই ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড একখানি পুরুষের হস্ত লিখিত পত্র! তাহাতে লেখা ছিল—

"লাবণ্য! যেদিন তুমি আমার বক্ষঃশূন্য করিয়া প্রমোদের সহিত চলিয়া গেলে, সে দিন আমি সমস্ত পৃথিবীই অন্ধকারময় দেখিয়াছিলাম; তুমি যে ঐশ্বর্য্যবান স্বামী পাইয়াও আমায় স্মরণ করিবে সে আশা আর করি নাই। কিন্তু প্রাণাধিকে, তোমার অমৃতময় স্মরণলিপি আমার মৃতদেহে জীবন দান করিয়াছে, আমি বুঝিয়াছি আমাদের এ প্রেম জীবন থাকিতে অবিনাশী; দাস আজ্ঞানুসারে দুয়ারে উপস্থিত, যখনি স্মরণ করিবে তখনি চরণে উপস্থিত হইব। "একান্ত তোমারি—"

পত্রে লেখকের নাম নাই; পত্রপাঠে প্রমোদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। একি লাবণ্যর নামের পত্র? না, তাহার ভুল হইয়া থাকিবে। কি পড়িতে সে কি পড়িয়াছে, আজ তো আনন্দে তাহার মন নিতান্তই চঞ্চল হইয়া আছে, সব তাতেই লাবণ্যর কথাই মনে আসিতেছে, তাই পত্রেও লাবণ্যরই নাম দেখিয়াছে। প্রমোদ পুনরায় আলোর নিকট ধরিয়া বারবার ভাল করিয়া পত্রটুকু পড়িল। আর সংশয়ের কি আছে?"

শেষে ভাগ্যে এই ছিল! কত সাধে কত আশায় যে লাবণ্যকে বক্ষে ধরিতে ছুটিয়াছিলাম, সেই লাবণ্য কালসাপ হইয়া বক্ষে দংশন করিল! এই নাগহার বক্ষে ধরিয়া এত আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম? লাবণ্য! লাবণ্য! ওই অমরলাঞ্ছিত রূপের আবরণে এত হলাহল লইয়া আমায় বঞ্চনা করিলে? হা ভগবান্, তোমার মনে এই ছিল! "প্রমোদের চিন্তার শক্তিও লোপ হইয়া আসিতে লাগিল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতের ন্যায় প্রমোদ সেখানে পড়িয়া রহিল।

প্রমোদের বিলম্ব দেখিয়া পিসিমা নিজে বাহিরে আসিলেন। "একি প্রমোদ! তুই এখানে শুয়ে ঘুমুচ্চিস্? এদিকে রাত যে ব'য়ে যায়; উঠে আয় "বলিয়া গা ঠেলিয়া ডাকিলেন।

তেমনি ভাবে মুখের উপর হাত রাখিয়া প্রমোদ উত্তর করিল "পিসিমা! আমি উঠ্‌তে পাচ্চিনে, ভয়ানক মাথায় যন্ত্রণা হচ্চে।" ভীতিব্যাকুলকণ্ঠে পিসিমা বলিলেন "দেখি জ্বর নয় তো?" করতলে দেহস্পর্শ করিয়া

বলিলেন "না জ্বর তো নয়! আমার হাত ধ'রে উঠে আয় প্রমোদ, ঘরে গিয়ে শুবিচল।" কাতরস্বরে প্রমোদ বলিল "না পিসিমা আমায় এখানেই একটু ঘুমুতে দাও, যে রকম যন্ত্রণা, উঠ্‌লে মূর্চ্ছা হ'তে পারে।"

হায়! তাহার গৃহ! সে স্বর্গের স্বপ্ন যে মুহূর্ত্তে মিশাইয়া গিয়াছে!

পিসিমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে তবে ডাক্তার আন্‌তে বল্‌ব?

প্রমোদ। "না গো আমায় আর বকিও না।"

বিবন্নবদনে পিসিমা চলিয়া গেলেন।

এ জ্বালা উপশম করে এমন ডাক্তার কেহ আছে কি? প্রমোদের যে বুকের কলিজা ফাটিয়া যায়! এ বিষের জ্বালা কে কমাইতে পারে?

বাটীর সকলেই যখন আপন আপন শয্যায় গিয়া স্থান লইল তখন লাবণ্য ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কোন ঘরে আছেন ঝি জানো?"

ঝি। "কেন গা বৌ-দিদি?"

অনুনয় স্বরে লাবণ্য বলিল "কেমন আছেন একবার দেখে আস্‌ব।"

অধরে তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া চোখ ঘুরাইয়া ঝি উত্তর দিল "তুমি যাবে? কি কথা মা! তুমি কি ভেবেছ বাবুর সত্যি অসুখ হয়েছে? পাড়াগাঁয়ের ভাল মানুষের মেয়ে, তুমি এ সব জান্‌বেই বা কোথা থেকে, ওসব বড় মানুষের রোগ বৌ-দিদি। ও তুমি কি দেখ্‌তে যাবে?"

অবাক্ হইয়া ঝির মুখের দিকে চাহিয়া লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল বড় মানুষের রোগ আবার কি?

ঝি। "তাও বল্‌তে হবে! দেখনি সন্ধ্যেবেলায় একপাল মিন্সে এসেছিল? সেইগুলোকে নিয়ে মদ খেয়ে মাতামাতি ক'রে এখন বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছেন; হয় তো সে মাগীটাও সেইখানেই আছে। ঘরের লক্ষী তুমি সেখানে কোথায় যাবে?"

একি! এসব ঝি বলে কি! সেই শিব-কান্তি করুণার আধার, দেবপ্রতিম স্বামী, ঝি তাঁর একি চরিত্র ব্যাখ্যা করে?

ব্যথিতা লাবণ্য মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল "কি বল্‌ছ ঝি? আমি তোমার কথা বুঝতেই পাচ্চিনে। আমি ওঁর কথা বল্‌ছি, পিসিমা তাঁর অসুখের কথা ব'লে গেলেন শুন্‌লে না?"

ঝি। আমিও তো সেই কথাই বল্‌ছি, ধন্যি তোমার বুকের পাটা মা! সেই মাতালের কাণ্ডের ভেতর তোমার যেতে সাধ্যি থাকে যাও; আমরা তো বাপু ইজ্জত খোয়াতে পারি না।

"উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া ঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লাবণ্য ধীরে ধীরে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। হায় সুখ!

পরদিন প্রমোদের শয্যাত্যাগ করিতে অনেক বিলম্ব হইল লাবণ্য অন্তরে অন্তরে স্বামীর সংবাদের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেও মুখ ফুটিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? ঝির কাছে একবার যেরূপ কথা শুনিয়াছে সত্য হউক মিথ্যা হউক তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা খাইতে ইচ্ছা নাই। লাবণ্য ব্যাকুল হইয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন এখন যন্ত্রণা কি রকম বোধ হচ্চে প্রমোদ ?"

প্রমোদ। "ভাল নয় পিসিমা! মাথার যাতনার জন্যে যেমন কষ্ট হচ্চে ভাবনাও তেমনি হ'চ্চে, আজই কল্‌কাতা চ'লে যাব ভাবচি।"

উৎকণ্ঠিতা পিসিমা বলিয়া উঠিলেন "এই অসুখ নিয়ে তোকে একলা তো যেতে দিতে পারিনে, যদি তোর যেতে হয় আমিও সঙ্গে যাব।"

প্রমোদ। "তুমি শুদ্ধ গেলে বাড়ীতে কে থাক্‌বে? যাঁরা এসেছেন তাঁরা তো আজই যেতে চাচ্চেন।"

পিসিমা! "সেই যা এক ভাবনা, তা আমরা তো আর সেখানে বাস করতে যাচ্চিনে, ডাক্তার দেখিয়েই চ'লে আসব। লোকজন তো সব রইল; আমিই বা আর এখানে কদিন, নিজের বাড়ীতে লাবণ্য একা থাক্‌বে তার আর কি ভাবনা।"

প্রমোদ। "তুমি সঙ্গে গেলে ভালই হয়; যাও তো তোয়ের হ'য়ে নাও, আমি কিন্তু আজই যাচ্চি।"

সেই দিনই প্রমোদ কলিকাতায় রওনা হইল।

যাত্রার অনতিপূর্ব্বে পিসিমা একবার প্রমোদকে ডাকিয়া বলিলেন, যাবার আগে লাবণ্যকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব'লে আয় না; যেন সাবধানে থাকে, ছেলেমানুষ একলাটি রইল"। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রমোদ উত্তর করিল, আমার বলবার কিছু দরকার নাই। মনে মনে ভাবিল কি চিতার আগুন বুকে সাজিয়েছি তুমি কি বুঝ্‌বে পিসিমা! আজ সেই জ্বালাতেই এ-ঘর ছেড়ে পালাতে যাচ্ছি। জানি না এ জীবনে আর কখনও শান্তি পাব কি না!"

পিসিমা ভাবিলেন লজ্জাবশে প্রমোদ বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিল না। মনে মনে পিসিমা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

লাবণ্য জানলার ধারে দাঁড়াইয়া প্রমোদের গমনোদ্যোগ দেখিতেছিল যখন প্রমোদ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল তখন স্বামীর প্রতি চাহিয়া অভাগিনীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, হা ভগবান লাবণ্য যে ওই চরণে সব সঁপিয়াছে, আর কিছু না হউক শুধু যেন সেবিকার অধিকারটুকুও তাহার থাকে। "গাড়ী ফটক পার হইয়া চলিয়া গেল; লাবণ্য তখনও পথের ধারে চক্ষু রাখিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

পিছন হইতে ঝি ডাকিল, "তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ বৌ-দিদি! চুল বাঁধবে কাপড়কাচবে চল?

"বিষণ্ণ বদনে লাবণ্য উত্তর দিল "না ঝি বড় মাথা ধরেছে, আজ আর চুল বাঁধব না।"

একটু মুচকি হাসিয়া ঝি বলিল "সেই থেকে কাঁদ্‌চ তা আর মাথা ধর্‌বে না? চুল বেঁধে সিঁদুর পর, বাবু আজ বাড়ী থেকে গেলেন তাঁর যে অকল্যাণ করা হবে। বেশী দিন তো আর সেখানে থাকবেন না, তার জন্যে অত কাতর হচ্চ কেন? হ্যাঁগা বৌ-দিদি বাবু কদিনে ফির্‌বেন ব'লে গেলেন?"

লাবণ্য মৃদু স্বরে উত্তর দিল "কি জানি আমায় তো কিছু বলেন্‌নি।

"ঝি আশ্চর্য্যের ভান করিয়া আপন মনে

বলিতে লাগিল "ওমা যাবার সময়েও একটা কথা কইলে না? কি প্রবৃত্তি গা! ভেবে-ছিলাম এমন সোনার প্রতিমে এনে বাবু এবার ঘরবাসী হবে, তা হ'লনা এখনও সে থিয়েটার ওয়ালীর ওপর এতটান!

লাবণ্য তীব্রস্বরে বলিল "কি বলছ ঝি?"

ঝি। "কিছু না মা নিজের মনেই দুটো কথা কচ্ছি।"

লাবণ্য তেমনি রুক্ষস্বরে বলিল "তোমায় বারণ ক'রে দিচ্ছি ঝি যখন তখন তুমি আমার কাছে অমন ক'রে বাবুর কথা ব'লো না।" লাবণ্য মুখ ফিরাইল ক্রোধে দুঃখে চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

বক্র হাসি হাসিয়া ঝি মৃদুঃস্বরে বলিল "দেখে বাঁচিনে, এ সোহাগ রাখ্‌চিনে।"

ক্রমশঃ

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

ব্যথা।

হায়! পরাণে আমার ব্যথা দিয়ে সে যে-
　চলে গেল।
শুধু করুণ সুরের গানগুলি যেরে-
　মরমের মাঝে র'য়ে গেল।
　সেই হাসি ভরা মুখখানি,
　সেই সুধামাখা মধু বাণী,
মোর সুখভরা এই হৃদয় মাঝারে-
বেদনার স্মৃতি রেখে গেল।
হায়! পরাণে আমার ব্যথা দিয়ে সে যে-
　চলে গেল।

শ্রীমহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুর তীর্থ নিচয়।

হাজো।

হাজো আসামস্থিত কামরূপ জেলায় অবস্থিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু নির্ব্বিশেষে সকলেই এখানে তীর্থ করিতে আইসে। স্থানটী একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়টীতে উঠিবার জন্য সিঁড়ি আছে। প্রবাদ এইরূপ যে উবো নামক জনৈক ঋষিদ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। পরে মুসলমানগণ মন্দির-টীকে ভগ্ন করে। মন্দিরটীতে বিষ্ণুর নরসিংহ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভুটিয়াগণ ইহাকে বৌদ্ধমূর্ত্তি ভ্রমে পূজা করিয়া থাকে। মন্দিরটী পরিচালনার জন্য দ্বাদশ সহস্র ব্রহ্মত্রজমি আছে। মন্দিরে নর্ত্তকীর দলও দৃষ্ট হয়। আসামের অন্যান্য মন্দিরে নর্ত্তকীর প্রথা দৃষ্ট হয় না। পাহাড়ের পশ্চিম দিকে যেখানে Deputy Commissioner এর বাঙ্গালা আছে তথায় আরও তিনটী মন্দির অবস্থিত। পরন্তু সেগুলি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্ত্তী উমানন্দ নামক স্থানে অশ্বক্রান্তার মন্দির আছে। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে চড়িতে হয়। প্রবাদ এইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে লইয়া এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার

অশ্বের খুর দ্বারা যে সকল গর্ত্ত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তটের সন্নিকটে যে ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। পাছে রুক্মিণীকে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় উক্ত দ্বীপের আড়ে তিনি রুক্মিণীকে স্নান করান। ক্লাব ঘরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উগ্রতারার মন্দির ও পুষ্করিণী আছে।

চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ পাহাড়টী চট্টগ্রামে অবস্থিত। চট্টগ্রাম সাধারণতঃ চিটাগং নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চিটাগং সহরের ২৪ মাইল দূরে সীতাকুণ্ড অবস্থিত। চট্টগ্রামে পর্ব্বত নাই পরন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। তন্মধ্যে সীতাকুণ্ড নামক পাহাড়টাই সর্ব্বোচ্চ এবং পবিত্র। সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথের অপর একটি নাম। ইহার উচ্চতা ১১৫৫ ফিট। এই পাহাড়ে দুই প্রকারের প্রস্তর দৃষ্ট হয়—একটী আগ্নেয় ও সছিদ্র এবং অন্যটী কঠিন। শেষোক্তটীতে লৌহের অংশ আছে। উক্ত প্রস্তরদ্বয়ের মধ্যে কোনটীই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। সীতাকুণ্ডে একটী প্রস্রবণ আছে। এইটীই তীর্থযাত্রীর পক্ষে পরম পবিত্র। ভারতের প্রায় সকল স্থান হইতেই লোকে এখানে তীর্থ করিতে আইসে। প্রস্রবণটী উষ্ণ। শুনা যায় যে ইহাতে কেরোসিন তৈলও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লবণের প্রস্রবণও দেখা যায়। ইহা লবণাক্ষ্য নামে খ্যাত। চন্দ্রনাথের উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে উক্ত প্রস্রবণটী অবস্থিত। ইহাও হিন্দুদিগের একটি পবিত্র তীর্থ। প্রবাদ এইরূপ যে সীতাকুণ্ডে রামচন্দ্র ও শিব উভয়েই সমাগত হইয়াছিলেন। লোকদিগের বিশ্বাস যে শিব এই স্থানটীতে বাস করেন। সেই বিশ্বাসের জন্য শিব-চতুর্দ্দশীর দিনে এখানে একটী মেলা হয়। যাত্রীগণ অধিকারীদিগের বাটীতে থাকিবার জন্য স্থান পায়। অধিকারীগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহারা বঙ্গদেশে স্বীয় স্বীয় চর প্রেরণ করে। সেই চরেরা লোকদিগকে চন্দ্রনাথ দর্শন করিবার জন্য প্ররোচনা দেয়। শিব-চতুর্দ্দশীতে প্রত্যেক অধিকারীর তিন চার হাজার টাকা লাভ হইয়া থাকে। লোকজনকে বাটীতে রাখার জন্য যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্ব্যতীত যাত্রীরা পূজার জন্য যাহা কিছু দেয় তাহাও অধিকারীদিগের প্রাপ্য। তবে তাহাদিগকে মহান্তকে কিছু কর দিতে হয়। শিব চতুর্দ্দশীর মেলাটী প্রায় দশ দিন থাকে। প্রায় বিশ সহস্র লোক মেলা দেখিতে আইসে। চৈত্র এবং অগ্রহায়ণ মাসেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা হয়। তদ্ব্যতীত প্রতি সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণেও মেলা হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলায় ২ হইতে ১০ সহস্র লোক জমা হয়। প্রবাদ এইরূপ যে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আরোহণ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। পাহাড়ের উপরিভাগে একটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত। চন্দ্রনাথ, বর্হাবকুণ্ড ও লবণাক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে অনেক মন্দিরই আছে। বর্হাবকুণ্ডটী চন্দ্রনাথ হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। লবণাক্ষ্যও চন্দ্রনাথ হইতে সমদূরবর্ত্তী। এই স্থানত্রয়ে তীর্থসেবীগণ সমাগত হয়েন।

বৈশাখ মাসে সূর্য্য পূজার জন্য হিন্দুগণ জাইতপুরায় গমন করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে

বৌদ্ধগণ রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত মহামুনির মন্দিরে সমাগত হয়। চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে বৌদ্ধগণ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাইয়া পূজা করে। এইস্থানে গৌতমের দেহ মৃত্যুর পর ভস্মীভূত হয়। বৌদ্ধগণ মৃত আত্মীয়বর্গের অস্থি লইয়া আসিয়া গৌতমের একটি পূতগর্ত্তে জমা করে।

ব্রহ্মপুত্র তীর্থ।

হিন্দুদিগের পক্ষে ইহা অতি পবিত্র তীর্থ। এইখানে জমদগ্নি মহর্ষির পুত্র পরশুরাম মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। পরশুরাম ব্রাহ্মণবংশীয় রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর কুলের বিবরণ এইরূপ—ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি ভৃগু। ভৃগুবংশে চ্যবন জন্মগ্রহণ করেন। চ্যবনের পুত্র প্রমতি। প্রমতির পুত্র রুরু। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ কিন্তু এক এক দেশের রাজা ছিলেন। ঐ বংশে ত্রেতাযুগে ঋচীকের উৎপত্তি হয়। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। ইনি কার্ত্তবীর্য্য নামে ক্ষত্রিয়-রাজাকর্ত্তৃক কামধেনুর জন্ম হত হন। ঐ জমদগ্নি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে পরশুরামের জন্ম হয়। এতদ্ব্যতীত আরও ৯৯জন পরশুরাম আছেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয় বধে প্রতিজ্ঞা করিয়া বালবৃদ্ধ জরাতুর পরিত্যাগ করিয়া একবিংশতিবার কিশোর ক্ষত্রিয় নাশ করেন। পরশুরাম নিজ সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তপোধর্ম্মে সংলগ্ন হন। তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তদ্রাজধানী দিনাজপুর, বাণাসুর অধিকার করিয়া লয়।

ব্রহ্মপুত্র পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের যাট মাইল পূর্ব্বে মেঘনানদ নাম ধারণ করিয়াছে। যেখানে লোহিত নদীর সহিত ইহার সঙ্গম হইয়াছে সেই স্থান হইতেই ইহাকে ব্রহ্মপুত্র বলে। ব্রহ্মপুত্র নদের তটে ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সহর অবস্থিত।

চিলমার ঘাটে চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নানের মেলা হয়, কিন্তু যে বৎসর চৈত্রমাসে বুধ এবং অষ্টমী একদিনে পড়ে সে বৎসরে যাত্রীর সংখ্যা অধিক হয়। চিলমার ঘাটে যাত্রীগণ একরাত্রি বাস করে এবং পরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে না।

এখানে যাইতে হইলে পার্ব্বতিপুর জংশন হইতে ৩৩ মাইল দূরে তিষ্টানদী তটে কৌলিয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত রেলপথে যাইতে হয়। পুনরায় কৌলিয়া হইতে ৬মাইল তিষ্টাগ্রাম পর্য্যন্ত ষ্টীমারে যাইতে হয়। এই গ্রাম হইতে ১৬ মাইল দূরে কুরীগ্রাম এবং ২৬ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর তটে যাত্রাপুর। তিষ্টা হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত রেলগাড়ী পাওয়া যায়।

পরশুরাম-কুণ্ড।

এই পবিত্র স্থানটী আসামে অবস্থিত। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উত্তর সীমা যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদী আসামে প্রবেশ করিয়াছে তথায় পরশুরামকুণ্ড আছে। কোন সময় এই কুণ্ডটী ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত হইত। কুণ্ডটী চতুর্দ্দিকে পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। ব্রহ্মপুত্রের ধারাটী পূর্ব্ব উত্তর হইতে কুণ্ডের নিকটে আসিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে ব্রহ্মপুত্রের তটটী ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পুনরায় তাহা আসাম

ক্ষেত্রে পুনঃ দেখা দিয়াছে। এই জন্যই ইহা ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত।" ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদীকে দেবপাণি বলে এবং কিঞ্চিৎ নিম্নে উহা ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত। কুণ্ডটী নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। কুণ্ডের নিকটে একটী গুহা আছে। এই গুহার অভ্যন্তরে একটী এবং বাহিরে দুইটী ঝরণা অবস্থিত। ব্রহ্মকুণ্ড বা পরশুরাম কুণ্ডের জল অত্যন্ত শীতল। এখানে বহুদূর হইতে সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন।

প্রবাদ এইরূপ যে পরশুরাম ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আগমন করতঃ পরশু ত্যাগ করিয়া তপস্যা করণান্তর বিগত কল্মষ হন। সেই সময় হইতে কুণ্ডটী পরশুরাম কুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে স্থানটী অতীব মনোরম। আসাম যাত্রীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, তাঁহারা স্থানটী যেন অবশ্য পরিদর্শন করেন।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গানের স্বরলিপি।

সিন্ধু ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া!
কোন সাগরের পার হতে আনে
কোন সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসি কান্নার ধন!
ভেবে মরে মোর মন,
কোন সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া।

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
[ঋগা গা -গা]
I I সা ঋা -ঋা। ঋা গা -গা। গমা পধা মপা। ^গমা গা গা I
অ ম ল　ধ ব ল　০পা ০০ ০লে　লে গে ছে

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
I গা -মা মা। মা ^মগা ঋা। গা ^ম-া -ঋা। -গমা -পা -া I
ম ন্ দ　ম ধু র　হা ০ ও　য়া০ ০ ০

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
I (মা গা গমা। -পধা ধা পা। গপা মগা ঋসা। -সা -া -ঋা I
দে খি না০　০ই ক তু　০দে খি০ না০　০ ০ ই

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
　　　　　　　　　　　　　　　　　　[পা গা -া]
I ঋা গা গা। ঋা ঋা পা। মা -া -গা। ঋগা সা ঋা) I
এ ম ন　ত র ণী　বা ০ ও　০য়া ০ ০

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
I গা -র্সা র্সা। ঞা ঞা -ঞা। ঞা -ঞা ঞা। ঞা র্সঞা ধা I
কো ন সা　গ রে র　পা র হ　তে ০আ নে

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ধা -া -া)
I ঞা -র্সা ঞা। র্ঋা র্সা -ঞধপা। ধা -া -া। -পমা -গঋা -গা I
কো ন স্ব　দূ রে ০০র　ধ ০ ০　০০ ০০ ন

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
I ধা ধপা ধপা। পা ধা -পা। ধা -া -া। -া -া -া I
তে সে০ যে০　তে চা য়　ম ০ ০　০ ০ ন

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
I ধা ধা ধা। পমা পা -পা। গা -পা মা। গা ঋমা -ঋা I
হৃ লে যে　হে০ চা য়　এ ই কি　না রা০ য়

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
I ঋা -গা গা। গগা মা -ঋা। গা -মা পা। গমা -পা -া I ( )
ন ০ব চা　ঞ্চরা দ ব　পা ০ ও　য়া০ ০ ০

২´　　　　　　৩　　　　　০　　　　　১
I গা গা গা। গা গা মা। পা পা ধা। ধা ধা -ধা I
পি ছ নে　স রি ছে　ম র ম　র ক্ত ল

২´ ৩ ০ ১ ১
I ধা ধা ধা। ধণধা ধা ধা। পক্ষা -া -পা। ধা -া -া I (ধা -া -া) I
গু রু গু রু০০ দে যা ডা০ ০ ০ কে০ ০ কে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা ধা ধা। পা পা পা। গপা পক্ষা ধা। গা রা -সা I
মু খে এ সে প ড়ে ০অ রু০ ণ কি র ণ

[গমা গরা]
২´ ৩ ০ ১ ও গো
I সা -রা রা। গা পা -পা। পপা মধা রা। গা -া -া I
ছি ০ র মে ঘে র কাঁ০ ০০ ০ কে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা -র্সা -র্সা। না না নর্রর্সা। ণা ণা ধণা। -ধা ধা ণা I
কা ন্ ডা রী কে গো০০ তু মি কা র হা সি

২´ ৩ ০ ১
I ণর্সা -ণধা -পা। র্স-া র্সা -ধপা। ধা -া -া। -া -া -া I
কা০ ০০ ০ ন্ না ০র ধ ০ ০ ০ ০ ন

২´ ৩ ০ ১
I ধা ধণা ধণা। ধা পা -ধা। ধা -া -া। -া -া -া I
ভে বে০ য০ রে মো র য ০ ০ ০ ০ ন

২´ ৩ ০ ১
I গপা -ধা ধা। পক্ষধা ধা পগধা। গা পা মা। গা -রগা -সা I
কো০ ন সু রে০০ আ ০০জ বাঁ ধি বে য ০ন্ ত্র

২´ ৩ ০ ১
I রা গা -গা। গা মা রা। গা -া পা। গা -া পা II ( )
কি ম ন্ ত্র হ বে গা ০ ও য়া ০ ০

এই গানটির স্বরলিপি অন্যের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হয়েছিল। পূর্ব্বের স্বরলিপি ও আমারকৃত আধুনিক স্বরলিপিতে প্রভেদ আছে। কেন না কোনও একদিন গানরচয়িতা মহোদয় স্বয়ং যখন এ গানটির আলাপ আরম্ভ করেন, আমার সৌভাগ্য বশতঃ আমি তথায় উপস্থিত থাকাতে, তাঁহার তখনকার সুর ও তাল হুবাহুব আয়ত্ত করেছিলাম। আজ সেই অনুযায়ী স্বরলিপি তৈয়ারি করিলাম। বলাবাহুল্য ভাবুক কবিগণ ভাবের বশবর্ত্তী হয়ে, সময় সময় বিভিন্ন সুরে, নিজেদেরই রচিত গান আলাপ করে থাকেন। সে জন্যই এ গানটি বিভিন্ন আকারে স্বরলিপিতে পরিণত হল। সুতরাং আমি যে কবির বিশেষ একটা বাঁধা সুরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছি, সে দোষে দোষি হতে পারি না বলে আমায় কেন মনে নেয়।

শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একবৎসর অতীত হইলে অধম বাছুরগুলিকে বিক্রয় করিয়া কেবলমাত্র উত্তম বাছুরগুলি রাখিবে। যে সকল শিশুগুলি তুইবৎসরের হইয়াছে তাহাদিগকে উত্তম চরাই এবং জল দিবে। তাহারা পেট ভরিয়া না খাইতে পারিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

বকনা আড়াই বৎসরের হইলে গর্ভধারণ করিবার উপযোগী হয়। যাহারা উত্তমরূপে আহার পাইয়াছে তাহারা আরও শীঘ্র গর্ভিনী হয় কিন্তু তাহাদিগকে ষাঁড়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবে। যদি অল্প বয়সে ষাঁড়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয় তবে অধম অপত্য জন্মিয়া থাকে, দুগ্ধও স্থায়ীরূপে কমিয়া যায় এবং গাভীও অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। আড়াই বৎসর বয়সে বকনাগুলির তুইটি দাঁত বাহির হয় এবং এই সময়ে তাহাদিগকে ষাঁড়ের নিকট যাইতে দিবে, তাহা হইলে তাহারা তিন বৎসরের কিছু উপরেই সন্তান প্রসব করিবে। মহিষের চারিটি দাঁত উঠিলে এবং সে চারি বৎসরের হইলে অপত্যোৎপাদনের সময় আইসে। গর্ভাবস্থা সাড়ে নয় মাস থাকে।

মহিষশিশুরা একটু বিলম্বে গর্ভধারণ করিবার উপযুক্ত হয়। তাহাদিগের গর্ভধারণের উপযুক্ত বয়স তিন বৎসর। চতুর্থ বৎসরে তাহারা অপত্য প্রসব করে। গাভীই হউক বা মহিষই হউক বকনা হইতে এঁড়েগুলিকে দূরে রক্ষা করিবে। মহিষেরা গরুর ন্যায় লাঙ্গল টানিতে পারে না বলিয়া কোন চাষী মহিষের এঁড়ে চাষের জন্য ক্রয় করে না। মহিষেরা কেবলমাত্র শকট টানিতে পারে।

এঁড়েগুলি সাড়ে তিন বৎসরের হইলে যখন তাহাদিগের চারিটী দাঁত উঠিবে তখন তাহাদিগকে খাসি করা উচিত। এই সময়ে অথবা অনতিবিলম্বে খাসি করিলে তাহাদিগের বৃদ্ধির কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। বস্তুতঃ যদি তাহারা উত্তমরূপে আহার পায়, তবে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিলম্বে খাসি করার দোষ এই যে এঁড়েগুলিকে বকনার সঙ্গ হইতে দূরে রাখা সুকঠিন এবং তাহারা যদি একবার বকনার স্বাদ প্রাপ্ত হয় তবে তাহাদিগের স্বাস্থ্য থাকে না।

প্রসব হইবার তুই মাস পূর্ব্ব হইতেই বকনাগুলিকে পূর্ণ দুগ্ধবতী গাভীর আহারের ১/৪ অংশ দিবে। এই সময় হইতে গোয়ালাদিগকে তাহাদিগের বাঁটে হাত দিতে ও বাঁট টানিতে দিবে নতুবা নবপ্রসূতা বকনা সুড়সুড়ি নিবন্ধন দোহন করিতে দেয় না। এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে বাঁটে হাত দেওয়ায় অভ্যস্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

বকনা বাছুরগুলিকে খৈল ও ঘোল খাইতে দিবে। তাহাদিগকে যে পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিবে সেই পরিমাণে ঘোল খাইতে দেওয়া উচিত। বাছুরগুলিকে তুইবার খাওয়াইলেই যথেষ্ট হইবে কিন্তু যাহারা অত্যন্ত শিশু তাহাদিগকে তিনবার খাওয়াইলেই ভাল হয়। বাছুর এক মাসের হইলেই ঘাস বা চায়া খাইতে শিখে। বয়ো

ছয়মাস অতীত হইলে তাহাদিগকে আর মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দিবে না। তদবধি তাহাদিগের আহারে কিঞ্চিৎ "চুনি" মিশ্রিত করিবে। দুগ্ধ ছাড়ানর পর বাছুরদিগকে প্রচুর, পুষ্টিকর এবং নির্দ্দোষখাদ্য দেওয়াই বিধি। বাছুরগুলিকে কখনও অল্পাহার বা অনাহারে রাখিবে না কারণ তাহারাই পরে উত্তম দুগ্ধবতী গাভীরূপে পরিণত হইবে। যদি তাহাদিগের একবার "দুগ্ধমাংস নষ্ট হয় তবে তাহার পুনঃপ্রাপ্তি সুকঠিন। ইহাদ্বারা তাহাদিগের বৃদ্ধিও স্থায়ীরূপে বাধা প্রাপ্ত হয়। মহিষশিশুর বকনাই মূল্যবান পদার্থ; এঁড়েগুলি কেবলমাত্র শকট টানিবার কার্য্যে আইসে।

শিশুর দ্বারা অনেক রোগ পালে প্রবিষ্ট হয়। তাহারা এক বৎসরের হইলেই তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে; কেবল-উত্তমগুলিকে রাখিয়া দিবে। যাহাদিগকে রাখিয়া দিবে তাহাদিগকেও তাহাদিগের মাতা হইতে দূরে রক্ষা করিবে।

পশুদিগের দুগ্ধ মাপিবে না পরন্তু ওজন করিবে। কোন্ গাভী বা মহিষ প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাকালে কত দুগ্ধ দিল তাহার ওজন খাতায় লিখিয়া রাখিবে। ক্রমশঃ।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৩)

কৌতূহলী মহেশবাবু উট্‌মুখো হইয়া হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু স্মিথ তাহাকে কোন কথাই বলিলেন না। ডানহাতে আলোটী তুলিয়া ধরিয়া, বাঁ হাতে নিজের নোট বুকের এক-স্থান খুলিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর সাম্‌নে ধরিয়া সস্মিত মুখে বলিলেন "ন্যায় ও ধর্ম্মের নামে অনুরোধ কর্‌ছি, মহাশয় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমায় সাহায্য করুন,—অনুগ্রহ করে দেখুন, হিসাবটী ঠিক হয়েছে?—"

চন্দ্রবাবু নোটবুকের নির্দ্দিষ্ট স্থানটী মনোযোগ দিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময় চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মিস্ স্মিথের পানে চাহিয়া তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, স্মিথ বাধা দিয়া বলিলেন "ক্ষমা করুন, আমার প্রশ্নের উত্তর দেন,—ইহা সত্য কি না?—"

তিনি বলিলেন "অবশ্য—বর্ণে বর্ণে,—"

"ধন্যবাদ" বলিয়া স্মিথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের দিকে চাহিলেন। সুরসুন্দর নীরবে অগ্রসর হইয়া তাহার হাতের দোয়াত কলমটি মহেশবাবুর সামনে রাখিল। স্মিথ নিজের নোটবুকখানি মহেশবাবুর সামনে ধরিয়া বলিলেন "মহাশয় অনুগ্রহ করে এতে নাম সই করুন,—"

মহেশবাবু এবার যেন ভড়্‌কাইয়া গেলেন, ভীতভাবে বলিলেন, "কি, ও?"—

স্মিথ ধীরভাবে বলিলেন "মহাশয় এইমাত্র সরলান্তঃকরণে যে সত্যটুকু স্বীকার করেছেন,

—অর্থাৎ ডাক্তার পি, মিত্র যে রিপোর্ট লেখ্‌বার জন্ম গৌরবাবুর কাছে আড়াই হাজার টাকা ফিজ্‌ নিয়েছেন—সেটুকু আপনি প্রত্যক্ষ অবগত আছেন, এ কথাটা নোটবুকে টুকে রাখলুম, বলা যায় না ভবিষ্যতে যদি দরকার হয়, আপনি সই করে রাখুন,—"

চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া মহেশ-বাবু তড়্‌বড়্‌ করিয়া বলিলেন, "ওরে বাস্‌রে —ওরে বাস্‌রে, সে আমি পারব না!

সুরসুন্দর প্রস্তুত ছিল, সে দৃঢ় মুষ্টিতে মহেশবাবুর হাত টিপিয়া ধরিয়া বলিল "মশায়, আস্থন, একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে উৎকোচ দানে বশীভূত করায় বিষয়ে আপনিও লিপ্ত আছেন,—জানেন আপনিও আইনানুসারে দণ্ডনীয় হতে পারেন—"

ভয়বিহ্বল মহেশবাবু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌, করিয়া চাহিয়া রহিলেন। স্মিথ বলিলেন "ডাক্তার বাবু, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য দায়িত্বে আমি আবদ্ধ, বাদানুবাদে সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সই করুন।"

সুরসুন্দর মৃদুস্বরে বলিল, "এখন অস্বীকার করে বিপদ ডাকবেন না, ঐ ভদ্রলোক চন্দ্রবাবু উনি আমাদের সাক্ষী, জানেন,—আপনি জানেন না বোধ হয়, এ বাড়ীর নবাগত কুটুম্ব ঐ চন্দ্রবাবু—উনি একজন পুলিস সব্‌ইনেস্‌পেক্টার,—"

মহেশবাবু এবার প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। লাল পাগড়ীর নামমাহাত্ম্য মন্ত্রৌষধির কাজ করিল, যোড় হাতে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন তবে, তবে,—তবে—"

চন্দ্রবাবু অগ্রসর হইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আপনার ভয় নাই, সই করে রাখুন, যদি পুলিস কেস থেকে দায়রা সোপ্‌রদ্দ হয়, আপনার দোষ হাল্কা হয়ে যাবে, আপনি রাজার তরফে সাক্ষীগণ্য হবেন,—"

অনেক সান্ত্বনা, উৎসাহ, অভয় আশ্বাসের পর মহেশবাবু সহি করিতে স্বীকৃত হইলেন। যোড় হাতে পুনঃ পুনঃ বলিলেন "যেন গৌর না টের পায়, তাহলে, আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বে,—"

সকলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। স্মিথ আরো তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে,—"যেন তিনি গৌরবাবুকে ইহার এক বর্ণও ঘুণাক্ষরে না জানান, তাহা হইলে উল্টা বিপদে পড়িবেন,......ইত্যাদি।"

মহেশবাবু সহি করিলেন। তারপর চন্দ্রবাবু, স্মিথ, সুরসুন্দর, নমিতা সকলে একে একে সহি করিলেন। মহেশবাবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া,—উক্ত ব্যাপারটা খুব গোপনে রাখিবার জন্ত বার বার সকলকে অনুরোধ জানাইয়া বিশ্রামের জন্ত বিদায় লইলেন।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেল। রোগীর ও শিশুটির সেবা চলিতে লাগিল। শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছে দেখিয়া স্মিথ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। নমিতাকে তাহার জন্ত ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল,—কষ্টে বায়ুকতক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া ক্ষুদ্র শিশুর নিস্তেজ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। নমিতা উঠিয়া আসিল।

স্মিথ চন্দ্রবাবুকে গোপনে ডাকিয়া মৃতদেহ স্থানান্তর করিবার জন্ত বলিলেন। চন্দ্রবাবু বিপন্ন হইয়া বলিলেন "বাড়ী ছেড়ে

সবাই উধাও হয়েছে আমি একলা কি করি বলুন ?—"

স্মিথ বলিলেন "আপনার ভগিনীপতিকে ডাকুন,—তিনি লোকজন নিয়ে ওটার সৎকার করে আসুন, রোগীকে জান্‌তে দেওয়া হবে না, সাবধানে কাজটা শেষ করে ফেলা চাই।"

চন্দ্রবাবু অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। সুরসুন্দর বলিল "ওঁর ভগিনীপতি সতীশবাবু ও ত বাড়ী নাই, তিনি যে আড়তে না কোথায় গেছেন,—চন্দ্রবাবু, আড়তটা কোথায় জানেন ? চলুন তাকে ডেকে নিয়ে আসি—"

চন্দ্রবাবু ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন "কিছুই জানি না মশায়, বোনের যখন বে দিয়েছিলুম, তখন আমি পনের বছরের বালক, তারপর দশ বছর কেটে গেছে, এই ভদ্র কুটুম্বদের সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি নাই,—দেখছেন ত ব্যবহারে এদের পরিচয়,......তিন দিন ছেলেটা রোগ নিয়ে বেঁচেছিল, বাড়ীতে কেউ উঁকি মারে নি, ঐ পোয়াতি একলা সেই ছেলে নিয়ে দিনরাত কাটিয়েছে, মশায় এরা কি মানুষ, কশাই!—"

সুরসুন্দর তাহাকে থামাইয়া বলিল, যেতে দিন, এখন আমাদের কাজ......একটু ভাবিয়া সুরসুন্দর বলিল, "দাদার আমিই ওকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে......"

লণ্ঠন হাতে করিয়া একজন খর্ব্বাকার অতি স্থুল প্রৌঢ়া রমণী বারেণ্ডায় আসিলেন। তাঁহার হাতে সোনার চুড়ি, তাগা, গলায় খুব মোটা সোনার হার রহিয়াছে, সীমন্তে সিঁদুর রহিয়াছে। দেখিলেই গিন্নি-বান্নি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বারেণ্ডায় উঠিয়া তিনি,—পরামর্শ রত লোকগুলির মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, সশব্দে লণ্ঠনটা ভূমে নামাইয়া বলিলেন কি গো এখন কেমন আছে সব ?"

স্মিথ বলিলেন "এই যে সতীশবাবুর মা এসেছেন,— শুনুন, বড় বিপদ, ছেলেটি ত মারা গেছে,—এখন কি করা যায় ?"

চূড়ান্ত-গৃহিণীপণার গাম্ভীর্য্যে চোখ মুখ ঘুরাইয়া তিনি কঠোর ঔদাস্যের সহিত বলিলেন "কি আর করা যাবে ধুচুনীর ভেতর পুরে এক-পাশে ফেলে রাখ, ঝম্ ঝম্ করছে নিশুতি রাত এখন ত কেউ মড়া পুড়তে যাবে না,—

স্মিথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আস্তে, আস্তে, অত জোরে কথা কইবেন না। আপনাদের বাড়ীর সবাইকার বড় মন্দ অভ্যাস দেখ্‌ছি রোগীর ঘর বলে মানেন না, অনাবশ্যক চীৎকার করেন,—"

রাগে আটখানা হইয়া দুই হাত নাড়িয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন "পরের ঘরে ত চিকুরি কর্‌তে যাইনি বাছা, নিজের ঘরেই চেঁচাচ্ছি!—গট্ গট্ করিয়া তিনি রোগীর ঘরের সামনে আসিয়া চৌকাঠের বাহির হইতে বলিলেন "কি গো, বৌ এখন কেমন আছে ?—",

চন্দ্রবাবুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আর দিদি, ক্ষণে ক্ষণে, কত রকমই দেখ্‌ছি, কি আর বল্‌ব ? রমা, ওমা রমা, চেয়ে দ্যাখ মা একবার, তোর শাশুড়ী এসেছেন, কি বল্‌ছেন শোন,—

রোগী গ্যাঁঙাইয়া গ্যাঁঙাইয়া, কি বলিল—শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সে সব কথার অর্থ গ্রহণে আদৌ কৌতূহল ছিল না, নির্দ্দয় অবজ্ঞায় মুখ

বিকৃত করিয়া তিনি বলিলেন হ্যাঃ শুন্‌ছে শাশুড়ির কথা।

তিনি ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। নমিতা বলিল দাঁড়ান একটা কথা শুনুন, কিছু ফর্‌সা কাপড় চাই, শীগ্গী এনে দিন।"

স্নিগ্ধের কাছে ধমক খাইয়া গৃহিণী ঠাকুরাণীর মেজাজ উষ্ণ হইয়াছিল। নমিতার কথায় একেবারে সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন "ফরসা কাপড় আমার তাঁতে বুন্‌ছে! কোথায় পাব আমি ফরসা কাপড়!

তিন দিন ধরে ছেলেটা ভুগে মোল, রাজ্যের ন্যাকড়া-কানি তার সঙ্গে দিয়েছে, আবার আমি এখন কোথা থেকে আন্‌তে যাব?"

চন্দ্রবাবু দ্রুত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন "না না, আপনাকে কাপড় খরচ কর্‌তে হবে না, রমার বাক্সর চাবিটে দেন; আমি কাপড় বার করে আন্‌ছি।"

রুক্ষস্বরে গৃহিণী বলিলেন "অনাছিষ্টি আব্‌দার—বাক্সয় ছেঁড়া কাপড় জীয়োন আছে?"—

চন্দ্রবাবু পরিষ্কার স্বরে বলিলেন "ছেঁড়া কেন, গোটা কাপড়ই আমি আন্‌ব!—দেন চাবি,—"

আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া গৃহিণী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঠব্ ঠব্ করিয়া চলিয়া গেলেন। চন্দ্রবাবুর মা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "চন্দর, কেন আর বাবা, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিস্‌---"

ক্ষোভ সজল নয়নে চন্দ্রবাবু বলিলেন "মা বড়লোক দেখে কুটুম্ব করেছিলে, বড়লোকের কাণ্ডকারখানা গুলো দেখ—তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না, বড় জোরে চোখে জল ছাপাইয়া আসিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে একরাশ কাপড় আনিয়া তিনি স্তূপ করিয়া ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া দিলেন। নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিন্‌—এই গুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে, আপনার যা-যে রকম দরকার করে নিন্‌।"

কাপড় গুলো নাড়িয়া চাড়িয়া নমিতা ক্ষুন্নভাবে বলিল, "এর মধ্যে সবই যে আন্‌কোরা দেশী সাড়ী! এ গুলো ছিঁড়্‌ব?

চন্দ্রবাবুর মা, মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "মাগো, একখানাও অঙ্গে দেয়নি? সব সঞ্চয় করে রেখেছে! কার জন্যে রেখেছিল হতভাগী!—আমি যখন যা তত্ত্ব-তাবাস্ করেছি সবই যে ঐ......"

তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু ঘরের বাহিরে গিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

স্নিগ্ধ এবং সুরসুন্দ তাঁহাদের থামাইতে লাগিলেন। নমিতা ব্যথিত ম্লানমুখে দু তিন খানা কাপড় বাছিয়া লইয়া, বাকীগুলা এক পাশে ঠেলিয়া রাখিল। চন্দ্রবাবুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ইহাদের বাড়ীর নিয়ম বধূরা কখনো গামছা দিয়া গা রগড়াইতে বা ফরসা কাপড় পরিতে পাইবে না, কারণ ও সব আচরণ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রতিকূল। উহাতে হিন্দু গৃহলক্ষ্মীদের অধোগতি হয় ইত্যাদি......সেই জন্য তাঁহার মেয়ে কখনো পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পাইত না।

এই প্রসঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য সকলের পরিচয়ও একটু আধটু শুনিতে পাওয়া গেল, চন্দ্রবাবুর ভগিনীর শ্বশুর এক সময় এখানকার একজন প্রসিদ্ধ আড়তদার ছিলেন, চালানি মালের ব্যবসা করিয়া খুব ফাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। এখন তিনি অশক্ত, খুব বুড়া হইয়াছেন,—কিছু করিতে পারেন না, দুই ছেলে যতীশ ও সতীশ তাহারাই আড়ত প্রভৃতি দেখে। কিন্তু তাহাদের গোঁয়ার্ত্তমী ও হটকারিতা দোষে সব উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। দুই 'ভাই-ই এক একটি অবতার বিশেষ! মদ না খাইলেও তাহারা অষ্ট প্রহর বদ্‌রাগে মাতাল হইয়া আছে! অন্তঃপুরে তাহাদের গুণ্ডামীর দাপট খুব! বিশেষতঃ বধূদের উপর! তাহার পরে—কর্কশ কলহ পরায়ণা, দুর্দ্দান্ত স্বভাবা গৃহিণী ঠাকুরাণী আছেন।

তাহাদের পরিচয় শুনিতে শুনিতে নমিতার মনে পড়িল—ঠিক এই রকম দুরন্ত স্বভাবা জননীর, দুরন্ত-স্নেহপুষ্ট এক দুর্দ্দাম উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী সন্তানকে দেখাইয়া স্মিথ একদিন নমিতাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ নমিতা, এদের চরিত্র অধ্যয়ন করে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর,—মনে রেখো সন্তান প্রসব করা সহজ, কিন্তু পালন করা শক্ত।—"

অনিদ্রা, উদ্বেগ, উত্তেজনাপীড়িত মস্তিষ্কের মাঝে আজ হঠাৎ সেই কথাটা—বজ্রনির্ঘোষে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, "সন্তান প্রসব করা সহজ, কিন্তু পালন করা শক্ত।—"

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রীর কথা নমিতার মনে পড়িল, কি-কতক-গুলা ঝাপ্‌সা ছায়াচিত্র নমিতার চোখের সম্মুখ দিয়া নাচিতে নাচিতে যেন ঝট্ পট্ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল,—নমিতার মস্তিষ্কের যন্ত্র যেন বিকল হইয়া গেল। সহসা অবসন্ন দেহে সে রোগীর পদতলে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, অজ্ঞাতে তাহার মাথাটা সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িল।

পিছন হইতে কে তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল, স্মিথ তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিলেন, "ব্রাণ্ডি হাফ্-এ আউন্স—"

দ্রুত আসিয়া কে একজন মুখে কি ঢালিয়া দিল, নমিতা অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় তাহা গিলিয়া ফেলিল, ঔষধের ঝাঁজটা টের পাইল, গলা জ্বলিতেছে মনে হইল। কি বলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, নির্ব্বাক রহিল। একটু একটু করিয়া মাথার ঝম্ ঝমানিটা যেন কমিয়া গেল, নমিতার মনে হইল স্মিথ যেন তাহাকে ডাকিতেছেন,—মনের উপর জোর দিয়া খুব শক্ত হইয়া আত্ম-সম্বরণের চেষ্টা করিতে লাগিল,—একটু পরে সামান্য-প্রকৃতিস্থ হইল, জোর করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল স্মিথ ও সুরসুন্দর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন!—নমিতার ভারি লজ্জা বোধ হইল। সজোরে মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, মাথাটা কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করিয়া উঠিল।—জড়িত স্বরে নমিতা বলিল "ক্ষমা—ক্ষমা করুন, আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি—"

স্মিথ ও সুরসুন্দর তাহাকে ধরাধরি করিয়া পাশের ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াই-

লেন। গোলমালে লছমীর মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে নমিতার মুখে মাথায় জলের ঝাপ্টা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল, স্নিগ্ধ আবার ব্রাণ্ডি ঢালিয়া তাহাকে পান করাইলেন। নমিতার মস্তিষ্ক সতেজ হইল চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া সহসা সে ভগ্নস্বরে বলিল "ম্যাডাম, আমার মন বড় দুর্ব্বল,—যে যা আমাকে বুঝিয়ে দেয়, আমি সবই সরল বিশ্বাসে সত্য বলে মেনে নিই—আমি বড় অপদার্থ!—"

স্নিগ্ধ সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া, কোমলভাবে বলিলেন "চুপ কর নমিতা, ঘুমাও, তুমি ছেলেমানুষ, নানা ঘটনায় বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, একটু ঘুমাও সব সেরে যাবে,—আমি ওঘরে যাই, রোগীকে দেখি,—"

বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে নমিতা বলিল "না যাবেন না, একটু থামুন,—আমি কতকগুলো কথা আপনার কাছে লুকিয়ে রেখেছি, সেগুলো বলে নিই,—"

অনুনয় কোমলকণ্ঠে স্নিগ্ধ বলিলেন "এখন থাক,—আমার ত শোনবার সময় নেই,—আমার রোগীর সঙ্কট অবস্থা..."

আশ্বস্তভাবে নমিতা বলিল "ও,—যান, তাকে বাঁচান।"

স্নিগ্ধ চলিয়া গেলেন। নমিতা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল চৌকাঠের কাছে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া দেখিল শিয়রে লছমীর মা!—বিস্মিতভাবে চোখ রগ্ড়াইয়া চারিদিক চাহিল, একে একে সব মনে পড়িল,—একটু লজ্জা বোধ হইল,—হাসিল। লছমীর মার মুখপানে চাহিয়া বলিল "আমি ঘুমিয়ে যাবার পর কেউ এ ঘরে আসে নি ত?"

লছমীর মা বলিল "কেউ না,—একবার কম্পাউণ্ডার বাবু এসে, বাইরে থেকে আমায় ঐ ওষুধগুলো বার করে দিতে বল্লেন, দিলুম, তিনি বাইরে থেকেই চলে গেলেন, আর কেউ আসে নি,—"

"বেশ, ক'টা বেজেছে?—"

"ছ'টা বাজে—"

"ছ'টা!—আমি ত আচ্ছা ঘুম দিয়েছি!—যাও যাও চট্ করে জল আন, মুখ ধুই,—ও ঘরে রোগী কেমন আছে?—জান?"

"তেমনই—" লছমীর মা জল আনিতে গেল নমিতা নিজের ধমনীগতি পরীক্ষা করিল,—স্বাভাবিক। নিশ্চিন্ত হইল।

একটু পরে লছমীর মা বাহির হইতে ডাকিল। নমিতা গিয়া বারেণ্ডায় একপ্রান্তে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া রোগীর ঘরের দিকে চলিল। সহসা উঠানে চোখ পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল, দেখিল, মুখের উপর শাল চাপা দিয়া পূর্ব্বরাত্রের সেই গৌরবাবু উঠানের এক পাশে চুপ করিয়া দাড়াইয়া তীক্ষ্ণ কটাক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন!—বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া নমিতা রোগীর ঘরে চলিয়া গেল। ঘরের সকলেই নিস্তব্ধ বিষণ্ণ। স্নিগ্ধ রোগীর পাশে বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া নাড়ী দেখিতেছেন। রোগীর মুখ কালি মাড়িয়া গিয়াছে,—এ সব রোগে শেষ অবস্থায় রোগী যেমন অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরতা ব্যঞ্জক শব্দ করিতে থাকে, রোগী

ঠিক, তেমনই ভাবে গ্যাঁঙাইতেছে। নমিতা অবস্থা বুঝিল।

নমিতা ঘরে ঢুকিতেই স্বরসুন্দর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, নমিতা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভাল আছে; স্মিথ রোগীর শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বলিলেন "সেঁকের বন্দোবস্ত কর—"

তৎক্ষণাৎ চন্দ্রবাবু ও স্বরসুন্দর বাহির হইয়া গেলেন। স্মিথ নমিতার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে বিষন্নভাবে হাসিয়া বলিলেন "ইস্ তোমার হাত কি ঠাণ্ডা!—ক্ষিদের চোটে আঙ্গুলের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলেছ না কি? কিন্তু আর না......ধরা পড়ে গেছ, স্নায়ু দৌর্ব্বল্যের পাল্লায় পড়েছ একটু সাবধানে থেকো—"

নমিতা তাঁহার কথায় মনোযোগ দিল না। রোগীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কোল্যাপস্? আমিও সেঁক দেব।"—একটু থামিয়া ম্লান-মুখে অনুযোগের স্বরে বলিল "আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছি, আপনি উঠিয়ে দেন নি—"

মৃদু হাসিয়া স্মিথ বলিলেন "খুন করবার জন্য?—"

তিনি আবার রোগীর কাছে গিয়া বসিলেন, নাড়ী দেখিতে দেখিতে বলিলেন "ইঞ্জেক্সন করব, ডাক তেওয়ারীকে।"

নমিতা দ্রুত বাহিরে আসিল। স্বরসুন্দর বারেণ্ডার একধারে একটা কড়াই'এ গুলের আগুণ ধরাইয়া সজোরে বাতাস করিতেছিল, নমিতা আসিয়া বলিল "দেন পাখা, আমি আগুন ধরাচ্ছি, আপনি যান, স্মিথ ইঞ্জেকসন্ করবেন।"

পাখা দিয়া স্বরসুন্দর চলিয়া গেল। নমিতা বাতাস করিয়া গুল ধরাইতে লাগিল। একটু পরে শুনিল পিছনে কে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছে, "পাঁচ বাণ আর, লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা—"

বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই স্বনামধন্য গৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—তাহার শালের ঘোমটা এখন কুণ্ডলী পাকাইয়া মাথার উপর ফ্যাসানের পাগড়ী আকারে বিরাজ করিতেছে, পকেটে হাত পুরিয়া পায়চারী করিবার ভাণে তিনি এদিকে আসিতে আসিতে, নিতান্ত অন্যমনস্কতা সূচক দৃষ্টিতে উঠানে লেবুগাছটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া উপরোক্ত সঙ্গীতস্বর ভাঁজিতেছেন।

নমিতার হাতের পাখা সশব্দে ঝট্‌পট্ করিয়া খুব একটা রূঢ় অধীরতা জ্ঞাপন করিল। মাথা হেঁট করিয়া একান্ত মনোযোগে নমিতা গুল ধরাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কাছাকাছি আসিয়া গৌরবাবু থামিলেন। তার পর সহসা—ঠিক পরিচিত সম্ভাষণের মত বলিয়া উঠিলেন "কি গো"

ক্ষণপরে যেন, অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন "ও নার্শ! হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছিলুম না, কাল রাত্রে আপনার ফিট্ হয়েছিল?"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা কড়ার আংটা ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকানি দিয়া আগুণটা উস্কাইয়াদিয়া প্রাণপণ বলে বাতাস দিতে লাগিল। গৌরবাবু একটু থামিয়া, পুনশ্চ বলিলেন "কেন অমন হোল?—"

"বল্‌তে পারি নে—" বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া নমিতা, কড়াই

তুলিয়া লইয়া রোগীর ঘরে চলিয়া গেল। গৌরবাবুর অসাময়িক সঙ্গীত ও ভাবময় কৌশলপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহার হাড় জ্বলিতে-ছিল,—মনে হইতেছিল, গৌরবাবু যদি কোন সুযোগে, আজ তাহার ছোট ভাই বিমল হইতেন, কি—নমিতা-ই যদি কোন গতিকে আজ তাঁহার বড়দিদি,—তা সে রামমণি শ্যামমণি যেই হউক, কেউ একজন হইতে পারিত, তাহা হইলে ঐ ভাইটির গালে রীতিমত দুইটা থাবড়া বসাইয়া, সাময়িক ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার ঔদাসীন্য সংশোধন করিয়া দিত!—কিন্তু বাস্তবজগতে সেরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব নহে, সুতরাং নমিতার মনের ভাবটা,—অলক্ষ্যে ভাবজগতে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গেল। রোগীর ঘরে ঢুকিয়া সে সেঁক দিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রবাবুও সেঁক দিতে লাগিলেন।

মিনিটের পর মিনিট অতীত হইতে লাগিল। সেঁক চলিতে লাগিল, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়টা ইঞ্জেক্সন হইল,—কোন ফল হইল না। ক্ষণে ক্ষণে,—অবস্থান্তর ঘটিয়া শেষে রোগ,—প্রবল-বিক্রমে, রোগীকে আশার অতীত স্থানে লইয়া গেল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্মিথ মাথা নাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। সেঁক বন্ধ হইল। চন্দ্রবাবুর মা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সকলে বাহিরে আসিলেন। মহেশবাবু, গৌরবাবু আরো অনেকগুলি বাবু সেখানে দাঁড়াইয়া জটলা পাকাইতেছিলেন। তাঁহারা সৎকারের ব্যবস্থা লইয়া পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইলেন। স্মিথ আর দাঁড়াইলেন না। বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকা ঠিক করা হইল। কিন্তু সুরসুন্দর আসিয়া পৌঁছে নাই বলিয়া স্মিথ তাহাকে ডাকিবার জন্য মাঝিকে পাঠাইয়া দিলেন।

একটু পরে লছমীর মা স্মিথের বই, অস্ত্রের ব্যাগ, ও ঔষধ পত্র লইয়া আসিল। স্মিথ সুরসুন্দরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। লছমীর মা বলিল, "ফিজের টাকা লইয়া তিনি শীঘ্র আসিতেছেন।"

স্মিথ বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। দূরের সেই সরব শোক কোলাহল,—নীরব বেদনায় তাঁহার বুকখানা গুরুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নমিতাও ম্লানমুখে নির্ব্বাক রহিল।

খানিক পরে মাঝির সহিত সুরসুন্দর নৌকায় আসিয়া উঠিল, পকেট হইতে কতক-গুলা নোট ও টাকা বাহির করিয়া স্মিথের সামনে রাখিয়া বলিল আপনি কি কম্পাউণ্ডারের ফীজ্ পঁচিশ টাকা বলে-ছিলেন?

স্মিথ বলিলেন "হাঁ, কত দিয়েছেন?"

"ত্রিশ টাকা দিতে এসেছিলেন, বল্লেন "আপনাকে ঢের খাটান হয়েছে, এ টাকা নিতেই হবে,"—আমি কিছুতেই রাজী হতে পারলুম না, কিন্তু এ অবস্থায় ঝগড়া করতেও পারি না, শেষে জোর করে পঁচিশ টাকা পকেটে ফেলে দিলেন,—আর আপনার এই একশো, মিস মিত্রের ত্রিশ, লছমীর মার একটাকা।"

"যথেষ্ট!—" বলিয়া স্মিথ অন্যদিকে মুখ

ফিরাইলেন। একটু থামিয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন "পরিশ্রম ব্যর্থ হলে, পারিশ্রমিক নিতে বড় দুঃখ,—বড় কষ্ট হয়।"

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া স্মিথ বলিলেন "মৃত্যু অনেক দেখেছি, কিন্তু এক একটা মৃত্যু প্রাণে এমন আঘাত দেয়,—যে অসহ্য অনুতাপ বোধ হয়!··· ··· ·তেওয়ারী, ঐ চন্দ্রবাবুর ভগিণীপতি সতীশ বাবু—উনি এখন কি বাড়ী এসেছেন?"

তেওয়ারী নত শিরে বলিল, মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এতক্ষনে এলেন; গৌরবাবু মদের বোতল নিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে একটা ঘরে ঢুকলেন,—দেখলুম।—"

ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে স্মিথ বলিলেন "হুপীড্! —তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সহসা বলিলেন "নমিতা, আমি জীবনে, বিবাহ-বিতৃষ্ণ হয়েছি, কেন জান? অমনই একটি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অত্যাচারপ্রিয় স্বামীর হৃদয়হীন ব্যবহারে মর্ম্মাহতা নারীর অবস্থা দেখে!—বিবাহিত জীবন আমার কাছে একটা আতঙ্কের বস্তু হয়ে উঠেছিল, এমন কি„—সহসা সামলাইয়া, উত্তেজিত স্বর সংযত করিয়া,—একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া তিনি কোমলভাবে বলিলেন, "না থাক, তোমরা ছেলেমানুষ, দাম্পত্য জীবনের প্রতি তোমাদের মনে একটা বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া উচিত নয়। কার্য্যক্ষেত্রে তোমরা এরপর ধীরে ধীরে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করবে......তবে এটুকু ঠিক জেনে রেখো, বংশমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্যপ্রতাপ, শিক্ষাগৌরব,—এসব থেকে আসল মানুষ চেনা যায় না!—মন যদি উঁচু হয়, হৃদয় যদি প্রশস্ত হয়, প্রাণে যদি নৈতিক নিষ্ঠার জোর থাকে,—তবে পর্ণকুটীরে বাস করেও—সে মানুষ মহৎ সম্পদ মনুষ্যত্বের অধিকারী! অন্যথায়—আর সব বিষয়ে সে যতই ভাল হোক, কিন্তু নিজের পিতামাতার কাছে সৎ-পুত্র হতে পারে না,—স্ত্রীর কাছে সহৃদয় স্বামী হতে পারে না—আর সন্তান সন্ততির কাছে যোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা হতে পারে না, এটা নিশ্চয়!"

একদিকে নমিতা, অন্যদিকে শূরসুন্দর,—দুইজনেই মাথা হেঁট করিয়া নীরব মনোযোগে স্মিথের কথা শুনিয়া গেল। স্মিথ থামিলেন,—কেহ কথা কহিল না। চারিদিকেই নিশ্চুপের পালা।

নৌকা সন্ সন্ করিয়া বহিয়া চলিল। সারা পথ কেহ কোন শব্দ করিয়া, সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিল না।

হাঁসপাতাল ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল। সকলে অবতরণ করিলেন। নমিতাকে টাকা দিয়া স্মিথ বলিলেন "অনেকটা বেলা হয়েছে তোমরা বাড়ী যাও, তেওয়ারী, চট্ পট্ স্নানাহার করে একটু ঘুমিয়ে নাওগে, বৈকালে—না না সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় আমার কুঠীতে যেও, রামটহলকে দিয়ে তোমার খাবার করিয়ে রাখ্‌ব, কাল খাওনি, আমার বড় কষ্ট হয়েছে, আজ খেতেই হবে! আবার এই বাড়ী পালাচ্ছ, কত দিন দেখ্‌তে পাব না, বুঝলে আজ আর আপত্তি টাপত্তি চলবে না!—"

মাটীর দিকে চাহিয়া তেওয়ারী সলজ্জ-ভাবে মৃদু হাসিল। স্মিথ তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "যাও 'বাবা খুচরা কাজ কর্ম্ম সব সেরে রাখগে যাও,

সন্ধ্যার সময় সেই চিঠিখানি আনতে ভুলো না, যাও তোমরা। আমি হাঁসপাতাল 'রাউণ্ড' দিয়ে যাই।—একি লছমীর মা জলে নাম্‌লে যে!—"

লছমীর মা তখন জলে নামিয়া রীতিমত স্নান আরম্ভ করিয়াছিল, স্মিথের কথায়, মাথা তুলিয়া বলিল বাড়ী গিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া স্নান করা অপেক্ষা একেবারে এখান হইতে স্নানটা সারিয়া যাওয়াই সুবিধা বলিয়া সে তদনুসারে কাজ করিতেছে।

স্মিথ বলিলেন "তবে নমিতা আর দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে? বাড়ী যাও, তেওয়ারী সঙ্গে যাও বাবা।"

স্মিথ হাঁসপাতালের পথ ধরিলেন। ঔষধের বাক্স প্রভৃতি স্মিথ নিজেই বহিয়া লইয়া চলিলেন, সুরসুন্দরকে আসিতে দিলেন না। অগত্যা অভিবাদন করিয়া উভয়ে গন্তব্য পথে চলিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

রূপার তরী *

নিভৃতি নিরালা নীরব নিশীথে জোছনাশোভিত সাগরজলে,—
একখানি তরী পথহারা হয়ে অকূল পাথারে ভাসিয়া চলে।
উপরে তাহার রূপার চাঁদিমা রজত ছড়ায় গগনভরি;
রূপার তরীটী রূপার পালেতে নাচিছে রূপালি সাগরপরি।
পালেতে লেগেছে পাগল বাতাস চরণে সিন্ধু পড়িছে লুটী,
জোয়ারের টানে ছোট তরীখানি কে জানে কোথায় চলেছে ছুটী।
তরীর মাঝারে সৌম্য মূরতি বসিয়া বালক ভাবিছে একা,
"এ সাগর হতে ফিরিবনা কিগো! আর কি পাবনা পিতার দেখা?"
সহসা নীরব সাগর বক্ষে উঠিল গভীর তূর্য্য ধ্বনি;
শান্ত সাগর উঠিল গর্জ্জি ডুবু ডুবু করে তরণীখানি।
সহসা আকাশ প্রলয়ের মেঘে ঝটিকার বেগে ভরিয়া গেল,
নৌকার পাল টুটিল সহসা ঢাকিল চাঁদের জোছনা আলো।
বাত্যাতাড়িত ক্ষুব্ধ সাগরে একাকী বালক মরণ গণে,
আবার তূর্য্য উঠিল গরজি ঝটীকার মাঝে গভীরস্বনে।
চমকি বালক কহিল "ওকিও! অর্ণবপোত ডুবিছে বুঝি!
যায় যাক প্রাণ, মোর তরী দিয়ে আরোহীর প্রাণ রাখিব আজি।"
দৃঢ়করে দাঁড় টানিয়ে চলিল ছুটীল ঝঞ্চা বিপদ মাঝে,
কিছুদূরে দেখে মগ্ন জাহাজে আর্ত্ত করুণ কণ্ঠ বাজে।

---

* চন্দ্রালোকে রৌপ্যবৎ প্রতীয়মান নৌকাটিকে রূপার তরী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ভগ্নপোতেতে ভেটীল নৌকা ছুটীল বালক উপরতলে,
একে একে যত পোতারোহীগণে বসায়ে আনিল তরীর কোলে।
শেষবার যবে নামিছে বালক অনাথ একটী শিশুরে লয়ে,
দেখিল জহাজ ডুবু ডুবু করে, দাঁড়াল সহসা চকিত হয়ে।
তরী লয়ে তারা ঐ যায় চলে, ঝাঁপ দিল বীর সাগরপরে,
সাঁতারি ছুটীল তীরের মতন ভীত শিশুটীরে জড়ায়ে ধরে।
নৌকার কাছে আসিয়া শিশুরে ধরে তুলে দিল তরীর কোলে;
সহসা পিছনে করাল হাঙ্গর টেনে নিল বীরে সাগর তলে।
আবার উঠিল গগনে চন্দ্র আবার হাসিল সাগর বারি,
পোতারোহীগণ উপজিল তীরে লয়ে বালকের রূপার তরী।
বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া কহিল "বাছারে আমার এলি কি ফিরে?"
উত্তর হ'ল "পুত্র তোমার পরাণ দিয়েছে মোদের তরে।"
বজ্র আহত তরুর মতন দাঁড়াল বৃদ্ধ পাংশু হয়ে;
সামলি কহিল "ভালই করেছে, পরের কারণে পরাণ দিয়ে।"
পোতারোহীগণ ফিরে গেল গৃহে, বৃদ্ধ ফিরিল আবাস মুখে,
রূপার তরীটী প্রভুরে খুঁজিতে ভেসে চলে গেল সাগর বুকে।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

Exercise বা অঙ্গ চালনা।

স্বাস্থ্য রক্ষার আর একটি আবশ্যকীয় বিষয় অঙ্গচালনা। ইহার দ্বারা মাংসপেশীর বৃদ্ধি ও বল হয়, এবং সমস্ত দেহের বহু উপকার হয়। অঙ্গ চালনার সময় (Lungs) ফুস্ফুসেতে খুব শীঘ্র শীঘ্র রক্তযায়। এবং নিশ্বাস ঘন ঘন পড়াতে অধিক বায়ু ফুস্ফুসে যায় সে জন্য অধিক পরিমাণে (Oxygen) অম্লজান প্রবেশ করে, আর অধিক (Carbon Acid) অঙ্গারাম্লজান বাহির হইয়া যায়। জলীয় বাষ্প ও অধিক পরিমাণে দেহে প্রবেশ করে। আর পরিশ্রম দ্বারা অধিক ঘাম হয় ঘামের সঙ্গে দেহের ক্লেদ বাহির হইয়া যায়, (Heart) হৃদযন্ত্রের কাজও ভাল হয়।

নানা প্রকার অঙ্গচালনা আছে, যথা:— ফুটবল, ক্রিকেট, লনটেনিস, দৌড়ান, কপাটি, ঘোড়া চড়া, ডন করা, মুগ্দর ভাঁজা, সাঁতার দেওয়া, নৌকা বয়া, চলা ইত্যাদি।

বয়স, ব্যবসায়, পেসা (কাজ) বুঝিয়া

কার পক্ষে কোন প্রকার অঙ্গচালনা উপযোগী তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। শ্রমজীবিদের সতন্ত্র অঙ্গচালনার অল্পই প্রয়োজন। যে সকল ভদ্রলোকের কাজে কায়িক পরিশ্রম নাই তাঁহাদের অঙ্গচালনার নিতান্ত আবশ্যক। মধ্যবিত্ত ভদ্রাঙ্গনা এবং নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের দৈনিক কাজে যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হয়, জল তোলা, ধানভানা, ডাল কলাই ভাঙ্গা ইত্যাদি পল্লীগ্রামের অনেক মেয়েদের করিতে হয়। এজন্য তাহাদের স্বতন্ত্র অঙ্গচালনার আবশ্যক হয় না। পরিশ্রমের মাত্রা খুব বেশী বা খুব কম হওয়া ভালনয়। পরিশ্রমের পরিমাণে আহারের পরিমাণ হওয়া উচিত, এবং কোন জাতীয় খাদ্য অধিক কি অল্প খাইতে হইবে তাহাও নিজ নিজ কাজ অনুসারে ঠিক করিতে হইবে।

নিদ্রা স্বাস্থ্য রক্ষার একটি বিশেষ উপায়। কবির ভাষায় নিদ্রাদেবী জগতের যন্ত্রণা হারিণী বলা যায়। নিদ্রা পরিশ্রমক্লান্ত জীবের পক্ষে কেমন আরামদায়ক কেমন উপকারী; দৈনিক কার্য্যে ও পরিশ্রমে দেহের যে ক্ষয় হয় তাহা নিদ্রা পূর্ণ করে। যাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তাহার যথা সাধ্য ব্যবস্থা করা উচিত। শয়ন ঘর প্রশস্ত হইবে এবং বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে, ঘর অতি গরম বা অতি ঠাণ্ডা হইবে না, বিছানা পরিষ্কার এবং সুখকর হইবে কিন্তু নিতান্ত কোমল হইবে না। খাট বা তক্তপোষের উপর মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন করিবে, অভাবে মেজের উপর একটি পিড়া করিয়া তার উপর কম্বল পাতিয়া বিছানা করিবে, বিছানাগুলি সর্ব্বদা রৌদ্রে দিতে হইবে।

নিদ্রার তালিকা।

শিশু	১৬ ঘণ্টা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে	
২ বৎসরের শিশু	১৪ „	„
৪ বৎসরের ঐ বালক বালিকা	১২ „	„
৮ বৎসরের বালক বালিকা	১১ „	„
১২ বৎসরের ঐ	১০ „	„
বয়ঃপ্রাপ্ত নর-নারী	৮ „	„
বৃদ্ধ লোক	৮ „	„

বা ততধিক।

নিদ্রাসুখের আরাম ও উপকারিতা সম্ভোগ করিবার সময় ভক্তগণ মনে করেন যে তাঁহারা বিশ্বজননীর কোলে শুইয়া থাকেন এবং নিদ্রা ভঙ্গে উষার শোভা সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের মধ্যে ভগবানকেই দর্শন করেন এবং ভাবে পূর্ণ হইয়া গান করেন—

ভঁয়রো একতালা।

"উঠ জয় ব্রহ্ম বলে, হওরে চেতন।
দেখ নিরখিয়ে নয়ন মেলিয়ে কিবা শোভা অনুপম।
মারুত হিল্লোলে বনরাজি দোলে, করে সুরভি বহন,
শিশির সিঞ্চিত নব কুসুমিত শ্যামল উপবন।
সুমধুর রবে বিহঙ্গম সবে সুখে গায় বিভুগুণ;
সরসী সলিলে প্রফুল্ল কমলে ঝঙ্কারে অলিগণ।
লোহিত বরণে পূরবগগনে উদিত তরুণ তপন,
হল মনোহর পরম সুন্দর প্রকৃতির প্রিয় বদন।
মহাকলরবে জেগে উঠে সবে, দেয় নিজ কাজে মন,
ছিল মৃতপ্রায় বিঘোর নিদ্রায় পাইল নবজীবন।

দিবসের কর্ম্ম নিত্য ব্রতধর্ম্ম সাধনের কর
আয়োজন,
প্রণমি ঈশ্বরে বিনীত অন্তরে স্বকার্য্যে কর গমন।
হইয়ে প্রহরী যিনি বিভাবরী করিলেন জাগরণ,
সেই দয়াময়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কররে জীব স্মরণ।
ছিলে তাঁর কোলে ঘোর নিশাকালে গভীর
নিদ্রায় মগন,
তিনি প্রাণাধার কর বার বার তাঁহারে
অভিবাদন।"

বসন্তের দান।

নব কিশলয়ে সাজি বিটপীবল্লরী
পুঞ্জে পুঞ্জে বহিতেছে প্রসূনের ভার;
তুলেছে বিহগবৃন্দ সুস্বরলহরী
কোকিলা মিলায় তায় মধুর ঝঙ্কার!
অলক্ষিতে উন্মোচিয়া দক্ষিণ দুয়ার
মলয় বহিয়া আনে মদির-সন্দেশ;
নিরমল সুধাংশুর মুক্ত সুধা-ধার
সারা চিত্তে করে দেয় পীযূষ আবেশ!
চারিদিকে হর্ষ আর সৌন্দর্য্য-প্লাবনে
নন্দনের প্রতিচ্ছায়া ভুবনে জাগায়;
মূর্ত্তিমতী কবিতার শিঞ্জিত-গুঞ্জনে
কবির এ শূন্য-গৃহে মাধুরী বিলায়!
বসন্তের সাথে আজি বসন্তের রাণী
লভেছে ভিখারী কবি কি ভাগ্যে কি জানি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কবির আশীর্ব্বাদ।

ওগো তুমি অমনি সুন্দর হও—
আকাশের তারার মত উজ্জ্বল তোমার রূপ
তুমি অমনিতরই রও!
মলিনতা ধৌত-করা আননখানি
তায় নিত্য বহে পূত-তোয়া মন্দাকিনী
পবিত্রতার মূর্ত্তি তুমি পুণ্যখনি
ওগো অমনিতরই রও!
উজ্জ্বল তুমি প্রভাত-আলোর মত
বিমল তুমি জ্যোৎস্না-মেঘের মত
তোমার অমল মুখে শুভ্র কমল কত
বিকশিত দিনরাত—
ওগো তোমার মাথার' পরে ঝরুক্ অবিরত
পিতার আশীর্ব্বাদ!
সংসারের এই খর-রবি তপ্ত
তোমার আনন-কমল করে না যেন ম্লান
সংসারের এই কঠিন দারুণ আঘাত
করে না চিহ্ন দান!
স্বচ্ছ-অমল পবিত্রতার ধারা
বয় যেন ঐ মুখে পাগল পারা
আজকে যেমন তেমনিই যেন রও
আপন বিভায় ভাও!
শাস্ত্র-সাগর মন্থনে যাহা না পাই
একটি নীরব চাহনিতে তাহা পাই
সরলতা-মূর্ত্ত তুমি ভুবনপরে
ওগো অমনিতরই রও।
দেখ্‌লে তোমায় মনে পড়ে কোন লোক
ভূলোক মাঝারে দেখিবারে পাই দ্যুলোক
গীতি-তরঙ্গে ভেসে যায় মন প্রাণ
ভুলে যায় দুখ-শোক॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ।

আদর্শ।

(গল্প।)

কিশোরী ও বনবিহারী পরস্পর বন্ধু। কলিকাতার অল্পদূরে একখানি সমৃদ্ধ গ্রামে তাহাদের বাস। উভয়েই পিতৃহীন। তবে অবস্থার যথেষ্ট অসামঞ্জস্য ছিল। কিশোরীর পিতা স্বর্গীয় রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় সেই গ্রামের জমীদার ছিলেন। সালিয়ানা সতের শত টাকা জমীদারির আয়; কিশোরী এখন তাহার উত্তরাধিকারী। আর বনবিহারী, দরিদ্র রামশর্ম্মার একমাত্র পুত্র; বড় আশার স্থল। রামশর্ম্মা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত; আর পুত্র বনবিহারী, স্কুলে গিয়া, প্রতি বৎসর প্রবেশিকায় ফেল হইয়া সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিত। কিন্তু রামশর্ম্মার অর্থ নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। তিনবার অকৃতকার্য্য হইয়া, চারিবারের বার বনবিহারী প্রবেশিকা সাগর পার হইল। দরিদ্র রামশর্ম্মা তখন শেষ শয্যায়।

কিশোরী বনবিহারী অপেক্ষা বয়সে ছোট। যেবারে বনবিহারী, চতুর্থবারে তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করিল; কিশোরীও সেইবারেই, প্রথমবিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পিতার বুক দশ হাত হইয়া ওঠে, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। রাজীবলোচনও সংসার হইতে সেই সময়ই বিদায় গ্রহণ করেন। অবশ্য সংসারে তাঁহার যথাকর্ত্তব্য তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পনেরো বছরের পুত্রের গলায় তখন, ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক কিশোরী লম্বমানা। অবশ্য সেটা অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিশোরী তখন এগারো বৎসরের বালক; সদ্যঃ উপনয়নজনিত তখনো তাহার মাথায় চুল ভালোরকম উঠে নাই। পিতা সেই সময়ই পিতৃলোকের জলপিণ্ডের আশায়, ছোট গ্রামখানি বাদ্যভাণ্ডে কাঁপাইয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিয়াছিলেন।

কিশোরীর প্রকৃতিটা বড় মৃদু, বড় শান্ত-রকমের ছিল। কিন্তু তাহার মনের ভিতরে, প্রথম উষার আলোক রেখার ন্যায়, কোমল উজ্জ্বল ভাবরাশি বড়ই গোলমাল করিত। শান্ত বালক, তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তখন হইতেই একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জগতে একটা আদর্শ বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা তাহার মনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত, অথচ সে বুঝিতে পারিত না, জগতে আদর্শ হইবার জন্য কি করিতে হইবে?

কিশোরী বনবিহারীকে বড় শ্রদ্ধা করিত। বিংশতি বর্ষীয় যুবকের আজন্মপর্য্যন্ত সেই অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া কিশোরী মুগ্ধ হইয়া যাইত। সংসারের ধুলামাটির পৃথিবীর লজ্জা, নিন্দা, কলঙ্ক কিছুই যেন বনবিহারীকে স্পর্শ বা আহত করিতে পারিত না, সে যেন অবলীলাক্রমে হাসিয়া সবই ঝাড়িয়া ফেলিত। দেখিয়া দেখিয়া অমনিতর একটা কিছু করিবার ইচ্ছায়, কিশোরীরও প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য সে? সে একেবারেই লজ্জার সহিত সগৌরবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যেন সে বনবিহারী অপেক্ষা

কত ভালো, কত শ্রেষ্ঠ! এ লজ্জা মুছিবার কোন উপায়ই ছিল না। ধিক্কারের সহিত কিশোরী পড়া ছাড়িয়া দিল। পত্নী রমা একটু অনুযোগ করিল। বলিল "মা কি বাবা থাকিলে এমনটা হইতে পারিত না।" বুদ্ধিমতী পত্নীকে কিশোরী একটু ভয় করিত, তা বলিয়া কি সে তাহার আদর্শটা মাটি করিয়া ফেলিবে? বনবিহারী এতদিন ফেল হইয়া, কিশোরীর মনের ভিতর আদর্শের উচ্চ সিংহাসনে সুদৃঢ় আসন স্থাপন করিয়াছিল, তাই কিশোরী পাস হইয়া মরমে মরিয়া গেল। রমার অনুযোগে লাভ হইল এই যে কিশোরী তাহার সংস্রব সযত্নে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পনেরো বছর বয়সে প্রেম হয় না, কিন্তু ভ্রাতাভগিনীহীন কিশোরীর গৃহে একমাত্র সঙ্গিনী রমার সহিত, একত্র বাস নিবন্ধন একটু ভালবাসা জন্মিয়াছিল। বনবিহারীর আদর্শ ছুরিকায় সে সূত্রটী ছিন্নপ্রায় হইল।

কিশোরী মুগ্ধ না হইবে কেন! এই কুড়ি বছর বয়সের সময়েও কিশোরী কথনো বনবিহারীকে একদিন চুলে হাত দিতে দেখে নাই; চুলগুলা অযত্নরক্ষিতভাবেই ললাটে পড়িয়া থাকে। কাপড় পরার ধরণও কেমন এক রকম। সে যে জগতের পক্ষে কি রকম দুর্লভ, এমন অধ্যবসায় যে সমস্ত জগতের দৃষ্টান্তস্থল, তাহা বনবিহারীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; সে সংসারে চিরকাল উদাসীনই রহিল ভাবিয়া ভাবিয়া কিশোরীও চিরুণী বুরুষের স্পর্শ ছাড়িল; সত্যসত্যই তাহার উজ্জ্বল শুভ্র ললাটে কৃষ্ণকেশ অযত্নেই ছড়াইয়া থাকিত। ভালো কাপড় জামা মুক্ত হস্তে বনবিহারীকে দান করিল; নিজের জন্য অবশিষ্ট রহিল, দু একটা সাদা পাঞ্জাবী ও সুতার উড়ানী।

এইরূপ আদর্শ মুগ্ধ ভাবেই আরো চারি বছর তাহার কাটিয়া গেল। চারি বছরের প্রায় শেষভাগে রমা একটী কন্যা কিশোরীকে উপহার দিল।

কন্যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরীর মনে সংসারের একটা ছায়া আসিয়া উঁকি দিতে লাগিল। আর নির্লিপ্তভাবে থাকা চলে না। জমিদারীর আয়ে পিতার একমাত্র পুত্রের বেশ সুখেই চলিয়াছিল; কিন্তু প্রথম কন্যাটী আসিয়া কিশোরীকে যেন বলিল 'আমি একা নহি, ভবিষ্যতে আরো আসিবে।" এই চিন্তায় কিশোরীর উজ্জ্বল ললাট ম্লান হইয়া গেল। শেষে একদিন হৃদয়সখা বনবিহারীর কাছেই সমস্ত চিন্তা খুলিয়া বলিল। "বনবিহারী একটু বিজ্ঞতাসূচক মাথা নাড়িয়া বলিল "টাকার যোগাড় কর, বিলাতে যাও, সেখানে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া বাড়ী এসো, তখন ঘরে টাকা ধর্‌বে না।" পরামর্শটা কিশোরীর মনে লাগিল সে তখন একটু ভাবিয়া বলিল "টাকারই ভাবনা বড় ভাই। আমার বিয়ের সময় বাবা অনেক দেনা করে গেছেন, আগে তা জানতুম না, এতদিনে সুদে আসলে, অনেক টাকা দাঁড়িয়ে গেছে। যেতে হ'লে জমিদারিটা বাঁধা না দিলে আর উপায় নেই। কত টাকা লাগ্‌বে বল্‌তে পার?" বনবিহারী একটু চুপ করিয়া রহিল, মনে মনে বোধ হয় একটা হিসাব খাড়া করিল; তারপর বলিল "পাঁচ হাজার"। কিশোরী শিহরিয়া উঠিল, কিশোরীকে শিহরিতে দেখিয়া বনবিহারী বলিল "ঐ রোগেই ত ঘোড়া মরে"। কাযে

উৎসাহটাই যদি টাকার ভয়ে নষ্ট করে ফেল্‌লে, তবে আর মানুষ হবে কি করে ?" আদর্শ বনবিহারীর মুখে এই কথা ! কিশোরী তখনি সগর্ব্বে স্বীকার করিল ; টাকার যোগাড় সে যেমন করিয়া হয় করিবে। আর তারপর বনবিহারীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কিন্তু ভাই তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। একলা সে বিদেশে আমি থাকতে পারব না।" আদর্শ হইতে দূরে থাকিয়া পাছে আদর্শহীন হইয়া পড়ে, সেই ভয়েই কিশোরী দীনভাবে এই প্রার্থনা করিল।

বনবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি যখন বল্‌চ, তখন আর যেতে কি ? আমি সঙ্গে থাকলে ওই পাঁচ হাজারেই দুজনের রাজার হালে কেটে যাবে, সে আমি ঠিক চালিয়ে নোব। তোমার মতো তো আর না বুঝে খরচ করবনা। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে যেন একথাটা বোলো না। আমাদের যাওয়ার কথা জানতে পারলে তিনি কিছুতেই যেতে দেবেন্ না।" কিশোরীর হৃদয় তাহাতে সায় না দিলেও সে ম্লান মুখে তাহাই স্বীকার করিল।

অবশেষে একদিন অপরাহ্ণে, কিশোরী মলিনবদনে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। দোলার উপর দু'মাসের মেয়েটী শুইয়াছিল ; পিতাকে দেখিয়া সে বড় মধুর হাসি হাসিল। কিশোরী তাড়াতাড়ি সেদিক্ হইতে চোখ্ ফিরাইয়া লইল।

রমা স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল "কেন তোমাকে এমন শুক্‌নো দেখাচ্চে গা ? কোন খারাপ খবর পেয়েছ নাকি ?" চিন্তিতা পত্নীর মুখের দিকে চাহিতেও কিশোরীর যেন সাহস হইল না। মৃদুস্বরে বলিল "না না একবার শুধু খুকিকে দেখতে এসেছি।" বাকি কথাটা তাহার মুখে আট্‌কাইয়া গেল। আদর্শের উপদেশ আজ প্রথম তাহাকে আদর্শহীন, সত্যভ্রষ্ট করিল।

বম্বে মেলের সেকেণ্ড্ ক্লাস কামরায় বসিয়া বনবিহারী আপনাদের এই বিজয় কাহিনী অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল ; তাহার অভ্যাস-সিদ্ধ বাক্‌সংযম আজ একেবারেই ছিল না। সেটা শুধু সমুদ্রযাত্রার আনন্দোচ্ছ্বাসে, কি আর কিছুর সহায়তায় ; কিশোরী সে বিষয় একবারও ভাবিতে সময় পায় নাই। নৈশ-অন্ধকারে, নিস্তব্ধ বৃক্ষলতার দিকে চক্ষু রাখিয়া সে দেখিতেছিল, তাহার শয়ন গৃহ, তাহার শিশুকন্যা শৈল।

বনবিহারী বলিল "দেখ দেখি, ভাগ্যে বুদ্ধি করে বাড়ী থেকে জিনিষ পত্র আনতে দিইনি ; তাহোলেই ধরা পড়েছিলুম আর কি ? পয়সায় কি না হয় ? এই একেবারে নতুন ফ্যাসানের পোষাক টাট্‌কা কিনে নিয়ে এলাম।" কিশোরীর হৃদয় আবার পীড়িত হইয়া উঠিল। সত্যই সে সরলা রমার সহিত ছলনা করিয়াছে, ছিঃ, সে এত নীচ ! বনবিহারী অনেক আশ্বাস দিল, 'টাকা সে সমস্তই সযত্নে রাখিয়াছে, খোয়া যাইবার ভয় নাই। কিশোরী সংসার অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার হাতে টাকা থাকিলে, অপব্যয়ের সম্ভাবনা বনবিহারী নিজে সে ভার লইয়া, তাহাকে চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে' এই কথাটা খুব বড় করিয়া বনবিহারী কিশোরীকে বুঝাইয়া দিল। সমস্ত বুঝিয়াও কিশোরী

কিছুই বুঝিল না। তাহার শান্ত হৃদয় বড়ই বিদ্রোহিতা করিতেছে।

ঘাটে পৌঁছিয়া বনবিহারী একেবারে ষ্টীমারে উঠিল। কিশোরী সিন্ধুসৈকতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সম্মুখে নীলজলরাশি, পর্ব্বতাকার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া, কূলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; তাহাদের উদ্বেল হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। কিশোরী বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। তাহারও বক্ষ অমনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ফাটিতেছে না তো? এই অসীম সিন্ধুর পারে যাইলে, তবে ব্যারিষ্টারী রত্ন লাভ হইবে, সে রত্ন কি, রমার আত্মহারা প্রেমের কাছে দাঁড়াইতে পারে? এত উজ্জ্বলতা কি তাহার আছে? কি সুন্দর রত্ন সে? যে শৈলের পুষ্পবিনিন্দিত মুখখানি আড়ালে ফেলিয়া, কিশোরী তাহার আশার সমুদ্রে ভাসিবে?—না, না, কিশোরী তাহা পারিবে না; রমাকে ছাড়িয়া, শৈলকে ফেলিয়া, স্বর্গও তাহার কাছে প্রার্থনীয় নয়। কিশোরী কখনই জাহাজে উঠিবে না।

কম্পিতকণ্ঠে কিশোরী বলিল "বনবিহারী নামিয়া এসো, আমি যাব না।" বনবিহারী স্তম্ভিতভাবে বলিল "সে কি কিশোরী, যাবে না কি? এখন কি পাগলামীর সময়! টিকিট কিনেছি; জাহাজ ছাড়ে, শীঘ্র উঠে এস।" ষ্টীমারের বাঁশী দিল।

কিশোরী আবার বলিল "পাগলামী নয়; নেমে এস। আমি যাব না। আমার টাকা দিয়ে যাও।"

"টাকা"! বনবিহারী উচ্চকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে বলিল "টাকা বিলাত যাবার জন্যই আনা হয়েছে, তুমি না যাও, আমি ব্যারিষ্টার হয়ে আসি গে। তোমার এ উপকার চিরকাল স্মরণ রাখ্‌বে। ফিরে এসে তোমার সমস্ত টাকা শোধ দোব। আমি কখনো অকৃতজ্ঞ হব না।"

পাগলের মতো কিশোরী বলিল "বনবিহারী শীঘ্র টাকা দাও, আমি সমস্ত বিষয় বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছি, ও টাকা আমার বুকের রক্ত। বনবিহারী, জাহাজ ছাড়ে যে, এখনো নেমে এস।"

বনবিহারী হাস্যমুখে বলিল, তা হোলে কিশোরী, এখনকার মতো বিদায়। টাকার জন্য তোমায় অনেক ধন্যবাদ।" ষ্টীমার দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ঘাটের কোলাহল কমিয়া আসিল। শুধু বজ্রাহত কিশোরী অনিমেষ নয়নে ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অর্থ যন্ত্রের উপায় হরণ করিয়া লইয়া ষ্টীমার দূরে চলিয়া গেল।

হাতের হীরক অঙ্গুরি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে কিশোরী বাড়ী ফিরিল।

সাত দিন পরে স্বামীকে দেখিয়া রমা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিশোরীর বয়স যেন সাতদিনে সাত বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। কিশোরী কম্পিত পদে গিয়া একেবারে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। রমা মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করে শুয়ে পড়লে কেন? কি হয়েচে গা?" সাতদিন অদর্শনের আশঙ্কা কিশোরীকে দেখিয়াই কাটিয়া গিয়াছিল, তাই রমা সে বিষয়ের কোন উল্লেখই করিল না।

রমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কিশোরী বলিল "তোমাদের পথে বসিয়ে এয়েচি রমা।"

বড় আদরে স্বামীর চোখের জল মুছাইয়া রমা কহিল "ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। বেঁচে থাক তুমি, আমার অভাব কিসের!"

যথা সময়ে বনবিহারী ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। ভাগ্য দেবতা এবার তাহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন। বোধ-হয় কিশোরীর অর্থ বলিয়া তাহার একবারমাত্র চেষ্টাতেই সে এবার সফল হইল। এবং পাশ হইয়া কৃতজ্ঞতার অত্যধিক উচ্ছাসে এক-খানা পত্রও সে কিশোরীকে লিখিয়া ফেলিল। রামশর্ম্মার পুত্র বি, বি, চ্যাটার্জ্জি বার এট-ল তাহাতে কিশোরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। আর বলিয়াছেন, হাতে টাকা হইলেই তিনি কিশোরীর পাঁচ হাজার টাকা নিশ্চয় পরিশোধ করিবেন। কিন্তু কলিকাতা ফিরিয়া সন্ধান লইয়া যখন তিনি জানিলেন দেনার দায়ে কিশোরীর জমীদারি ও ভদ্রাসনঅট্টালিকাখানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিশোরী পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থে একখানি ছোট বাড়ী কিনিয়া বাস করিতেছে ওএকখানি সিমলা ফরাস-ডাঙ্গার সাড়ী ধুতির দোকান খুলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন আর বি বি চাটার্জ্জি ঘৃণায় তাহার সহিত দেখা করিতেই পারিলেন না। দেশে যাওয়াও অগত্যাই বন্ধ হইয়া গেল।

বনবিহারী কলিকাতায় আসিবার অল্প-দিনের মধ্যে কোন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারের কন্যা, মিষ্টার চাটার্জ্জির গলায় বরমাল্য দিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিল। আর সেই সমাজ সংস্কারক ও এহেন ব্যারিষ্টার বন্ধুকে অর্দ্ধেক রাজত্ব অভাবে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ও এক কন্যা একসঙ্গে উৎসর্গীকৃত করিয়া কৃতার্থ হইলেন। টাকাটা পাইয়া একবারমাত্র দুর্ব্বল হৃদয়টা বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা কিশোরীকে দিলে ভালো হয়, কিন্তু দৃঢ়মন মিঃ চাটার্জ্জি হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি তাহাকে খুব একটা চোখ রাঙাইয়া, কোম্পানীর কাগজখানিকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কারাগারে আবদ্ধ করিলেন।

বনবিহারীর বিলাত যাত্রার পর বারো-বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিশোরী এখন চার পাঁচটী কন্যাপুত্রের পিতা। তাহার প্রথম সন্তান শৈলবালা এখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী, বিবাহের উপযুক্তা।

বনবিহারীর সহসা ইংলণ্ড গমন ও সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর দরিদ্রতায় সকলেই বুঝিয়া-ছিল, চতুর বনবিহারী সরল কিশোরীর সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। গ্রামে সে কথা লইয়া অনেকে বলাবলি করিত, অনেকে বলিত "এখন সে তো ইচ্ছা করিলেই পাঁচ হাজার টাকা অনায়াসেই দিতে পারে। এখনকার বাজারে তিন চারটী মেয়ের বিয়ে দিতেই বেচারা মারা যাবে। কি অকৃতজ্ঞ লোক। "পাঁচ হাজার টাকায় জমীদারি বন্ধকের কথা সকলেই জানিত, সকলেই বনবিহারীর বিপক্ষছিল। কেবল কিশোরী প্রাণপন চেষ্টায় সে কথা ঢাকিবার চেষ্টা করিত; সে যেন তাহারই অপরাধ। অবশেষে একদিন রমাও স্বামীকে নির্জ্জনে বলিল "মেয়ে তো আর রাখা যায় না, টাকা সে তো দেবে বলেছিল, না হয় একখানা চিটি

লিখেই দেখ না একবার। বোসপাড়ার বাঁড়ূয্যেরা পছন্দ করে গেল, এখন কত টাকা চাইবে, কে জানে?

শান্ত ধীরস্বরে কিশোরী বলিল "আমি যে, টাকা তাকে দান করিয়াছি, আর কেউ না জান্‌লেও তুমি তো সে কথা জানো ময়া। শৈলর যদি কপালে থাকে, তবে বিনা পয়সাতেই আমি সুরেশকে জামাই পাব।

সত্যই শৈলর অদৃষ্ট মন্দ ছিল না। সুরেশের পিতা, বিনা সুবর্ণেই যে সুবর্ণ-প্রতিমা আদর করিয়া গৃহে লইয়া যাইলেন।

শ্রীলতিকা দেবী।

শোক সংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বামাবোধিনীর পুরাতন লেখিকা শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠাচন্দ গত ১৭ই চৈত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের পত্নী; ইহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই বামা-বোধিনীর হিতাকাঙ্ক্ষী লেখক লেখিকা ছিলেন। শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠাচন্দের তিরোধানে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বিধাতা তাঁহার পিতৃমাতৃহীন সন্তানদের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

আমরা আজ গভীর দুঃখের সহিত আর একটী শোক সংবাদ প্রকাশ করিতেছি বামা-বোধিনীর অন্যতম প্রধান লেখিকাও পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী দেবী স্বর্ণপ্রভা বসু ইহলোকের সকল শোক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া গত ৩০এ এপ্রেল ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পাঁচটা পুত্র ও একটীমাত্র কন্যা এবং বহু আত্মীয়স্বজনকে গভীর শোক-সাগরে ভাসাইয়া শান্তিময় অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বামাবোধিনীর পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই ইহাঁকে বিশেষভাবে জানেন; ইনি স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। আজীবন ইনি বামাবোধিনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন, শত রোগ শোকের মধ্যেও বামাবোধিনীর প্রতি ইহার অনুরাগের বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নাই। একসময় যাঁহাদের সুলেখনী দ্বারা বামাবোধিনী গৌরবান্বিতা ছিল তাঁহারা একে একে সকলেই প্রস্থান করিতে-ছেন। আমরা আজ শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি, ভগবান তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 658. June, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৮ সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। জুন, ১৯১৮।	১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

উমা-সঙ্গীত।

মিশ্র টৌড়ি—একতালা।

জাগ জাগ সবে জাগ রে!

মধুর আহ্বান তাঁর এসেছে যে, বারেক শুনো ঐ শুনো রে।

মাতিয়া প্রাণে পবিত্র মনে, সানন্দে ধরা ভাসাও রে।

ঘুম-ঘোরে না রহিয়ে অচেতন, ফেল ভেঙ্গে মোহের স্বপন রে!

অনুরাগে ভরে আপন হৃদয়ে ব্যস্তভাবে তাঁরে ডাক রে!

প্রেম-মকরন্দের প্রেম আনন্দে হয়ে মত্ত সদা মজ রে।

সবে এস এস ও পদারবিন্দে, হও মগন প্রেম-ভরে রে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´ ২ ০ ৩।

II সা -দা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। পা -া -া I

জা গ জা ০ গ স ০ বে জা ০ ০ ০ গ রে ০ ০

১´ ২ ০ ১

I সা সা র্সা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋা -সা I

ম ধু র আ হ্বা ন তাঁ র ০ এ সে ০ ছে যে

১´ ২ ০ ৩

I সা সা মা। মা -মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I

বা রে ক শু নো ঐ ০ শু ০ ন ০ নো রে ০ ০

১ ২ ০ ৩
I পা দা দা। র্সা -া ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণধা -াপ পা I
মা তি য়া প্রা ০ ণে ০ প বি ০ ত্র ০ য় ০ ০ ০ নে

১ ২ ০ ৩
I পা ণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II
গা ন ০ ন্দে ০ ধ রা ০ ভা সা ০ ০ ০ ও রে ০ ০

১ ২ ০ ৩
II সা সা I { সা সা দা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋসা সা I
ঘু ম ঘো রে না র হি য়ে অ চে ০ ত ন ০ ফে ০ ল

১ ২ ০ ৩
I সা সা নমা। মা মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I
ভে ঙ্গে মো হে র স্ব ০ প ০ ০ ০ ন রে ০ ০

১ ২ ০ ৩
I পা দা র্সা। র্সা র্সা ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণদা দপা পা I
অ নু রা গে ভ রে ০ আ প ০ ন ০ হৃ ০ ০ দ ০ য়ে

১ ২ ০ ৩ ৩
I পা পণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া} (পা সা সা) } I পা -া -া I
বা স্ত ০ ০ ভা ০ বে তাঁ ০ রে ডা ০ ০ ০ ক রে "ঘু ম" রে ০ ০

১ ২ ০ ৩
I { দা দা দা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা -া I
প্রে ম ম ক র ন্‌ দের প্রে ম আ ন ন্দে

১ ২ ০ ৩
I দা দা না। র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা -র্ঋা র্সা। র্ঋা -া র্সা } I
হ ৃ দে ম ত্ত স দা ম ০ জ রে ০ ০

১ ২ ০ ৩
I পা ণা দা। দা পা মজ্ঞা। মা ণদা দা। র্সনা র্সা র্সা I
স বে এ স এ স ও প ০ দা র ০ বি ন্দে

১ ২ ০ ৩
I পা পণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II II
হ ও ০ ০ ম ০ গ নপ্রে ম ভ ০ ০ ০ রে রে ০ ০

নমিতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৪)

কার্ত্তিক-প্রভাতের শৈত্য-জড়তানাশী খররৌদ্র তখন বেশ জোরে জ্বলিয়া মধ্যাহ্নের আধিপত্য ঘোষণা করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের পথে বহু লোক ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছিল। নমিতা ও সুরসুন্দর পথ হাঁটিয়া নীরবে চলিতে চলিতে নমিতাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

সুরসুন্দর একটু পশ্চাতে থাকিয়া, খুব ধীরে ধীরে আসিতেছিল; পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে মাথাটি সাম্‌নে ঝুকাইয়া, গভীর চিন্তাকুল বদনে সে চলিতেছিল। বারেণ্ডার সিঁড়িতে উঠিতে উদ্যতা নমিতা বিদায়-সম্ভাষণের জন্য দাঁড়াইল। অন্যমনস্ক সুরসুন্দর তাহা লক্ষ্য করিল না; নিঃশব্দে যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া নমিতা একটু কাশিয়া বলিল, "তা হ'লে, আজই আপ্‌নি বাড়ী চল্লেন? কত দিনে ফির্‌বেন?"

সুরসুন্দর থম্‌কিয়া দাঁড়াইল! ইহার মধ্যে কখন্ যে এতটা পথ আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা সে আদৌ অনুভব করিতে পারে নাই! অপ্রতিভ হইয়া সে একটু হাসিল ও নমিতার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আজই যাব। কত দিনে ফির্‌ব, ঠিক্ নাই। ভাইটির অবস্থা দেখে সে ব্যবস্থা স্থির হবে।—মিস্ মিত্র!" সুরসুন্দর আরও একটু নিকটে আসিল; সম্ভ্রম-নত দৃষ্টিতে ভূমির পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনাকে আজ একটি কথা বল্‌তে চাই, অনুমতি দিন্—!"

সুরসুন্দরের মুখে "আজ একটি কথা"—নমিতার কানে আজ হঠাৎ অত্যন্ত অদ্ভুত, নূতন ও বিশেষত্বপূর্ণ ঠেকিল! মনটা কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিল! সন্দিগ্ধভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সুরসুন্দরের শান্ত ম্লান মাধুরী-বিকশিত নম্র মুখখানির পানে সে একবার মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিল;—তখনই তাহার দৃষ্টি বিশ্বস্ত আশ্বাসে করুণা-কোমল হইয়া আসিল; ধীরভাবে বলিল, "বল্‌বার মত কথা হয়, অবশ্য বল্‌তে পারেন্; বৈঠকখানায় আসুন্।"

"না, আমি এইখানে থেকেই কথা শেষ করে যাই,—" এই বলিয়া সুরসুন্দর দৃষ্টি তুলিয়া নমিতার পানে চাহিল এবং ব্যথিত ভাবে একটু হাসি হাসিয়া বলিল, "চারিদিকে ক্রমাগত বীভৎস অবিশ্বাসের চেহারা দেখে, এক এক সময় নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি—নিজেকেও ভয় করতে বাধ্য হই!—আজ আপনার কাছে তাই ক্ষমা চাইছি, আমার সে অপরাধ ভুলে যাবেন। সে-দিন ঝোঁকের মাথায় অনেকগুলো শক্ত কথা বলে ফেলেছি; আপনার মনে নিশ্চয় আঘাত লেগেছে। নিজের রূঢ়তায় আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছি।—মিস্ মিত্র, তারপর আমি আর ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাই নি; সেজন্যে ভারী দুঃখিত ছিলুম্।—আজ বল্‌ছি, আমায় ক্ষমা করবেন্।"

নমিতার মনে হইল এমন আন্তরিকতা-পূর্ণ সুগভীর বেদনার স্বর সে বহু—বহুদিন শুনিতে পায় নাই; আজ শুনিল! বিস্ময়াবহ

পুলকের সহিত, একটা বেদনার আঘাত গিয়া তাহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিল! নমিতার ইচ্ছা হইল, সে স্পষ্ট প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠে,—'না, ইহা সৌজন্যের নামে অন্যায় অসৌজন্য হইতেছে। সুরসুন্দরের মত হিতাকাঙ্ক্ষীর ত্রুটি ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই........!'

সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুর-সুন্দরের মুখের উপর অসঙ্কোচ স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া নমিতা বলিল, "মানুষের মুখের কথায় ভয় পেয়ে, আমিও অনেক সময় মনের জোর হারিয়ে ফেলি, সাহসের অভাবে অনেক অপরাধজনক আচরণ করি; অনেককে মিথ্যা অবিশ্বাস করে, মনস্তাপ পাই! আমার মহাদুর্ব্বলতা আছে, জানেন্। যে যা বুঝিয়ে দেয়, সরল বিশ্বাসে সব সত্য বলে অকপটে মেনে নিই; কিন্তু নির্ব্বোধ হ'লেও আমার মন বক্র-কুটিল নয়, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন। মিথ্যার ভুল খুব শীঘ্রই বুঝ্‌তে পারি!—আপনি ক্ষমা'র কথা বলবেন্ না, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।—আপনার মন যে কত উঁচু, তা আমি খুব—খুব ভাল রকমেই জেনেছি। আর কথা বাড়ান নিষ্প্রয়োজন!"

সনিঃশ্বাসে ম্লান হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর নমস্কার করিয়া বলিল, "তবে বিদায় হই। সত্যই, কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।"

প্রশান্ত স্নেহের হাসিতে নমিতার মুখ-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "মনে কর্‌তে বারণ করেন, কর্‌ব না;—কিন্তু, না না, কিছু মনে কর্‌ব বৈ কি! আপনার অমায়িকতা, উদারতা, সহোদরের মত স্নেহানুগ্রহ, সে সব কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ রাখ্‌ব; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাড়ী গিয়ে সব ভাল দেখে, আবার শীঘ্র ফিরে আসুন্।"

"আসি তবে—।" প্রস্থানোন্মুখ সুরসুন্দর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, সহসা আবার ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক মুখে একটু উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল ভাবে, কি যেন কিছু বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নমিতা সস্মিত মুখে বলিল, "কোন দরকার আছে?"

"হাঁ,—দেখুন, হাঁস্‌পাতালের নার্স, কম্পাউণ্ডার বিশেষণ ছাড়া আমাদের আরো কিছু স্বতন্ত্র বিশেষ্য আছে,—তারই অধিকারে—।" সহসা কথাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া, সুর-সুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য নীরবে কি ভাবিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন। আর একটি কথা বলে যাই, করমগঞ্জ থেকে আপনি বদ্‌লী হ'বার দরখাস্ত করুন্; আর এখানে থাক্‌বেন্ না।"

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! ক্ষণ-পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনিও তাই বলেন্? ধন্যবাদ!—স্মিথ্‌কে বল্‌বেন্ না, আমি আগেই সে চেষ্টার আরম্ভ করেছি। করমগঞ্জের জল-হাওয়া আর আমার সইছে না!—"

"এ সইবার নয়" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ নমিতা চাহিয়া রহিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ হাসিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল, "আমাদের দৌরাত্ম্যও বড় সহজ নয়! কাল রাতে কি ভয়ানক গোয়েন্দা-

গিন্নিই করা হোল! ছিঃ!—কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি বেঁচে গেছি! ডাক্তার মিত্রের সাধুতা হত্যাকারীর উৎকোচ-মূল্যে বিক্রীত হয়, আমি জান্‌তুম না!—এই জান্‌লুম। এবার ওঁর চরিত্রকে শ্রদ্ধা করার দায় থেকে আজ একেবারে নিষ্কৃতি পেয়েছি। আঃ! কি মুক্তি রে!—"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে মা'র ঘরে আসিয়া মেজের উপর ধূলার মাঝেই হাত-পা ছড়াইয়া, শুইয়া পড়িয়া নমিতা শ্রান্তি অপনোদনের আছিলায় রোগীর বাড়ীর গল্প আরম্ভ করিল। কিন্তু সেখানে সমি-সুশীল ছিল না; সুতরাং, গল্প তেমন জমাইতে পারা গেল না। বেলা হইয়াছে বলিয়া মাতাও স্নানাহারের তাড়া দিলেন। অগত্যা নমিতা উঠিল; টাকাগুলি গণিয়া মাতার কাছে রাখিয়া সে বলিল, "মা, খুচ্‌রো খরচের জন্য এক এক সময় আমার বড় মুস্কিল হয়। এবার থেকে, বেশী নয়—দু'টি করে টাকা আমায় দেবেন্।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা'র জন্যে অত মিনতি কেন? সত্যি, আমার হাতে সব সময় পয়সা-কড়ি থাকে না; আমি বুঝ্‌তে পারি, তোর কষ্ট হয়। দু'টাকা নয়, তুই পাঁচ টাকা করে নিয়ে রাখ্, যা খরচ হয়—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না, মা, আমার হাত ভয়ানক পিছল্. যা দেবেন্, সব খরচ করে নিশ্চিন্ত হব!—আমার অভ্যাস ত জানেন্। দু'টাকাই ভাল।—লছ্‌মীর মার কাছে রেখে দেবেন্, সময়ে সময়ে খুচ্‌রা দরকারে ওর কাছে চাইলেই পাওয়া যায়।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন কাল বাজারে পাওয়া গেল! ছিঃ, তুই দিনে দিনে কি হচ্ছিস্ রে নমি? দুধের জন্যে লছ্‌মীর মার কাছে পয়সা ধার কর্‌লি! আমার কাছে চাইলে, বুঝি, পেতিস্ না?"

নমিতা চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অপ্রস্তুত হাস্যে বলিল, "আমার সাহস হোল না, মা!......আপনি ত শেষে দুধও আন্‌তে দিতেন না?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা বলিলেন, "তা দিতে পার্‌তুম্ না বাছা! যে কষ্টের পয়সা! —এই অনিদ্রায় অনাহারে!—"

বাধা দিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "ঐঃ! না খাট্‌লে কি পয়সা পাওয়া যায় মা? স্মিথ্ এই বুড়ো বয়েসে যে খাটুনী খাটেন্, দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয়! আমাদের এ ত সুখের দশা!" এই বলিয়া কৈফিয়ৎ শেষ করিয়া নমিতা স্নান করিতে গেল।

আহারান্তে খুব এক চোট্ নিদ্রা দিয়া, বৈকালে সাড়ে তিন্‌টা বাজিতেই, নমিতা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। কাল হইতে হাস্-পাতাল যাইতে হইবে। নমিতা ময়লা জামা-কাপড় বদলাইয়া ফর্‌সা কাপড়-চোপড় ঠিক্ করিয়া রাখিল। তারপর সে জুতা ব্রুস্ করিতে বসিল। সময় থাকিলে, নমিতা নিজ-হাতেই এ-সব কাজ করিত। শুধু নিজের নয়, ভাই-বোন্ সকলেরই জুতা সে পরিষ্কার করিত,—তাহাদের দ্বিধা আপত্তি গ্রাহ্য করিত না।

আজ বিমল এখনও বিদ্যালয় হইতে আসে নাই, সুশীলও জুতা পায়ে দিয়া কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাই তাহাদের জুতা পাওয়া গেল না। সমিতা সেইমাত্র স্কুল হইতে আসিয়া ঘরে ঘরে বিছানা করিয়া

ও ঝাঁট দিয়া বেড়াইতেছিল ; নমিতা নিঃশব্দে তাহার জুতা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

অল্পক্ষণ পরে সুশীল আসিয়া সেখানে পৌঁছিল। নমিতার সম্মুখে জুতা-মণ্ডিত চরণ-যুগল ছড়াইয়া বসিয়া, বিনা দ্বিধায় মন্তব্য প্রকাশ করিল, "আমার জুতোয় ধুলো লেগেছে —।"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ, বুঝেছি। —খুলে দাও—।"

সুশীল বলিল, "কাল মেজ-দা ক্রস্ করে দিয়েছে ;—আজ আবার!— তা তুমি দেবে দাও।"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নমিতা কপট ব্যঙ্গে বিনয়ের স্বরে বলিল, "আপত্তি কর্‌বার কিছুই নাই! আহা! কি চমৎকার করুণা-বর্ষণ!—বাস্তবিক, সুশীল, তোর ঐ খাতির-নদারৎ চাল-টা রীতি বিগর্হিত অশিষ্টতা হ'লেও, আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে, ভাই! কিন্তু তাই বলে, এটা যেন সব জায়গায় অমন অম্লান-বদনে চালাস্ নে!—"

সুশীলের সপ্রতিভ-গাম্ভীর্য্যটা একটু ম্লান হইয়া গেল। আবার গ্রহের ফের—ঘরের শত্রু 'ছোড়্‌দি'ও সেইসময় সেখানে আসিয়া পড়িল। সুশীল একটু বিশেষ রকম ভাবিত হইল। সুশীলের ব্যবহার ছোড়্‌দির কর্ণগোচর হইলেই, সে এখনই নির্ম্মম পরিহাসে তাহাকে অপদস্থ করিবে!—বিপন্ন সুশীল ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি কোন একটা কথা ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে চাপা দিবার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডার হাত্‌ড়াইয়া একটা নূতন খবর টানিয়া আনিল ; পরম আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "দ্যাখো ভাই দিদি,—আজ দুপুরবেলা কিশোরের বাবা বাইরে এসে, শঙ্করকে ডেকে কি সব জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর বোধ হয়, বক্‌ছিলেন না কি জানি নে, এম্নি করে বাঁ-হাতের ওপর ডান-হাত ঠুকে ঠুকে ধমক্ দিয়ে বল্‌ছিলেন, "মকস্ কর, মকস্ কর, সাচ বোলো—।"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "মকস্ কি রে?"

উত্তেজিত হইয়া সুশীল, নিজের হাতে সজোরে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিল, "হ্যাঁ গো, ঠিক্ এম্নি করে বল্‌ছিলেন, মকস্ কর—"

সমিতা কাছে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে?"

সুশীল তৎক্ষণাৎ তাহাকেই সাক্ষী মানিয়া বসিল ; মাথা নাড়িয়া আগ্রহে বলিল, "না ভাই, ছোড়্‌দি? তুমি যখন স্কুল থেকে আস, তখন কিশোরের বাবা, ঐ ডাক্তার মিত্রি গেল—তিনি ওধারের বারেণ্ডায় দাঁড়িয়ে শঙ্করকে কি সব বল্‌ছিলেন? আর এ'ম্নি করে চাপ্‌ড়ে বল্‌ছিলেন্ না?—মকস কর—?"

"মকস!"—সমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে স্বচ্ছ বিদ্রূপের নৃত্য-লীলা অসংবরণীয় উল্লাসে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া সে পরমগম্ভীর মুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কি বল্‌ছিলেন? মকস্ কর?"

ছোড়্‌দির মুখে গাম্ভীর্য্যের মাত্রাটা অত্যধিক দেখিয়া সুশীলের একটু শঙ্কা হইল ; কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া বলিল, "মকস্ নয়?"

সমিতার ইচ্ছা হইল, সেইখানে গড়াগড়ি

দিয়া, খুব উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া নয়! কিন্তু নমিতার সামনে ততদূর ধৃষ্টতা-প্রকাশ নিরাপদ্ নহে বলিয়া, যথাসাধ্য সংক্ষেপে সে পর্ব্বটা সমাধা করিয়া ক্ষান্ত হইল; তারপর বলিল, "ওরে মুখ্‌খু, তিনি মকস্ বলেন নি; বলছিলেন, "কসম্ খা-কে সাচ্ বোলো।—"

সু। "কসম্! হ্যাঁ হ্যাঁ,—কসমই বটে!—"

আবার এক প্রস্থ হাসির অভিনয় হইল। নমিতা বকিয়া ঝকিয়া দুইজনকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল, "আসল কথাটা কি বল্? কিসের জন্যে কসম খাওয়া? কি বল্‌ছিলেন তিনি?"

"আমার কাছে শোনো,—" এই বলিয়া সমিতা জাঁকাইয়া বসিয়া গল্প সুরু করিল। "আমি শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছি। শঙ্কর বল্‌লে, 'ডাক্তারবাবু সেই ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছিলেন্। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অনেক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন।' কিন্তু শঙ্কর তারে-বাড়া শয়তান; ও কিচ্ছু স্বীকার করে নি; সাফ জবাব দিয়েছে, 'না হুজুর, আমি কাউকে চিনি না। কে একটা গরীব লোক অসুখ নিয়ে এসেছিল, সে আপনিই আবার চলে গেছে...।' তারপর ডাক্তারবাবু আরো অনেক কথা বলেছেন, 'কে তা'কে দেখ্‌তে আস্‌ত? স্মিথ্ আস্‌তেন কি না? সুরসুন্দর কখন্ কখন্ আস্‌ত? রাত্রে কত রাত অবধি থাক্‌ত? এখানে ঘুমাত, না, গল্প কর্‌ত?' এই সব! বাপ্, যেন পাহারাওলার ধমক্! দেখ্‌তে যদি দিদি!—আবার আমি স্কুল থেকে আসছি,—তিনি অমনি ধূম্রলোচনের মত কট্‌মটে চোখ বার করে এমন চাইছিলেন, আমার ত দেখে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছ্‌ল!"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা জুতার ব্রাস্কো মাখাইয়া সজোরে ব্রুস্ ঘসিতে লাগিল। গভীর অন্যমনস্কতায় তাহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল!

সমিতা শ্রোতা সুশীলকে লক্ষ্য করিয়া নিরঙ্কুশ সমালোচনা শুনাইয়া যাইতে লাগিল, —"যাই বল বাপু, উনি অত লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু ভারী অসভ্য লোক!—ও কি! পরের চর্চ্চা নিয়ে অত থাকেন্ কেন? ওঁর লজ্জা করে না? সুরসুন্দর কম্পাউণ্ডার আমাদের বাড়ীতে রোগী দেখ্‌তেই আসুক্, আর গল্প কর্‌তেই আসুক্, আর ঘুমাতেই আসুক্, ওঁর তাতে অত হিংসে কেন? কি বল্‌তে ইচ্ছে হয়, বল দেখি, দিদি!"

দিদি সে-সম্বন্ধে কোন সদ্‌যুক্তি-নির্দ্ধারণের চেষ্টামাত্র না করিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্‌তে দে, বল্‌তে দে;—ওঁকে চিনে নিয়েছি। ওঁর চোখ্-রাঙানিতে ভয় খাই নে আর!—প্রত্যেক ঘটনায় ওঁর মনের আসল চেহারাটা যতই দেখ্‌তে পাচ্ছি, ততই ওঁর ওপর হতশ্রদ্ধ হচ্ছি। উনি যে কি পদার্থ—!"

বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নমিতা ঘ্যাস-ঘ্যাস্-শব্দে সজোরে ব্রুস ঘসিতে লাগিল। রাগে তাহার মুখখানা লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল!

গতিক ভাল নয় দেখিয়া সমিতা উঠিয়া পড়িল। সুশীল জুতার জন্য যাইতে পারিল না; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। একটু উস্‌খুস করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, "দিদি আর একটা কথা শুনেছ? কিশোরের মা'র ভারী অসুখ—!"

নমিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কিশোরের মা?—ডাক্তারবাবুর স্ত্রী?—সেই তিনি? কি হয়েছে তাঁর?"

দুঃখিতভাবে সুশীল বলিল, "কিশোর বল্‌ছিল, ভারী অসুখ তাঁর; দু'তিন দিনের মধ্যেই, বোধ হয়, মারা যাবেন।"

"দুৎ, তাই কি হয়!—বাইরে—অন্ততঃ স্মিথের কাছেও নিশ্চয় শুন্‌তে পেতুম।" কথাটা বলিতে বলিতে নমিতা থামিল; একটু ভাবিয়া বলিল, "তাও হ'তে পারে; স্মিথ্ হয় ত জানেন না! কিন্তু কাল সন্ধ্যার সময় ডাক্তার মিত্র এলেন্, কই, তিনিও ত,—।" নমিতা আবার থামিল; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। দন্তে অধর-দংশন করিয়া আপন-মনেই শ্লেষের স্বরে নমিতা বলিয়া উঠিল, "হবে! আশ্চর্য্য নাই। মহাপুরুষ হয়ত বাড়ীর এ সব বাজে খবরে কানই দেন না! হ্যাঁ রে সুশীল, কি অসুখটা জানিস?"

সুশীল বলিল, "কি জানি? কিশোর বল্লে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে, আরও কি সব! এখন বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।"

নমিতার ক্রস-মার্জ্জনা আর চলিল না; সে জুতা-জোড়াটা সুশীলের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে, যা হোল, আর পারি নে।" তারপর ব্রশো, ক্রস প্রভৃতি তুলিয়া রাখিয়া হাত-মুখ ধুইতে সে তাড়াতাড়ি কুয়াতলায় চলিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে চুল পরিষ্কার করিয়া, জামা-কাপড় পরিয়া নমিতা বাড়ী হইতে বাহির হইল। সমিতাকে বলিল, "আমি সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই ফির্‌বো। সেই সময় চা করিস্।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(ইমন কল্যাণ—ঝম্পক)

আঘাত করে' বাঁচাও আমায়,
দাও আমারে প্রাণ,
পলে পলে সইবো কত
মৃত্যু অবমান!
এম্‌নি করে দিনে দিনে,
মৃত্যু আমায় লয় যে চিনে,
এই মরণ হ'তে বাঁচাও আমায়,
দাও বেদনা-দান!

অম্‌নি তুমি দহন জেলে
বিদ্ধ কর বজ্র-শেলে,
মেরে মেরে বাঁচাও আমায়,
আর রেখো না মান!
জাগাও আমায় তোমার কাজে,
সাজাও আমায় বীরের সাজে,
তোমার পায়ে রাখিতে দাও
হৃদয়-হিয়া প্রাণ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু।

দিদি পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু আমাদের পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। আমাদের অগ্রজ এক ভ্রাতা সূতিকা-গৃহেই বিনষ্ট হ'ন্। সেই কারণে পিতৃদেব দিদির লালন-পালন ও পরিচর্য্যার দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাহা সত্ত্বেও মাতা-মহালয়ে অবস্থানকালে তিন বৎসর বয়সে দিদি বসন্ত-রোগে আক্রান্তা হন্। পিতৃদেব ৺ ভগবান্ চন্দ্র বসু অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে তৎকাল-প্রচলিত সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বৎসর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে কৃতী ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ঢাকা-নগরীতে যে সভা আহূত হয়, বঙ্গের আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার জন্মদাতা প্রাতঃস্মরণীয় বেথুন তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার মাওয়েট পিতৃদেবকে পরিচিত করিয়া দিলে, বেথুন প্রাণপূর্ণ আনন্দে করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিতা বাসায় অনেকবার কহিয়াছেন, "মহৎ লোকের জীবনের কি অদ্ভুত শক্তি! বেথুনের আনন্দ-দীপ্ত মুখের দিকে যখন চাহিলাম, তাঁহার কণ্ঠে যখন উৎসাহ-বাক্য শুনিলাম, সাদর করমর্দ্দনে তিনি যখন আমার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তখন জানি না কেন, বিদ্যুতের মত এই সঙ্কল্প আমার মনে সহসা স্ফুরিত হইল,—"আমি আমার কন্যাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করিব।" তখন নারীর উচ্চশিক্ষা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোক পুস্তক হস্তে লইলে বৈধব্য-গ্রস্ত হয়, এই সংস্কার দেশবাসী সকলের মনে প্রবল ছিল। যাহা হউক, বেথুনের করস্পর্শ করিয়া পিতৃদেব কিশোর বয়সে যে উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, কন্যার জনক হইয়া তাহা ভুলিয়া যান নাই। বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী বয়স হইলে তিনি দিদির শিক্ষারম্ভ করিলেন। তখন কন্যাদিগের বিদ্যালয় ছিল না এবং গৃহে পাঠ করাইবার উপযোগী শিক্ষকও বালিকাদিগের পক্ষে সুলভ ছিল না। এই জন্য তাঁহাকেই দিদির শিক্ষাকার্য্যের ভার অনেক পরিমাণে বহন করিতে হইত। যে শ্রমসাধ্য রাজকার্য্যে পিতা নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অবসর অতিশয় অল্পই ছিল; কিন্তু তিনি সে অবসরও আনন্দে কন্যার শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করিতেন;—এমন কি রন্ধন-কার্য্যও তিনি স্বয়ং কন্যাকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপ যত্ন ও আদরে বর্দ্ধিতা ও শিক্ষিতা হইয়া দিদি অল্প বয়সেই শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে যে পুস্তকালয় দান করিয়া-ছিলেন, তাহাতে বঙ্গদেশের সমুদয় খ্যাতনামা উচ্চশ্রেণীর লেখকদিগের গ্রন্থ এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহ, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, অবলাবান্ধব, বামাবোধিনী প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছিল। দিদি সে-সকল পুস্তক বহুবার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পাঠ করিয়া বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও প্রশংসনীয় লিপিপটুতা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। একবার পিতৃদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিদির পাঠের জন্য কতিপয়

পুস্তকের নাম করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কহিলেন, "তোমার কন্যা কি কি পুস্তক পড়িয়াছে, তাহা লিখিয়া দিতে বল।" পঠিত পুস্তকের নাম শুনিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, "তোমার কন্যার ত পাঠোপযোগী বাঙ্গালা পুস্তক আর নাই দেখিতেছি। এখন উহার সংস্কৃত বা ইংরাজী পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।" তিনি দিদির রচনা পড়িয়া প্রীতমনে তাঁহাকে স্বীয় সমগ্র পুস্তকাবলী পুরস্কার দিয়াছিলেন।

দিদির বিবাহের সময়ে আমাদের দেশে যে প্রবল সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের লোক এখনও তাহা ভুলিয়া যান্ নাই। আমার পিতৃবংশ কায়স্থকুলের সম্ভ্রান্ত কুলীন। আমার পিতামাতা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য যে জামাতা মনোনীত করিয়াছিলেন, দেশপ্রচলিত জাতিবিচারের সুদৃঢ় ও অকাট্য নিয়মানুসারে সে-শ্রেণীর পাত্রে আমার পিতার কন্যা-সম্প্রদানের কথা মনে স্থান দেওয়াও উন্মাদ-কল্পনামাত্র। পিতৃদেবকে এই বিবাহ উপলক্ষে বিষম প্রতিকূলতা, তীব্র প্রতিবাদ ও অপরিসীম সামাজিক লাঞ্ছনা সহ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে চাহিয়া সে সমুদয় কষ্ট অকুণ্ঠ সাহস ও অপরাজিত চিত্তে বহন করিয়াছিলেন। পিতা আমাদের কহিতেন, "তিন গ্রামের লোক যখন এই বিবাহ উপলক্ষে আমার বিরুদ্ধে উত্থান করিল, তখন সকলের তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যে এই বিবাহ সম্পন্ন করিলাম বটে, কিন্তু বিবাহ-শেষে ইহা সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম যে, প্রাচীন সমাজে আমার আর স্থান নাই; তথা হইতে আমি চিরজন্মের মত বহিষ্কৃত হইয়াছি।" এই আন্দোলন যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একটী ঘটনায় সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার শিলং নগরে গিয়াছিলাম। কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারে সাক্ষাৎকার করিতে গেলে, গৃহকর্ত্রী আমাকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি বলিতে পারেন, কেন আপনার পিতার মত সম্ভ্রান্ত কুলীন এমন স্থানে জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিলেন?" মহিলার বচন-ভঙ্গীতে আমি অতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। বিবাহের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থানে এই প্রশ্নে আমি বুঝিলাম, ঘটনাটী সেই সময়ে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। বিবাহের অল্প কয়েক বৎসর পরে আনন্দমোহন বসু মহাশয় শিক্ষা-সমাপ্তির উদ্দেশে ইংলণ্ড গমন করেন। পিতৃদেব তখন গৃহে দিদির ইংরাজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাহার পর কুমারী এক্রয়েড ও পরে মিসেস্ বিভারিজ বয়স্থ নারীগণের জন্য কলিকাতায় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে, দিদি তথায় শিক্ষার্থে প্রেরিত হন্।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এখন বৎসর বৎসর বহু রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিতেছেন। দিদি সে-শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন্ নাই। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, তিনি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের ত কথাই নাই, ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। সভ্যজগতের সকল উন্নতির সঙ্গে

তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বস্তুতঃ বিধাতা যে অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সহিত তাঁহাকে মিলিত করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। আসিয়াই তিনি দেশহিতকর বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। দিদি তদবধি পতির সহযোগিনী-রূপে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাদের গৃহ দেশের সকল বিভাগের উন্নতিশীল নেতৃগণের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীল দলের ত কথাই নাই; তদ্ভিন্ন পরলোকগত শিশির-চন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা নেতৃগণ, বোম্বের ডাক্তার আত্মা-রাম পাণ্ডুরাম, সিংহলের রামনাথম ও অরুণা-চলম্ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহে আসিতেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাস্তবিক, দিদির ভাল-বাসা আকর্ষণের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তাঁহাদের সময়ে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। দিদি ও পরলোকগত দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ব্রাহ্মসমাজে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, উত্তরকালে আর কোন রমণী সেই প্রকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। কোনও ব্যক্তি কোনও সৎকার্য্যে সঙ্কল্প করিলে, তাঁহার নিকট তিনি অকৃত্রিম উৎসাহ ও সহায়তা পাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ ও বঙ্গদেশে মহিলাগণ যে জনহিতকর কার্য্যে অল্পাধিক পরিমাণে অগ্রসর হইতেছেন, স্বর্ণপ্রভা বসু তাহার একজন পথপ্রদর্শক। তিনি যে প্রকার সাহস ও উৎসাহ সহকারে দেশের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত এখনও বিরল। স্বামীর অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যে সহায়তা ব্যতীত তিনি দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। হিন্দু-মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ যখন বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, গৃহকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি বঙ্গ-মহিলা সমাজ নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন। এই সমাজ ব্রাহ্মসমাজের রমণীদিগের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। দিদি বহুদিন সম্পাদিকা থাকিয়া তাহার কার্য্যই পরিচালনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশে পরলোক-গত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রবর্ত্তন করেন, দিদি তাহার একজন লেখিকা ছিলেন। তিনি অতিসুন্দর বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার স্বচ্ছ, সরল, আড়ম্বরহীন, চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ-সকল পাঠক-গণের হৃদয় সুমিষ্টভাবে পূর্ণ করিত।

নারীজাতির হিতৈষিণী কুমারী কার্পেন্টার কলিকাতায় আগমন করিলে, দিদি স্বগৃহে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। তাহার পর কুমারী কার্পেন্টারের

মৃত্যু হইলে পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণোদ্দেশে স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়া তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, চিন্তাশীলতা, ভাবের গৌরব ও সুমার্জ্জিত ভাষাগুণে তাহা সেই সময়ের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

নারীর কল্যাণের জন্য তিনি আর একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। যদিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহা তাঁহার সহৃদয়তা এবং উৎসাহের পরিচয় প্রদান করে। কলিকাতার হতভাগিনী পতিতা রমণীদিগের দুঃখে কাতর হইয়া তিনি স্বামীর সঙ্গে তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে, গলিতে গলিতে ইহাদের বাড়ী গিয়া সদুপদেশ দিয়া উহাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির আর একটি চিহ্ন চিরস্মরণীয় থাকিবার যোগ্য। আমাদের অগ্রজ * বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, দিদিই সেদিকে প্রথম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাল্যকালে দিদি ও দাদা পরস্পরের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। পরিণত বয়সে দাদা প্রতিশনিবার দিদিদের দমদমার বাটীতে যাইতেন। সেই বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের ঘাসের মধ্যে একপ্রকার অদ্ভুত উদ্ভিদের প্রতি দিদি দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদ্ভিদের পত্রগুলি সূর্য্যালোকে কাঁপিতেছিল। দাদা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি এ-সম্বন্ধে তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া জড় ও জীবের একজাতীয়তা-বিষয়ক বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তিও যথেষ্ট ছিল। যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া, তাহা ত্যাগ করিতেন না। পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি বৎসরাধিককাল কি অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহার অধ্যবসায় গুণেই এই পবিত্র কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছিল। মেরী কার্পেণ্টার ফণ্ডও প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ভাণ্ডার হইতে দরিদ্র বালিকাদিগের শিক্ষার সাহায্য হইতেছে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দিদি স্বামীর সহিত একত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রাণের সমগ্র প্রীতি ও ঐকান্তিক অনুরাগ সহকারে তিনি এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহা আমরণ তাঁহার সমগ্র জীবন অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ঈশ্বরের উপাসনায় তাঁহার প্রাণের অনুরাগ ছিল; যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, স্বামী ও সন্তানদিগের সহিত নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনায় গমন করিতেন। বক্তৃতা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণে তিনি চিরদিন প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সন্তানদিগের প্রাণে যাহাতে অল্প বয়সেই নীতির মূল সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যাহাতে তাহাদের কোমল প্রাণে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, তৎপ্রতি চিরদিন তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

* স্যর জগদীশচন্দ্র বসু।

শিবনাথ শাস্ত্রী, পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়দিগকে ধর্ম্মবন্ধুরূপে পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে ইঁহাদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। ইঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও সেবকগণ তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার গৃহে আত্মীয়ের ন্যায় গৃহীত হইতেন এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতেন। বাস্তবিক, ব্রাহ্ম-সমাজের সকলে তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে ব্যথা অনুভব করিতেন। শেষজীবনে যখন বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, তখনও গৃহে বসিয়া সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইতেন, এবং আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি-বলে সকল কথাই স্মরণ রাখিতেন।

তাঁহার জীবনে পার্থিব সুখ-সৌভাগ্যের পরিমাণ প্রচুর বিদ্যমান থাকিলেও, জীবনে তাঁহাকে রোগশোকের দুর্ব্বহ ভার যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং তিনি তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসীর ন্যায় অটল ধৈর্য্য ও অপরাজিত সহিষ্ণুতা সহকারে বহন করিয়াছেন। যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে চিরদিন বিপদে বল ও শোকে সান্ত্বনা দান করিয়াছে। যেদিন বৈধব্যের দারুণ বজ্রপাত তাঁহার শিরে আসিয়া পতিত হইল, উপস্থিত আমরা সকলে শোকে মুহ্যমান ও বিবশ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তিনি সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে জ্যেষ্ঠপুত্র এবং আমাদের বার বার বলিতে লাগিলেন, "ইঁহার কর্ণে ব্রহ্মনাম কর, তাহাই পরলোকযাত্রী বিশ্বাসী আত্মার একমাত্র পাথেয়।"

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি শোকের দুর্ব্বিসহ আঘাতে তাঁহার চিত্ত সংসার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় তিনি কেবল পুস্তক-পাঠে সময় যাপন করিতেন। তিনি যেন উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া অনন্ত লোকের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কবে মৃত্যুর দূত আসিয়া তাঁহাকে প্রিয়জনের নিকটে লইয়া যাইবে!

শ্রীলাবণ্যপ্রভা সরকার।

অশ্রু-জীবন।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

১

হেরিয়া নয়ন-ধারা
কেন তোরা হ'স্ রে ব্যাকুল?
গৌরবেও অশ্রু ঝরে,
তা যে শুধু বুঝে না বাতুল!

২

চরণে দলিত তৃণ
শোভে যবে পূজারির করে,
ভক্তি প্রেমে পূত হয়ে
অর্ঘ্যরূপে দেব-পদ 'পরে,

৩

তখনি গৌরবে তার
নয়নেতে অশ্রু-ধারা বয়,
দিব্য-আঁখি-হীন ব'লে
মোরা তাহা হেরি না নিশ্চয়।

৪

নির্গন্ধ শিমুল-ফুল
পদাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন প্রায়,
সহসা পথিক ওই
সযতনে তুলিল আমায়!

৫

মুছায়ে ভবের কালী
হৃদয়েতে করিল ধারণ,
ঢেলে দিল ভালবাসা
সুগভীর সাগর মতন।

৬

ধরায় কণ্টক মোর
পদে বিঁধে, এই ভাবনায়,
সতত শঙ্কিত হয়ে
অহরহঃ রহে ছায়াপ্রায়।

৭

মায়ের মতন স্নেহ
বালকের সোহাগ আদর,
সুহৃদের প্রীতিরাশি
করে দান সে যে নিরন্তর।

৮

একা যে হাজার হয়ে
আজি বিশ্বে পূর্ণ অবতার,
কভু দেব, কভু প্রভু,
কভু সখা, জীবন আমার।

৯

যে ভাবে যখন ভাবি
ভেবে তার পাই নাক ওর,
অসীম অনন্ত সে যে,
অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র হৃদি মোর!

১০

ও-চরণ ধ্যান করে
হই যবে তা'রি মাঝে লয়,
অজ্ঞাতে অতুল হর্ষ
নয়নেতে অশ্রুরূপে বয়।

১১

বদনে সরে না বাণী
হৃদয় যে ভাষা নাহি পায়,
অশ্রুতে বিকাশ হয়,
যে বিভব লভিয়াছি তায়।

১২

এ যোগে শোকাশ্রু নয়,
কেন তোরা ভাবিস্ অমন?
এ অশ্রু মুছায়ে দিলে
নাহি আর রহিবে জীবন।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

জীবন।

মানব জীবন, হায় সমাধি-সমষ্টি,
মরণ করয়ে নিত্য জীবনের পুষ্টি!
শৈশব শ্মশান 'পরে কৈশোরের ভিত্তি,
বার্দ্ধক্য বহন করে যৌবনের স্মৃতি!

শ্রীঅমল দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বিহার-প্রদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গয়া (পিতৃগয়া)

গয়া বিহার-প্রদেশান্তর্গত গয়া জেলার প্রধান নগর। ইহা ফল্গুনদী-তীরে অবস্থিত। সহরটী দুইভাগে বিভক্ত; যথা গয়া এবং সাহেবগঞ্জ। পূর্ব্বোক্তটী পুরাতন এবং শেষোক্তটী নূতন সহর। বিখ্যাত বিষ্ণুপদ ও অন্যান্য তীর্থ পুরাতন সহরেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা গয়াওয়াল-ব্রাহ্মণ-দ্বারা একপ্রকার অধিবাসিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নূতন সহরটীতে (সাহেবগঞ্জ) জেলা অফিস, পুলিশ অফিস, স্কুল, হাসপাতাল, ডাক-বাঙ্গলা, লাইব্রেরি, ঘোড়দৌড়ের স্থান ইত্যাদি অবস্থিত। ইংরাজেরা এইখানেই বাস করে। নূতন সহরের মধ্যে পূর্ব্বে জেলখানা ছিল, কিন্তু তাহা এখন দূরে অপসৃত করা হইয়াছে। জেলখানায় ৫৪২ জন কয়েদী থাকিবার স্থান আছে। কয়েদীরা রাস্তা-প্রস্তুতি, তৈল-প্রস্তুতি, দড়ি, নেওয়ার, বাঁশের টুকুরি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাতন সহরটীর রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু নূতন সহরটীর সে দোষ নাই। সহরটীতে অনেকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী আছে। তাহারা প্রায় তিন তালা উচ্চ। ১৮৯১ খৃঃ, লোকসংখ্যা ৮০৩৮৩ জন ছিল, কিন্তু প্লেগের আগমনে জনসংখ্যা কমিয়া গিয়া ৭৪২৭৮তে দাঁড়ায়। এতন্মধ্যে হিন্দু ৫৫,২২৩, মুসলমান ১৬,৭৭৮, খ্রীষ্টান ১৫৬ এবং জৈন ১২১ জন।

গয়া অতিপুরাতন সহর। মহাভারতের বনপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, গয়া-নামে জনৈক রাজর্ষি গয়ায় বাস করিতেন। এখানে গয়শির নামে এক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে এবং বেতস-পংক্তিশালিনী পুলিন-শোভিতা অতিপবিত্রা মহানদী-নাম্নী একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে। তথায় মহর্ষি-স্বার্থসেবিত পবিত্রশিখর পুণ্য ধরণীধর ব্রহ্মসর-নামক তীর্থ আছে। যে স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে স্থানে চিরস্থায়ী ধনরাজ স্বয়ং বাস করিয়াছিলেন, যে স্থানে নদী-সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যে স্থানে পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন, তথায় মহাবীর পাণ্ডবেরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-সাধনপূর্ব্বক ঋষিযজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। যে স্থানে অক্ষয়বট ও অক্ষয় দেবযজন-ভূমি বিরাজমান আছে, পাণ্ডবেরা তথায় উপবাস করিয়া অক্ষয়ফল লাভ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৭ সর্গে গয়ার উল্লেখ আছে। ভাগবত-পুরাণের মতে গয়-নামক জনৈক রাজা ত্রেতাযুগে গয়ায় বাস করিতেন। কিন্তু বায়ুপুরাণের আখ্যায়িকাই জনসমাজের নিকট সমাদৃত। ইহার মতে গয়া-নামক জনৈক অসুর তপস্যা-দ্বারা এরূপ পূত হয় যে, যে তাহাকে স্পর্শ করিত সেই স্বর্গে গমন করিত। যম

দেখিলেন যে, তাঁহার নরক এক প্রকার খালি হইয়া আসিল। তখন তিনি দেবতা-দিগের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। দেবতারা পরামর্শ করিয়া গয়াক্ষেত্রে গমন করতঃ গয়াসুরের শরীরের উপর যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা প্রকটিত করেন। গয়াসুর সম্মত হইয়া শয়ন করিলে, তাহার মস্তক পুরাতন সহরে যাইয়া পতিত হইল। যম গয়াসুরের মস্তকে ধর্ম্মশীলা-নামক একটি পর্ব্বত রক্ষা করিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন বিষ্ণু গয়াসুরকে বলিলেন যে, "বাপু, তুমি আর নড়িও চড়িও না; তোমার মস্তকস্থিত পর্ব্বতটী পৃথিবীর মধ্যে অতিপূত স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং দেবগণ এইখানেই বাস করিবেন। স্থানটী গয়াক্ষেত্র নামে পরিচিত হইবে এবং এখানে যাহারা পিণ্ড দিবে তাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।" বিষ্ণুর কথায় গয়াসুর আশ্বস্ত হইল।

গয়ার বিপুল মাহাত্ম্য বলিয়া ভারতের সকল স্থান হইতেই লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে। গয়াক্ষেত্র বৌদ্ধদিগের মহা-শ্মশান এবং হিন্দুধর্ম্মে বিজয়নিশান। আমার মতে গয়াসুরের বৃত্তান্ত রূপকমাত্র। বৌদ্ধগণ মোক্ষকে অত্যন্ত সহজলভ্য করিয়াছিল। সুতরাং হিন্দুর চক্ষে ইহা অসুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। গয়ার যতটুকু স্থান লইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল, ততটুকু স্থান লইয়াই গয়াসুরের শরীর পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ফল্গুতটে ব্রহ্মাণী, গায়ত্রী, সোমর, জিহ্বা-লোল প্রভৃতি ঘাট আছে। পশ্চিম ফটকের বহির্ভাগে রামসাগর-নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার দক্ষিণদিকে চাঁদচোরা বাজার। গয়ার চতুর্দ্দিকে যে সকল টীলা আছে, তাহাদিগের নাম—(১) পূর্ব্বে নাগকূট, (২) দক্ষিণ-পশ্চিমে ভস্মকূট, (৩) ব্রহ্মযোনী, (৪) সাহেবগঞ্জের পরে রামশিলা এবং উত্তর-পশ্চিমে প্রেতশিলা। প্রথমে প্রেতশিলার নাম প্রেতপর্ব্বত ছিল। রামচন্দ্র আসিবার পর প্রেতশিলা রামশিলায় পরিণত হয়। ইহার পর হইতে প্রেতপর্ব্বতকে লোকে প্রেতশিলা কহিতে লাগিল। রামশিলার অনুমান এক শত গজ দূরে একটি বটবৃক্ষ আছে। এখানকার একটি বেদীর উপর কেবল তিনটী মাত্র পিণ্ড দিতে হয়; যথা কাকবলি, যমবলি এবং শ্বানবলি। এখানকার প্রেতব্রাহ্মণগণ এক টাকা লইয়া থাকে।

গয়ায় আসিতে হইলে পুনঃপুনঃ নদীতটে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া গয়াধামে আগমনপূর্ব্বক গয়াওয়ালের পদপূজা করিতে হয়। পরে শ্রাদ্ধকর্ম্ম আরব্ধ হয়। তীর্থকামী ব্যক্তি যদি সমৃদ্ধ হন, তবে প্রেতশিলা হইতে বুদ্ধগয়ায় মধ্য পর্য্যন্ত যে ৪৫টী বেদী আছে, তাহার সকলটীতেই পিণ্ড দিতে হয়। নতুবা তিনটী স্থানে পিণ্ড দিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। সেই তিনটী স্থান—ফল্গুনদী, বিষ্ণুপদ ও অক্ষয়বট। ফল্গুনদী বিষ্ণুর অংশ। সীতাদেবীও এখানে ভাতের পিণ্ডাভাবে বালির পিণ্ড দশরথকে দান করিয়াছিলেন। এখানে সঙ্কল্প পাঠ করিয়া বেদী-প্রদক্ষিণ আরব্ধ হয়। ইহার পর তর্পণ হইয়া থাকে। তর্পণের উপকরণ—জল, কুশ ও তিল। তদনন্তর শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পুরাতন গয়ার মধ্যবর্ত্তিস্থলে বিষ্ণুপদ-মন্দির অবস্থিত। ভারতের মধ্যে ইহাই বৈষ্ণব

দিগের অতীব পবিত্র স্থান। শাস্ত্রের আজ্ঞা এই যে, সকলেরই অন্ততঃ একবার গয়ায় গিয়া পিণ্ড দেওয়া উচিত। বিষ্ণুপদটী রৌপ্য থালের উপর রক্ষিত। লোকে থালের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জল ও চাউল তদুপরি নিঃক্ষেপ করে। তৃতীয় বেদীটী অক্ষয়বট-নামে খ্যাত। এখানে আসিয়া পিণ্ডদানপূর্ব্বক গয়াওয়ালের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক সুফল-যাচ্ঞা করিতে হয়। দক্ষিণা পাইয়া গয়াওয়াল সুফল দেন। এই সময়ে গয়াওয়াল তীর্থকামীকে মিষ্ট, মাল্য ও কপালে তিলক দান করে। তাহারা সুফল না দিলে তীর্থযাত্রীর কার্য্যসিদ্ধ হয় না। গরীব যাত্রীদিগের নিকট হইতে গয়াওয়াল পাঁচ টাকার কম লয় না। রাজ-মহারাজরা সুফলের জন্য লক্ষটাকা ব্যয় করেন।

গয়া-মাহাত্ম্য-মতে গয়ার শ্রাদ্ধ বৎসরের সকল সময়েই করিতে পারা যায়। কিন্তু আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে তথায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যাত্রিগণ চৈত্রমাসে এবং যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে আশ্বিন মাসে এস্থানে আসিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আশ্বিন-মাসই গয়ায় পিণ্ড দিবার প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সময়পঞ্জাব, বোম্বাই, গোয়ালিয়র এবং দক্ষিণ হইতে লোকেরা গয়ায় সমাগত হয়। এইকালে এস্থানে লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ এবং যুক্ত-প্রদেশ হইতে এই সময় লোক আসিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, এই সময়ে ধান কাটা হয় এবং যুক্তপ্রদেশে রবিশস্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত কালাশুদ্ধ হইলে লোক আসে না।

গয়াওয়ালের নিকট যাত্রী আসিলে ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বেদীতে স্বয়ং লইয়া যাইয়া কৃত্যাদি করায়। ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে কতকগুলি গয়াওয়ালের ভৃত্য এবং কতকগুলি যাত্রীদিগের দেয় অর্থের ভাগী। খুব সমৃদ্ধ না হইলে গয়াওয়াল অক্ষয়বট ব্যতীত অন্যস্থানে কৃত্যাদি করায় না। স্বীয়-পদপূজা করান, দক্ষিণা-গ্রহণ ও সুফল দান ব্যতীত গয়াওয়ালের অন্য কোন কার্য্য নাই। পদপূজা না করিলে ও সুফল না দিলে গয়ার শ্রাদ্ধই সম্পূর্ণ নহে। এতদ্ব্যতীত ধামিন নামে একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছে, যাহারা পাঁচটী বেদীতে কৃত্যাদি করায়; যথা প্রেতশিলা, রামশিলা, রামকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড এবং কাকবলি। অবশিষ্ট বেদীগুলিতে গয়াওয়ালের অধিকার। রামশিলা ও প্রেতশিলার মধ্যে উক্ত পাঁচটী বেদী দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেগুলি যমরাজ ও প্রেতগণের সহিত-সম্বন্ধীভূত। রামশিলা ও প্রেতশিলায় ধামীনগণ যাত্রীদিগের নিকট হইতে অর্থের কড়ার করাইয়া লয় এবং অঙ্গীকৃত অর্থ আদায় করিয়া অক্ষয়বটে গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। যাত্রী যে অর্থ তাহাকে দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া লইয়া গয়াওয়াল ধামিনের হস্তে প্রদান করে। যদি যাত্রী গয়া-পর্ব্বতে টাকা দিবে কহে, তবে গয়াওয়ালের কারিন্দা ধামিনকে নিজের নিকট হইতে সেই স্থানে তিন ভাগ দেয়।

পুরাতন গয়ার প্রসিদ্ধি কেবলমাত্র বিষ্ণুপদ-মন্দির লইয়া। মন্দিরের অভ্যন্তরটী কৃষ্ণ-প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরের উপর কলস ও ধ্বজা আছে। ধ্বজ-স্তম্ভটী সোনালি পাতের

দ্বারা মণ্ডিত। গর্ভমন্দিরের দ্বারে রৌপ্যপাত চড়ান আছে। মন্দিরের মধ্যভাগে একটী শিলার উপর বিষ্ণুর চরণ অঙ্কিত দেখা যায়। শিলার চতুর্দ্দিকে রূপার পাত লাগান। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্দিরটী মহারাষ্ট্রীয়া রাণী অহল্যাবাইর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান। ঘণ্টাটী নেপালাধীশের মন্ত্রী রণজিৎ পাণ্ডে দান করিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতেই যে ঘণ্টাটী দেখা যায়, তাহা কলেক্টর Francis Gillanders সাহেবের প্রদত্ত। মন্দিরাঙ্গন-মধ্যে ষোলবেদী দালানটী দেখিতে অতি-সুন্দর। ইহা ১৬টী স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। সন্নিকটবর্ত্তী অন্য একটী অঙ্গনে বিষ্ণুর মন্দির আছে। এখানে বিষ্ণু গদাধর-নামে খ্যাত। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে যে স্তম্ভ আছে, তাহাতে একটি গজের মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিক্রমার স্থান। দ্বারের সন্নিকটে ইন্দ্রের একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার সিংহাসনটী দুইটী গজ-দ্বারা বাহিত হইতেছে এবং ইন্দ্র সেই সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে গয়াসুরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। ইহাতে অষ্টভুজা দুর্গা-মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইনি মহিষা-সুরকে নিধন করিতেছেন। বিষ্ণুপদের সন্নিকটে অনেক মন্দিরই অবস্থিত। ঘাটে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তি আছে।

বিষ্ণুপদ-মন্দিরের ১০০ গজ দক্ষিণ পূর্ব্বে গয়াকূপ অবস্থিত। যাহারা অকাল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বংশধরগণ এখানে স্বয় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এক একটি নারিকেল কূপে নিঃক্ষেপ করে। এই নারিকেল দিবার দক্ষিণা এক টাকা। গয়া-কূপের সন্নিকটে পশ্চিমদিকে একটী উচ্চ ভূমির উপর মুণ্ডপৃষ্ঠা-দেবীর এক মূর্ত্তি আছে। ইনি দ্বাদশ-ভূজা। ইহার মন্দিরের অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে লোকে পিণ্ড দেয়। মুণ্ডপৃষ্ঠার দক্ষিণপশ্চিমে আদি-গয়া অবস্থিত। এখানে শিলার উপর পিণ্ড-দান হইয়া থাকে। আদি-গয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে সার্দ্ধ তিন হস্ত লম্বা এবং এক হস্ত চওড়া একটি শ্বেত প্রস্তর দেখা যায়। ইহাই ধৌতপদ-নামে খ্যাত। এখানেও পিণ্ডদান হইয়া থাকে। বৈতরণীর উত্তর পশ্চিম কোণে ভীমগয়া। এখানে ভীমের অঙ্গুলের চিহ্ন আছে। নিকটস্থ একটি প্রকোষ্ঠে ভীমসেনের মূর্ত্তি দেখা যায়। মঙ্গলা-দেবীর মন্দিরের ২২ সিঁড়ির নিম্নে গোপ্রচার-নামক একটি স্থান আছে। এখানে ব্রহ্মা গোদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উত্তরমানস, উদীচী, জিহ্বালোল, মতঙ্গবাপী, ধর্ম্মারণ্য ও বোধগয়া আগন্তুকগণ দেখিয়া থাকেন। উত্তরমানস একটি সরোবরমাত্র। এখানকার মন্দিরে উত্তরার্ক-নামক সূর্য্যদেব এবং শীতলা দেবী প্রভৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। উদীচীও একটি সরোবর। ইহার অপর একটি নাম সূর্য্যাকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তর ভাগ কনখল এবং দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ-মানস-নামে খ্যাত। এখানকার মন্দিরে যে সূর্য্যমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা চতুর্ভুজ। ইহার নাম দক্ষিণার্ক। জিহ্বালোল ফল্গুতটে অবস্থিত। এখানকার একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। মতঙ্গবাপীতে একটি শিবলিঙ্গ আছে। ইহাঁ মতঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত। এই

বাপীর তটে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। ধর্ম্মারণ্যে একটী ক্ষুদ্র বারদ্বারী মন্দির আছে। এখানে যূপকূপ-নামে একটি কূপ দৃষ্ট হয়। বার-দ্বারীর নিকট একটি মন্দিরে যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি আছে। ইনি ধর্ম্মরাজ-নামেও খ্যাত। এই মন্দিরের দক্ষিণে একটি কূপ আছে, যাহা রহটকূপ নামে খ্যাত। পুত্রকামার্থিগণ পুত্র-কামনায় এখানে পিণ্ডদান করে। কূপ-পূজার উপকরণ নারিকেল ও ফুল। কূপের দক্ষিণ দিকে একটি মন্দির আছে। এখানে লোমভীমের মূর্ত্তি আছে। ধর্ম্মারণ্য হইতে এক মাইল দূরে বোধগয়া-মন্দির। এখানকার একটী পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে পিণ্ডদান করা হয়।

বিষ্ণু-পদের উত্তরে সূর্য্যের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটীতে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার রথে সপ্তাশ্ব সংযোজিত ও অরুণ সারথিরূপে অবস্থিত। মন্দিরটী সূর্য্য-কুণ্ডের পশ্চিমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পবিত্রতায় কুণ্ডটী পুরীর শ্বেতগঙ্গার সমকক্ষ। বিষ্ণু-পদের সন্নিকটে ব্রাহ্মণীঘাটে সূর্য্যের অন্য একটি মন্দির আছে। বিষ্ণুপদের অর্দ্ধ মাইল দূরে ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের নিম্নে অক্ষয়বট অবস্থিত। এই অক্ষয়বটের নিকটে যাত্রিগণ দেয় অর্থ গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। এইখানেই পরিক্রমার শেষ হয়। ইহার সন্নিকটে প্রপিতা মহেশ্বরের মন্দির ও পশ্চিমে রুক্মিণী-কুণ্ড অবস্থিত। এখানকার অন্য একটী মন্দিরের নাম কৃষ্ণ-দ্বারিকা। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

অক্ষয়বটের দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী আছে, যাহা গদালোল নামে খ্যাত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে গদার ন্যায় একটি গদা আছে। যাত্রিগণ এই পুষ্করিণীর তটে পিণ্ডদান করিয়া গদা দর্শন করে।

গয়ার সন্নিকটস্থ পাহাড়গুলিও পবিত্র বলিয়া মন্দির-দ্বারা পূর্ণ। সহরের দক্ষিণ দিকের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতটী ব্রহ্মযোনী-নামে খ্যাত। শৈলশীর্ষে পাহাড়ের গাত্রে একটি স্বাভাবিক ছিদ্র আছে। ইহা ব্রহ্মযোনী নামে খ্যাত। ইহার ভিতর দিয়া যদি কেহ হামাগুড়ি মারিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তবে তাহাকে আর যোনী-ভ্রমণ করিতে হয় না;—সে মুক্ত হইয়া যায়। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি ব্রহ্মার মন্দির আছে; কিন্তু এখানে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ নহেন, পঞ্চমুখ। মন্দিরের সম্মুখে সাবিত্রী-কুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ৩৬০ সিঁড়ির উপর রুদ্রযোনী, ৪০০ সিঁড়ির উপর বিষ্ণু কুণ্ড।

সহরের উত্তরে রামশিলা পর্ব্বত অবস্থিত। ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের ন্যায় এখানেও প্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে হয়। এখানে পাতালেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ ও হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে।

হেমন্তকুমারী দেবী।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮

কলিকাতায় গিয়া প্রমোদ পিসীমাকে স্তোক দিল—"ডাক্তারে দেওঘরে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আস্‌তে বল্‌চে। দিন-কতক কাজ-কর্ম্ম থেকে অবসর না নিলে, অসুখ বিগড়ে দাঁড়াবে।"

পিসীমা বলিলেন, "তা হ'লে বৌমাকেও নিয়ে আয়। আমি তুই দু'জনেই চলে এলাম, সে কি একলা থাক্‌বে?"

হতাশ দৃষ্টিতে প্রমোদ একবার আকাশের দিকে চাহিল। হায়! প্রমোদের অনুপস্থিতিতে লাবণ্যর কি যায় আসে! যে স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রমোদ এতদিন মর্ত্ত্যে অমরাবতীর সৃষ্টি করিয়াছিল, নিষ্ঠুর সত্য আজ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার কষাঘাতে সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! এ দারুণ যাতনার মধ্যে একটু সুখ লাবণ্যর জ্বালাময় সঙ্গ ত্যাগ করা। তাহার জন্য নিজের আজন্মের সুখ-স্মৃতিময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেও ভাল; কিন্তু এ হৃদয়দাহি-চিন্তানল অপরকে জানাইবার নহে। তা যদি হইত, যদি কাহারও গলা ধরিয়া একবার অশ্রুজলে এ বেদনা প্রকাশ করা যাইত, তবে বুঝি এ জ্বালা এমন করিয়া বুক থাক্ করিত না। কষ্টে প্রমোদ আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কনে-বৌ বাপের বাড়ী পাঠাবে না, পিসীমা? আমার এই অসুখ শরীরে বিদেশে নিয়ে এসে, তাদের নিয়ে হৈ হৈ কর্‌লেই খুব হাওয়া খাওয়া হবে!"

পিসীমা। তা হ'লে একটা ব্যবস্থা কিছু করা চাই তো?

প্রমোদ উত্তর করিল, "তুমি কিছুদিন থাক্‌লেই সব চেয়ে ভাল—।"

পিসীমা। আমি ত এক মাসের বেশী থাক্‌তে পার্‌ব না—?

প্রমোদ বলিল, "একমাস পরে আমিও যাব। ততদিন তুমি গিয়ে থাক্‌লেই বেশ্ হবে। তা হ'লে তোমায় নিয়ে যেতে একজন লোক পাঠাবার জন্যে গোমস্তাকে লিখে দিই।"

প্রমোদের পত্র পাইয়া বাড়ী হইতে লোক আসিল। তাহার মার্ফৎ প্রমোদ গোমস্তার এক পত্র পাইলেন। গোমস্তা লিখিয়াছে—"আজ দিন-দুই হইল, আপনার একটি বন্ধু এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বিশেষ অপরিচিত; তবে বধূমাতার দাসীর সহিত অনেক সময় পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে দেখিয়াছি। আমার সাধ্যমত তাঁহার অভ্যর্থনার ত্রুটি করি নাই। আপনি কবে আসিবেন, তাহা বিশেষ করিয়া তিনি জানিতে চান্। তাঁহার নাম বলিয়াছেন—শরৎকুমার রায়—।"

"শরৎকুমার রায়!" কৈ রায়-উপাধিধারী কোনও শরৎ ত প্রমোদের বন্ধু নাই! প্রমোদ বাড়ী হইতে আসিতেই সে আসিয়া জুটিয়াছে! তাহার উপর লাবণ্যের ঝির সঙ্গে এত মাখামাখি! এ ব্যক্তি কে তাহা জানিতে কি প্রমোদের এখনও বাকি থাকে? কিন্তু প্রমোদের স্ত্রী জমীদার-গৃহের কুলবধূ।

তাহার বাহ্যিক সম্মান যেমন করিয়া হোক্ অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। প্রমোদের চির উজ্জ্বল পুণ্যময় বংশ গৌরব তাহার অবিমৃষ্য কারিতায় এরূপে কলঙ্কিত হইবে! হা ভগবন্! এ কি দুর্দ্দৈব!!

প্রমোদ পিসীমাকে বলিয়া দিল, "যে বন্ধুটি বাড়ীতে আসিয়াছেন, তাঁকে জানিও, আমার যাওয়ার কিছুই ঠিক নাই। তিনি যেন অনর্থক অপেক্ষা করে কষ্ট না পান্। আর তুমি বাড়ী যাওয়ার সময় লাবণ্যকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি হয় ত, হরিদ্বারে গুরু-দর্শনে যেতে পারি। কবে ফির্ব কিছুই ঠিক্ নেই।"

লাবণ্যকে পিত্রালয়ে পাঠানই প্রমোদ উচিত বিবেচনা করিল। না হইলে, উপায় কি? প্রমোদ কি চিরদিনই গৃহ-বিতাড়িত শৃগাল-কুকুরের মতই বেড়াইবে!!

বাড়ী গিয়া পিসীমা যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে প্রমোদের বন্ধু-সম্বন্ধে লিখিলেন, "আমি বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, দুই দিন পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রিতে তোমার বন্ধু চলিয়া গিয়াছেন।" প্রমোদের সন্দিগ্ধ অন্তরে লাবণ্যর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ আরও দৃঢ় হইল।

৯

হতভাগিনী লাবণ্য সেই বিশাল পুরীতে আজ নির্ব্বান্ধবা। দাস-দাসী ছাড়া আর সকলেই চলিয়া গিয়াছে। যাঁহার বন্ধন-গৌরবে সে এ-গৃহে আগমন করিয়াছে, আসিয়া অবধি তাঁহার সহিত চোখের দেখাও তার ভাগ্যে জুটে নাই। তারপর তার সুখের উদ্যানে প্রথম পাদক্ষেপেই যে-সব কথা সে শুনিতেছে, তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যে কি আছে, সে কথা ভাবিতেও তাহার অন্তর শিহরিয়া ওঠে! তিনি যাই হউন্, যাই করুন্, লাবণ্যের প্রেম-মন্দাকিনী তাঁরই চরণ-দুইখানি ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইবে। তবে দিনান্তে দর্শনটুকুও যদি না মেলে, লাবণ্য কি লইয়া প্রাণ ধারণ করিবে!

গৃহের সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে; কেবল লাবণ্য শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে-ছিল। গৃহে তখনও দীপ জ্বলিতেছিল। সম্মুখের ভিত্তিতে পুরুষের ছায়াপাত হইল। লাবণ্যর চক্ষু সেই ছায়ার উপর পড়িবামাত্র তাহার বক্ষের রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হইয়া উঠিল।—"তবে প্রমোদ বাড়ী ফিরিয়াছে! লাবণ্যকে চমকিত করিবার জন্য নিঃশব্দ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে! কে বলে তবে তাহার আরাধ্য-দেবতা বিমুখ!—তাহার দয়ার পয়োধি নিষ্ঠুর! লাবণ্য যে করুণার অগাধ সিন্ধুতে অবগাহন করিয়াছে! ছার তৃষ্ণার বিভীষিকা তাহাকে কি ভয় দেখাইবে? আগন্তুক শয্যার উপর বসিল। লাবণ্য তখন লজ্জায় ও আনন্দে বিবশা লতার মত এলাইয়া পড়িল; মুখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতাটুকুও নিষ্ঠুর লজ্জা হরণ করিয়া লইল। তখন সে-ব্যক্তি ধীরে লাবণ্যর হাত নিজ হস্তে উঠাইয়া ডাকিল, "লেবু!" সেই স্বরে লাবণ্যর দেহে সহস্র বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সজোরে শয্যা হইতে নামিয়া পড়িয়া সে বলিল, "কে?—বিপিন-দা—? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! জান, কোথায় তুমি এসেছ?"

ঈষৎ হাস্য-সহকারে বিপিন উত্তর করিল, "তা আর জানি না, লেবু! এক স্ব-গৃহত্যাগী গণিকালয়বাসী লম্পটের ঘরে এসেছি।"

লাবণ্য। সাবধান! মুখ সাম্‌লে কথা কয়ো। নরকের কীট! তোমার চেয়ে কেউ হীন আছে? যাও আমার ঘর থেকে—।

বি। তোমার ঘর! হা! হা! কোন্ অধিকারে এখানে তোমার দাবী সাব্যস্ত করেছ, লাবণ্য? যা'র সম্পর্কের দোহাই দেবে, সে তো একটা মুখের কথাও তোমার সঙ্গে কয় নি!"

দীপ্তা লাবণ্য উত্তর করিল, "কে বল্লে তোমায় এ কথা?"

বি। যেই বলুক্, আমি সব খবর রাখি। কিন্তু, লেবু, আমি তো তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে আসি নি। দেখ্‌লে তো যাকে স্বামী পেলে, সে কি রত্ন! লেবু, এই হতাদর অপমান নিয়ে কুকুরেও অধম হয়ে চিরদুঃখে ডুবে থাক্‌বে? নারী চির আদরের চির আরাধনার বস্তু। লাবণ্য, আমার প্রাণভরা ভালবাসা আবার তোমার চরণে উৎসর্গ কর্‌তে এসেছি; গ্রহণ করে নিজেও সুখী হও, আমাকেও কৃতার্থ কর।

"বিপিন-দা, আর নয়; চুপ্ কর। আমি বেশ বুঝেছি, পুরুষজাতি সবই এক রকম। নারীকে তুচ্ছ ক্রীড়নক ভিন্ন কেউ ভাব্‌তে জান না তা যে। যে-ভাবে নিয়ে খেল্‌তে চায়। কিন্তু আজ তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা তোমাদের ভ্রমমাত্র। নারী যথার্থই খেলার পুতুল নয়।" এই বলিয়া চক্ষের নিমিষে লাবণ্য দেরাজ খুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একটা পিস্তল বাহির করিয়া লইল ও বিপিনকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ, স্বামীর ঘরের কোন অধিকার পেয়েছি কি না? তিনি তুচ্ছ চোরের ভয়ে সর্ব্বদা এটা প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌তেন। আজ আমার সতীত্ব-রক্ষার জন্যে ব্যবহার করে, এর সার্থকতা সাধন কোর্ব্বো।"

সভয়ে বিপিন পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "আঃ সর্ব্বনাশ! লাবণ্য, ক্ষেপেছ না কি! রাখ ওটা।"

লা। কখন না। যাও বল্‌ছি আমার ঘর থেকে; নইলে হয় তুমি, নয় আমি, আজ প্রাণ দিতে বাধ্য হব।

বিপিন। লাবণ্য! তোমায় এত ভালবাসি, আর সেই তুমি আমায় এমন ক'রে তাড়াচ্ছ? দেখ, এর পর অনুতাপ রাখ্‌তে স্থান পাবে না।

"না পাই না পাব, তুমি যাবে কি না বল?" বলিয়া লাবণ্য সেখান হইতে পিস্তলে লক্ষ্য করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, "জান ত বিপিন-দা, আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। তীর দিয়ে বাঁটুল দিয়ে ছোট বেলা কত পাখী, কত ছোট ছোট জন্তু মেরেছি? আমার হাতের তাগ দেখে তুমিই পিস্তল-ছোড়া শিখেছিলে? আজ তোমারই উপর সে শিক্ষা ভাল ক'রে পরখ্ করব। ভাল চাও তো এখনও ঘর থেকে যাও।—"

রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া বিপিন উত্তর দিল, "আচ্ছা, দেখে নেবো। এ তেজ চূর্ণ করে, তবে আমার কাজ।" এই বলিতে বলিতে বিপিন বাহির হইয়া গেল। লাবণ্য তখন গৃহের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল—"কোথায় প্রভো! তোমার চরণাশ্রিতাকে কে রক্ষা করিবে?"

পিসীমা যখন বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেন, লাবণ্য তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া আর মাথা তুলিতে পারিল না; পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া পিসীমা লাবণ্যকে তুলিলেন; আঁচলে মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "পাগ্লি মা, কাঁদছিস্ রে।"

না। তোমরা এমন ক'রে আমায় একলা ফেলে যেও না, পিসীমা! লাবণ্যর অভিমানাশ্রু আবার নামিয়া আসিল। সান্ত্বনা দিয়া পিসীমা বলিলেন, "না না, একলা, আর থাক্‌বে কেন মা? এবার প্রমোদের হঠাৎ অসুখটার জন্যই না এমন হ'য়ে গেল! এবার প্রমোদ কোথাও গেলে, তুমিও সঙ্গে যেও।"

অরুণ যখন তাহার জেঠাইমাকে লইতে আসিল, তখন পিসীমা লাবণ্যকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। এখানে এই নিরাশ্রয় পতিসঙ্গশূন্য অবস্থার কাছে তাহার সেই স্নেহভরা পিত্রালয়খানি কত মধুর! কিন্তু সেই মাতাপিতৃহীন গৃহে বিপিনের অত্যাচার —সেও কত ভীষণ! লাবণ্য সে কথা মনে করিতেই শিহরিয়া উঠিল। প্রমোদ যতই হীনচরিত্র হউন্ না, যাহাকে দুই দিন পূর্ব্বে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহার রক্ষার ভারও কি লইবেন না! লাবণ্য পিসীমাকে বলিল, "এই অসুখ থেকে ফিরে আস্‌বেন, এ-সময় আমার এখানে না থাকা ভাল দেখাবে না, পিসীমা! আমি তো ছোটটি নই; আমার ত্রুটি একটুতে অনেকখানি হতে পারে।"

পিসীমা এ-কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে প্রমোদের সঙ্গেই তুমি যেও, সেই ভাল।"

পিসীমা চলিয়া গেলেন; যাইবার সময় প্রমোদকে বাড়ী আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়া গেলেন।

১০

নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গেই প্রমোদ বাড়ী ফিরিল। হায়! একি নাগপাশ সে গলায় পরিয়াছে! যাহার বিষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহাকেই বক্ষে করিয়া প্রতিনিয়ত বহিতে হইবে! কোন্ পাপের এত শাস্তি!!

বাহির মহলেই প্রমোদ নিজের শয়ন, ভোজন, সকল রকমের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। যাহাতে সামান্য প্রয়োজনেও অন্দর মহলে যাইতে না হয়, লাবণ্যর সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ না হয়, সে বিষয়ে সে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করিয়া লইল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, চিকিৎসকের নিষেধ। সদর-অন্দরের মাঝামাঝি ঠাকুর-ঘর ছিল। তাহা এখন সদরের ভিতরে গণ্য হইল; কেবল গভীর রাত্রে, যখন মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হইয়া যাইত, তখনই লাবণ্য মন্দির-দুয়ারে গিয়া পড়িবার সুযোগ পাইত।

স্বামী বাড়ী আসিলেন। লাবণ্য কত সাধ লইয়া আগমন-পথ চাহিয়া বসিয়াছিল! তাঁহার অসুস্থ শরীর, মা নাই, ভগ্নি নাই; লাবণ্য সেবা করিয়া তাহার নারীজন্ম সার্থক করিবে! কিন্তু একি সাধে বাদ! স্বামী তাহার সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন! একবার চোখের

দেখা, তাও ত লাবণ্যর দেখিতে পাইবার পথ রহিল না! এ নির্দ্দয়তা পাষাণীরও যে সহ্যাতীত! লাবণ্যর কোন্ পাপে এ গুরু দণ্ড! তবে কি ঝি যা বলে, তাহাই সত্য? তাও যদি হয়, প্রমোদই ত একদিন স্বেচ্ছাতেই তাহাকে চরণে স্থান দিয়াছিলেন। তারপর মুহূর্ত্তও, বুঝি, গেল না; একি হইল! লাবণ্যর জগৎ আজ শূন্যে ঘুরিতে লাগিল; পৃথিবীর আলো আজ সব তাহার চক্ষে নিভিয়া গেল; কেবলমাত্র যে কোনদিন কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানে না, সেই ধরিত্রীই শুধু আপন বক্ষে আজ তাহাকে স্থান দিলেন। সেই দিন হইতে চক্ষের জলে লাবণ্য মাটি ভিজাইতে লাগিল।

তার উপরে সেই নূতন ঝি। সে প্রত্যহ কলিকাতা হইতে আনীত অপরূপ রূপসীকে লইয়া প্রমোদ কি করিয়া বিভোর হইয়া আছে, তাহার নূতন নূতন কাহিনী লাবণ্যর নিকট আসিয়া শুনাইতে লাগিল। মদের স্রোতের ও বন্ধুবর্গের বীভৎসতার দৃশ্যের বর্ণনারও কিছু বাদ গেল না। হায়! নারী কি সত্যই পাষাণ! কি করিয়া এত সয়!!

আর প্রমোদ! প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সে জমীদারীর কাজ স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া, স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পূজা, অর্চ্চনা ও জপারতির পরে দেবতার প্রসাদ ভোজন করে; তাহার পর অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত গীতা বা শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত হয়। তাহার পরে অতি সামান্য শয্যায় পড়িয়া ভগবানের নিকট শান্তি কামনা করিতে করিতে কোনও দিন সুনিদ্রায় কোনও দিন বা অনিদ্রায় অভাগার রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়।

বৈকালে লাবণ্য তখন কুটনা কুটিতেছিল; ঝি আসিয়া খামে-মোড়া একখান্ চিঠি তাহাকে দিয়া গেল। পত্রের হস্তাক্ষর লাবণ্যর অপরিচিত। এ-জগতে এক দাদা ভিন্ন অভাগিনী লাবণ্যর খোঁজ লইতে আর কে আছে? শুষ্ক মরুময় সংসারে একবিন্দু স্নেহকণা আর কোথাও আশা করিবার স্থান নাই! শুধু দাদার হাতের একখানি স্নেহময় শান্তিময় পত্রই তাহার সকল সন্তাপের মহৌষধিস্বরূপ। আজ কে এই হতাদরা লাবণ্যকে স্মরণ করিয়াছে? লাবণ্য কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল; পত্র পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া সে সেখানে বসিয়া পড়িল! প্রমোদের পিসীমা লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়া, বৌমা! বহুদিন প্রমোদের কোন সংবাদ পাই নাই। সে ওখানে আছে কি না, নিশ্চিত না জানায়, তোমাকে এই পত্রে জানাইতেছি। সম্প্রতি আমাদের পার্শ্বের গ্রামের বাবুদের বাড়ীতে যে ডাকাতি ও খুন হইয়া গিয়াছে, পুলিশ সরোজকে সেই অপরাধে সংযুক্ত বলিয়া আজ গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় চালান দিয়াছে। আমাদের সাধ্যমত তাহার স্বপক্ষে চেষ্টা হইবে কিন্তু এ বিষয় বহু অর্থের প্রয়োজন; অতএব প্রমোদকে সবিশেষ জানাইয়া বিহিত চেষ্টা করিবে। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমাদের পিসীমা।

একি বজ্রাঘাত! হতভাগিনী লাবণ্যের যে

ওইটুকুই জগতের সম্বল! আজ সে-সম্বলটুকুও হারাইলে, সে কি করিয়া এ জগতে থাকিবে! হা ভগবন্! লাবণ্যের জন্য এত শাস্তি তুমি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ! উপায়হীনা আশ্রয়-হীনা লাবণ্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ—বহুক্ষণ পরে লাবণ্য উঠিয়া বসিল ও ভাবিল, এ বিপদে যদি প্রমোদ কিছু উপায় করেন! হায়! লাবণ্যের আর যে কেহ নাই! সরোজ কত আশা করিয়া লাবণ্যকে প্রমোদের হাতে দিয়াছিল!—লাবণ্যের সম্পর্কে না হউক্, পূর্ব্বের বন্ধু-সম্পর্কেও কি প্রমোদ সরোজের উদ্ধারের উপায় দেখিবে না? আর কিসের লজ্জা! কিসের অভিমান! আজ লাবণ্য সকলের সাক্ষাতেই বাহিরে গিয়া প্রমোদের পায়ে পড়িয়া কাঁদিবে।

গৃহের দাস-দাসী সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে। লাবণ্য কম্পিত পদে স্বামীর মহলে প্রবেশ করিল। কৈ কোথাও ত একটুও কোলাহল নাই! গান-বাজ্‌না কি হাসি-গল্পের কোনও শব্দই ত পাওয়া যাইতেছে না! আজ তাহা হইলে প্রমোদ একাই আছে। লাবণ্যর মনে অনেকটা সাহস আসিল। অপরের সম্মুখে দারুণ লজ্জার হাত হইতে ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিলেন। ধীরে ধীরে লাবণ্য গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু কৈ প্রমোদ ত ঘরে নাই! লাবণ্য ব্যাকুল-দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিকে স্বামীর অন্বেষণে চাহিতে লাগিল। গৃহে প্রমোদও নাই, কিন্তু প্রমোদের উচ্ছৃঙ্খলতারও ত কোন চিহ্ন নাই!! লাবণ্য প্রতিনিয়তই শুনিয়া আসিতেছে, প্রমোদ এত অপদার্থ হইয়াছে যে, বিষয়-আশয় বা কাজ-কর্ম্ম চক্ষে দেখা দূরে থাক্, কানেও কোন কথা শোনে না! কিন্তু লাবণ্য প্রমোদের গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! গৃহের সেল্‌ফ্‌ ও টেবিল খাতা, বই ও কাগজ-পত্রে পরিপূর্ণ। লাবণ্য সভয়ে দুই একখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, সকলগুলিই জমীদারী-সংক্রান্ত। যে-ব্যক্তি বিলাস-বিভ্রমে নিজের সহধর্ম্মিণীকেও চক্ষে দেখে না, তাহার এ-সব দেখিবার এত সময় হয়? তবে লাবণ্য স্বামীর যে-মূর্ত্তির বর্ণনা শ্রবণ করে, তাহা কি সব সত্য নয়? যদি সত্যও না হয়, লাবণ্যের তাহাতে বিশেষ কি ক্ষতি-বৃদ্ধি? তাহার ভাগ্য যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই থাকিবে! কিন্তু আজ যে প্রমোদের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া চাইই।

সে-গৃহ ত্যাগ করিয়া লাবণ্য দ্বিতীয় গৃহে প্রবেশ করিল; অনুমানে বুঝিল, এখানিই প্রমোদের শয়নগৃহ। কারণ, গৃহের এক পার্শ্বে একটি সামান্য শয্যা পতিত রহিয়াছে; কিন্তু শয্যা শূন্য। লাবণ্য নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল!—তবে কি প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎকার তাহার ভাগ্যে নাই? গৃহের অপর দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানি চৌকির উপর কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ ও মেঝের একখানি পুরু গালিচার আসন পাতা; তাহার সম্মুখে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভিত্তিগাত্রে একটী সন্ন্যাসীর আলোকচিত্র ঝুলিতেছে; তাহার নিম্নস্থানটী সর্ব্বদা ললাট-স্পর্শে চিক্কণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। লাবণ্য বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—এই তাহার স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা! কি ভুল! কি ভুল! কি অন্ধকারে এতদিন সে

চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া ছিল। সে যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের অতুল চরণের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ভ্রমেও তাহা বুঝিতে পারে নাই। সেই ঝি এতদিন তাহাকে একই মিথ্যা শুনাইয়া আসিতেছে! আজ দয়াময় বিপদের বজ্রালোকে এক মহান্ অন্ধকার নাশ করিয়া দিলেন। লাবণ্যের ক্রমে চক্ষু খুলিতে লাগিল; মনে আসিতে লাগিল, ঝি নিশ্চয়ই বিপিনের অর্থভোগী। তাহারই সাহায্যে বিপিন সে-দিন লাবণ্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, বটে! কিন্তু প্রমোদ কৈ?

লাবণ্য সে গৃহ ত্যাগ করিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল। সে দেখিয়া বুঝিল, এটি প্রমোদের পূর্ব্বের সাজান বৈটকখানা। ছবি, ঝাড়, পাখা প্রভৃতি সরঞ্জাম পরিষ্কার ভাবে সাজান। কিন্তু মদ ত দূরের কথা, তামাক-চুরুটেরও কোথাও চিহ্নও সে দেখিতে পাইল না।

তখন লাবণ্য ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় নামিল। সম্মুখে পুষ্পোদ্যান। জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। যাহার অন্তরে সুখ আছে, আজিকার এই শোভাময়ী রজনিই তাহার চক্ষে স্বর্গ। লাবণ্য দেখিল, অদূরে একটি প্রস্তর-বেদিকার উপর বসিয়া, প্রমোদ স্থির হইয়া কি ভাবিতেছে। সেই সুগঠিত নির্ম্মল আননে জ্যোৎস্না পড়িয়া রূপের প্রভা উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে! কতদিন—কতদিন পরে এই স্বর্গতুল্য রজনীতে তাহার দেবতুল্য স্বামীকে চক্ষে দেখিয়া লাবণ্যের সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল; মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের দারুণ দুঃখ সে বিস্মৃত হইয়া গেল; স্থান, কাল সব ভুলিয়া নির্নিমেষ চক্ষে লাবণ্য সেই অপরূপ-কান্তির প্রতি চাহিয়া রহিল! সহসা প্রমোদের চক্ষু সেই দিকে পড়িল; বিস্মিত প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" সেই স্বরে লাবণ্যর চমক ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে উদ্যানে নামিতেই প্রমোদ চিনিল, এ তাহারই অনেক সাধের লাবণ্য। জানি না, এই মুগ্ধ রজনীতে প্রমোদের মনে আজ কি ভাবের আধিপত্য চলিতেছিল। এই স্থান ও কালের ভিতর যখন অন্তরে প্রেম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন লাবণ্যকে সম্মুখে দেখিয়া অতৃপ্ত তৃষিত অন্তর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই—তখনই প্রমোদ আত্মসংযম করিয়া লইল;—হায়! লাবণ্য আর তাহার কে?

লাবণ্য ধীরপদে আসিয়া প্রমোদের সম্মুখে নতমুখে দাঁড়াইল। সে কি বলিবে? আজ জীবনে প্রথম দিনে স্বামীর সহিত সে কি বলিয়া প্রথম সম্ভাষণ করিবে? সে ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে;—তবু কি বলিয়া যাহার কাছে সকল প্রাপ্যের দাবী, তাহার কাছে দীন অঞ্জলি প্রসারিত করিবে? লাবণ্যর দুই চক্ষে অশ্রু পূরিয়া আসিতে লাগিল। বলি বলি করিয়াও তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। প্রমোদই কথা কহিলেন, "এখানে তোমার কি প্রয়োজন?" লাবণ্য তখন প্রমোদের চরণতলে পড়িয়া বলিল, "বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি, তুমি রক্ষা কর।"

তাচ্ছীল্য-ভরে প্রমোদ বলিল, "চিরদিনই নিজে যা বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়াছ—স্বামীতে ত তোমার কখনও প্রয়োজন হয় নাই;

আমিও তোমার কোন কাজেই প্রতিবন্ধক হই নাই। আজও তোমার যাহা ইচ্ছা করিলেই পার। আমার কাছে কিসের সাহায্যের আশা করিতে পার ?"

লাবণ্যর ব্যথিত বক্ষে এই কথাগুলি বজ্র-তুল্য আঘাত করিল। সে কাঁদিয়া বলিল, "আমি বড় দুঃখিনী, আমায় একটু দয়া কর। তোমার চরণে জানি নে কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমায় এমন করিয়া পায়ে ঠেলিয়াছ ? কিন্তু আজ আমি সে দাবী করিতে আসি নাই। আমার দাদার বড় বিপদ্। তুমি ভিন্ন কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে ? তাই আজ তুমি স্থান না দিলেও তোমার পায়ের কাছে আসিয়াছি। আজ আর নিষ্ঠুর হইয়া দূর করিও না।"

প্র। ওঃ সরোজের বিপদ্। তাই আজ আমার প্রয়োজন হয়েছে! কিন্তু আমার মত তুচ্ছব্যক্তি-দ্বারা কি উপকারের সম্ভাবনা ?"

তখন প্রমোদের দুই পদ বক্ষে ধরিয়া লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল; বলিল, "আজ তুমিও যদি এমন নির্দ্দয় হও, তা' হলে আর কোন উপায়ই থাকবে না। দাদা তো গিয়েছেই, আমিও আজ তোমারি পায়ের তলায় প্রাণ দেব।"

বুঝি, অন্তর্নিহিত গভীর প্রেম তাহার কালমেঘের আবরণ দুইহাতে ঠেলিয়া ধীরে ধীরে উঁকি দিতেছিল, তাই প্রমোদের অন্তর সকল সন্দেহ ও সকল যাতনাকে লাবণ্যর এক এক বিন্দু অশ্রুজলে ধৌত করিয়া পূর্ব্ব প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এক নিমিষের জন্য প্রমোদের মনে হইল, এই যে মধ্যের সুদীর্ঘ যন্ত্রণার দিন, এ একটা দুঃস্বপ্নমাত্র! এবং সেই অগাধ প্রণয়-জলধিকূলে সেই প্রমোদ আর সেই লাবণ্য! প্রমোদের দগ্ধহৃদয় আজ গলিয়া গেল, সজল চক্ষে প্রমোদ লাবণ্যকে হৃদয়ে উঠাইবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল; কিন্তু তখনই তখনই প্রমোদ আপনার বিদ্রোহী বাহু-দুইটি সংযত করিয়া লইল এবং অশ্রুসজল চক্ষে বলিল, "আমার পা ছেড়ে ওঠ, লাবণ্য! সরোজের কি হয়েছে ?"

তখন লাবণ্য উঠিয়া প্রমোদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রোদনোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া প্রমোদ ভাবিল, "যে চাঁদে এত সুধা, তাতেও এই কলঙ্ক!"

লাবণ্য বলিল, "দাদাকে খুন ও ডাকাতির অপরাধে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"—বলিতে বলিতে লাবণ্যর চক্ষে আবার অশ্রুপ্রবাহ নামিয়া আসিল। দুই হাত জোড় করিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, "তুমি ভিন্ন আর কে আছে ? একদিন দাদাকে অপার করুণা দেখিয়েছিলে; তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে তাঁর অরক্ষণীয়া ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে তাঁকে ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার করেছিলে; আজ আর একবার রক্ষা কর। আমার ভাগ্যে যাই থাক্, আমি জানি, তোমার করুণার অন্ত নেই।"

প্রমোদেরও পূর্ব্বকথা স্মরণে আসিতে-ছিল, চক্ষুও বুঝি একটু আর্দ্র হইয়াছিল! হায়! সে যে কত সাধ, কত আশার দিন! সে কি ভুলিবার ? রুদ্ধ কণ্ঠে প্রমোদ উত্তর করিল, "লাবণ্য, শুধু দয়ার কথা কি বল্ছিলে ? যখন আমি তোমায় বিবাহ করি, সরোজকে দয়া ক'রে করি নি। তুমি জান না, লাবণ্য!

তোমায় কতখানি ভালবেসে, তোমায় পাবার জন্তে কিরূপ উন্মত্ত হ'য়েছিলাম! আমার নয়নে তখন আর অন্ত দৃশ্য ছিল না; আমার অন্তরে অন্ত ধ্যান-জ্ঞান ছিল না, আমার এই ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম, মান, খ্যাতি, সব একদিন তোমারই, পূজার অর্ঘ্য ক'রে সাজিয়ে রেখেছিলাম। যেদিন তুমি আমার গৃহে পা দিলে, সে-দিন আমার সারা জগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; আমার কতদিনের মানস-পূজা সার্থক মনে হ'ল। লাবণ্য! তোমায় দেখেই আমি বিবাহ ক'রে দীর্ঘ দিন প্রবাসে কাটিয়ে এসেছিলাম কেন, জান? আমার নিজের প্রেম পরীক্ষা কর্‌তে; লাবণ্য! আমি তোমায় যে কপট প্রেম দিয়ে বঞ্চনা কর্‌ব, সেটা আমার নিজের হৃদয়েই অসহ্য ছিল, তাই চোখের অদর্শনেও তোমায় কত ভালবাসি তাই পরীক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলাম। তুমি যাই হও, কিন্তু আমার প্রেম আমায় বঞ্চনা করে নি; পুড়িয়ে খাঁটি কর্‌চে, তবু মাটি করে নি।" আকাশের পানে চাহিয়া প্রমোদ নীরব হইল; দুই চোখে দুটি অশ্রুবিন্দু চন্দ্রকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। আর লাবণ্য অবাক্ হইয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হায়! এই সুধা-হ্রদ তাহার চক্ষে মরীচিকামাত্র!!

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদের যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আর এখানে থাকার আবশ্যক নাই; ভিতরে গেলেই ভাল হয়। দেখি, আমি যদি পারি, কাল কলিকাতায় যাবার চেষ্টা কর্‌ব।"

যাইবার সময় লাবণ্য বলিল, "আর একটি কথা আছে। আমার দাসীর কোন প্রয়োজন নাই; তাকে জবাব দিয়ে যাও।"

প্রমোদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "গৃহে তো অপর স্ত্রীলোক কেহ নাই! কি করিয়া থাকিবে?"

অবনত মুখে লাবণ্য উত্তর করিল, "ছোট থেকে মা নেই; সংসারেও আর কেউ ছিলেন না। আমার অমন থাকা অভ্যাস আছে। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে কেউ ঘুর্‌লে আমার আরও অসুবিধা বোধ হয়।"

প্রমোদ কথাটা দুষ্যভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, "হুঁ। আচ্ছা, তাই হবে।"

লাবণ্য মনে মনে বলিল, "এবার চক্ষু খুলেছে, বুঝেছি। 'বিপিন-দা এর মূল; আর ঐ মাগী তার হাতের কল; আচ্ছা তোমরা যা করবার করেছ,—এখন ভগবান্ কি করেন্, দেখি!"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাবণ্য শুনিল, প্রমোদ প্রত্যুষেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর এই করুণায় তাহার চিত্ত দ্রব হইয়া গেল; দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আজ মন্দিরে প্রমোদ নাই। পুরোহিত নিত্য-পূজা করিয়া উঠিয়া গেলে, লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পদতলে পড়িল। সারাদিন লাবণ্য আর বাহির হইল না। রাত্রির শয়নারতির পরে সামান্য প্রসাদ মুখে দিয়া সে নিজের ঘরের ভূমি-শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। একে ত তাহার দাদার এই ঘোর বিপদ; তাহার উপর স্বামীকে সে যে আজ কি বিপদের মুখে পাঠাইয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত-নাই। তবে প্রমোদের অগাধ সম্পত্তির ত

ভরসাতেই জোর করিয়া ভ্রাতার সাহায্যের জন্য সে ধরিয়াছিল। আজ যদি দুকূলই ভাসিয়া যায়! হায় ঠাকুর! কোথায় তোমার অভয় চরণ-দুইটি! বিপন্না লাবণ্য আজ তাঁহারই আশ্রয় চাহিতেছে। দুঃখিনীকে বঞ্চিতা করিও না। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

প্রতীক্ষা।

বাতায়ন-ফাঁকে তরুণ অরুণ
তখন দেয়নি উঁকি,
তন্দ্রা-অলস নয়ন মেলিয়া
চাহে নাই সূর্য্যমুখী;
বিশ্ব-রাণীর তিমিরাবৃত
অবগুণ্ঠনখানি
রজনী তখন খুলে দিতেছিল
আলোর বারতা আনি';
ঊষা-তারাটীর লাজকম্পিত
স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাতি
কাল গগনের কালিমার আড়ে
কৌতুকে ছিল মাতি!
সারা প্রকৃতির মুখর কথাটী
ছিল মৌনতা ভরা,
তন্দ্রার হিম চুম্বনে ছিল
মন্ত্র-মুগ্ধ ধরা!
সারা নিশাখানি জেগে বসে আছি
তোমারি প্রতীক্ষায়,
বন্ধু, এ মোর মৌন ধেয়ান
ব্যর্থ কি হবে হায়!
যে আরতি-দীপ জ্বালায়ে রেখেছে
অন্তরে অহরহঃ,
আজ তুমি তারে তব মন্দিরে
সযতনে তুলে লহ!
পরাণের কোণে পুঞ্জিত ছিল
যে দারুণ অভিমান,
তীব্র দহনে নয়নের জলে
হয় নি'ক অবসান!
ব্যাকুল আশায় পথ চেয়ে আছে
ব্যথা ভরা এই চিত্ত,
দীন পূজারীর পূজার অর্ঘ্য
রহিবে কি অনাদৃত!
লক্ষ যুগের মৌন ধেয়ান
সকাতর আহ্বান
টলাতে, বন্ধু, পেরেছে কি তব
পাষাণ অচল প্রাণ!
নিষ্কলঙ্ক অন্তরে মোর
রচিয়াছি এ সমাধি,
তোমার করুণ চরণ-রেণুর
পরশের পরসাদী।
চিরকাল রব ভিখারীর মত
তোমারি প্রতীক্ষায়,
নিষ্ফল হবে নয়নের বারি-
ঢালা দেবতার পায়!

শ্রীকিরণপ্রভা দে।
